উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 15 May 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in

জ্যোতিষী নাকি, মোদিকে খোঁচা প্রিয়াংকার

সাতের পাতায়

স্বাতীকে নিগ্রহের কথা মানল আপ

সাতের পাতায়

ভরসা। বারাণসীর দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাপুজো শেষে ফিরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার। -পিটিআই

নিজের নামে ৮১৯ সিম, জালে বিষ্ণু

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ মে : একটি-দুটি নয়, নিজের নাম ও পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ইস্যু করা হয়েছিল ৮১৯টি সিমকার্ড! ঘটনাটি ২০২১ সালের। তাজ্জব করা এমনই কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে ফাঁসিদেওয়ার জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্মলজোতের বাসিন্দা বিষ্ণু মণ্ডলের বিরুদ্ধে। আদালতের নির্দেশে আপাতত তিনি বিচারবিভাগীয় হেপাজতে।

একজন ব্যক্তি এত সিম কার্ড দিয়ে কী করবেন বা করেছেন সেই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। পুলিশও তা নিয়ে বেশ চিন্তিত। অসৎ উদ্দেশে আরও কেউ এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান। তাই অভিযুক্ত বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চক্রের মাথা পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইছে পুলিশ।

খুব সম্ভবত সেইসময় ফ্রি সিমের অফার চলছিল। তখনই বিষয়টি নজরে আসে ট্রাই (টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়া)-এর। বেসরকারি একটি টেলিকম সংস্থা থেকেই সমস্ত সিম তোলা এবং সক্রিয় করার কাজ করেছিলেন বিষ্ণু। নিজের পরিচয়পত্র দিয়েই সিমগুলি ইস্যু করেছিলেন তিনি। একই জায়গা থেকে এত সিম ইস্যু হতে দেখে ট্রাইয়ের তরফে বিষয়টি ওই সংস্থাকে জানানো হয়। অভিযোগ পেয়েই সমস্ত সিম নিষ্ক্রিয় করে দেয় সংস্থাটি। পরবর্তীতে, টেলিকম সংস্থাটি ২০২৩ সালের জুন মাস নাগাদ ফাঁসিদেওয়া থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। কিন্তু, অভিযুক্ত পালিয়ে থাকায় তাঁকে ধরা সম্ভব হচ্ছিল না।

এরপর আটের পাতায়

শাহি হুঁশিয়ারি

বনগাঁর সভা থেকে রাজ্যে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শা বলেন, 'মমতা দিদি আপনার সময় শেষ।'

বিস্তারিত তিনের পাতায়

ভারতীয়র মৃত্যু

বিএসএফের গুলিতে এক ভারতীয়র মৃত্যু হল। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বিএসএফের ১৫৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের খালপাড়া এবং ভাটপাড়া বিওপির মাঝামাঝি এলাকার ঘটনা।

বিস্তারিত চারের পাতায়

প্রেমের পাতা ফাঁদ

তিন মাসে ঘরছাড়া শতাধিক নাবালিকা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : স্মার্টফোনের স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে ওঠা মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশনটায় একপ্রকার ইচ্ছে করেই সাড়া দিয়েছিল বছর সতেরোর মেয়েটা। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা অপরিচিত ছেলেটার প্রোফাইল ছবি দেখে মন্দ লাগেনি তার। তাই হাই, হ্যালো থেকে কথাবার্তা এগোতে সময় লাগেনি খুব বেশি। এরইমধ্যে মোবাইল নম্বর দেওয়া নেওয়া থেকে শুরু করে কখন যে মন দেওয়া নেওয়াও হয়ে গিয়েছে তা মালুম হয়নি। ঘরে বাবা-মাও বিশেষ টের পাননি মেয়ের হালচাল। পাবেনই বা কী করে! তাঁদের যে সারাদিন বাড়িতে থাকারই জো নেই। কাজের তাগিদে সেই যে সাতসকালে বেরোতে হয়, ফেরেন তো সেই সূর্য ডুবলে। অগত্যা মেয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে, কী করছে তার খোঁজ থাকবেই বা কী করে!

একদিন দুম করে বাবা-মা বাড়িতে ফিরে দেখলেন মেয়েটা নেই। পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘরও তন্ন তন্ন করে খুঁজে হদিস মিলল না। একদিন যায়, দু'দিন যায় মেয়েটা আর ফেরে না। লোকলজ্জার ভয় কাউকে কিছু বলারও সাহস কুলোয় না। তবু, কোনওমতে থানায় গিয়ে নিখোঁজ ডায়েরি ঠুকলেন অসহায় বাবা-মা। দিন দশেক বাদে পুলিশ সেই মেয়েকে খুঁজে বের করল অসম থেকে।

এই ঘটনা একটা উদাহরণ মাত্র। শুধুমাত্র রাজগঞ্জ থানা এলাকাতেই গত তিন মাসে এমনভাবে বাড়ি থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে জনা ১৫ নাবালিকা। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের সব থানা মিলিয়ে সংখ্যাটা একশোরও বেশি। শুধু নাবালিকা নয়, এর বাইরে রয়েছেন বিবাহিত তরুণীরাও। সব ক্ষেত্রেই 'কমন ফ্যাক্টর' হয়ে দাঁড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার প্রেম এবং পরকীয়া। কিছু ক্ষেত্রে আবার প্রেমের টোপ দিয়ে পাচারের ছক খুঁজে পাচ্ছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (হেড কোয়ার্টার) তন্ময় সরকার বলছেন, 'নাবালিকা নিখোঁজের ক্ষেত্রে ঘটনা যাই থাকুক অপহরণের মামলা রুজু করেই তদন্ত শুরু করতে হয়। পুলিশ সেটাই করে থাকে। তবে তদন্তে বেশিরভাগ সময় প্রেমের ঘটনা উঠে আসে। কিছু ক্ষেত্রে মানব পাচার বা অন্য ঘটনা থাকে না সেটা নয়।' সমস্যা মেটাতে পুলিশের তরফে মানবপাচার বিরোধী সচেতনতা শিবির করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

গত ৭ মে ফুলবাড়ি এলাকা থেকে এক নাবালিকা উধাও হয়ে যায়। অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তবে এখনও হদিস মেলেনি নাবালিকার। ওই বাড়িতে এখনও কান্নার রোল স্পষ্ট। নাবালিকার এক আত্মীয় বলছেন, 'মেয়ের শোকে মা-বাবা ও অন্যরা খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। ঘরে না ফেরা পর্যন্ত শান্তি নেই।' পড়শিরা জানিয়েছেন, নাবালিকাকে এলাকায় সেভাবে কারও সঙ্গে আড্ডা দিতেও দেখা যেত না। বন্ধুবান্ধবও চোখে পড়েনি সেই অর্থে। তবে কি পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছে সে? কৌতূহল রয়েছে এলাকায়।

গত ১১ এপ্রিল ভক্তিনগর থানা এলাকা থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় এক নাবালিকা। অভিযোগ দায়ের হওয়ার দু'দিন পর শিলিগুড়ি থানা এলাকা থেকে উদ্ধার হয় সে। তার বাড়িতে এখনও ভরা আতঙ্ক। নাবালিকার বাবা বলছেন, 'অসৎ উদ্দেশ্যে আমার মেয়েকে আটকে রাখা হয়েছিল।' ঘটনায় এক তরুণ গ্রেপ্তার হয়ে আপাতত জলপাইগুড়ির জেলে বন্দি।

হট টপিক

১২ এপ্রিল ফুলবাড়ি এলাকা থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশি তৎপরতায় খোঁজ মেলে তার। পরিবারটির সন্দেহ, তাদের মেয়ে মানব পাচারের খপ্পরে পড়েছিল। নাবালিকার ট্রমা এখনও কাটেনি। চলছে কাউন্সেলিংও। এই ঘটনার দু'দিন বাদে ১৪ এপ্রিল নিউ জলপাইগুড়ি থানায় আরও এক নাবালিকা নিখোঁজের অভিযোগ জমা পড়ে। নাবালিকার এক আত্মীয় বলছেন, 'আমাদের পরিবারের মেয়েকে ভুল বুঝিয়ে অসমে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। পুলিশের তরফে কোনও সহযোগিতা পাইনি। বিভিন্ন সূত্র কাজে লাগিয়ে নিজেরাই মেয়েকে উদ্ধার করেছি। পুলিশ এখনও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি।'

এ তো গেল নাবালিকা ফেরারের কাহিনী। পুলিশের তথ্য বলছে, এর বাইরে নিউ জলপাইগুড়ি, প্রধাননগর,

এরপর আটের পাতায়

DESUN EXPRESS CLINIC
SILIGURI
মাত্র 4 ঘণ্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
রিপোর্ট পান
আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

প্রবেশপথেই ভ্যাবাচ্যাকা

বহরে বাড়ছে শহর শিলিগুড়ি। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। টোটো, অটো, ম্যাক্সিক্যাব, বাসে দমবন্ধ অবস্থা শহরের। সেই তুলনায় বাড়েনি রাস্তা। যান নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিকেরও সেই অর্থে বিশেষ ভূমিকা চোখে পড়ে না। কেন এমন হাল, কোথায় আসল গলদ, খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ পঞ্চম পর্ব।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : বৃত্তাকার পথে বিভ্রান্তি অনিবার্য। লাল, সবুজ, হলুদ আলোর ভিড়ে কোনটা আসলে আপনার জন্য, তা বুঝে ওঠা বেশ শক্ত। বিশেষ করে এই শহরে প্রথমবার কেউ পা রাখলে তো বটেই।

পা তো রাখেনই। কারণ নৌকাঘাট মোড়ই যে শিলিগুড়ি শহরের অন্যতম প্রবেশপথ। একদিকে সোজা ফুলবাড়ি হয়ে পথে গিয়েছে অসমের দিকে, আরেকটি মেডিকেল মোড় হয়ে বিস্তৃত বহু পথে। ফলে শিলিগুড়ি শহরে ঢুকতে এবং বেরোতে অনেকেই বেছে নেন নৌকাঘাট মোড়কে। তবে, সবথেকে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এখানকার ট্রাফিক সিগন্যাল। যেভাবে সিগন্যালের বাতিগুলি বসানো তাতে ভিরমি না খেয়ে উপায় নেই।

বর্ধমান রোডে যানজটে আটকে পড়া গাড়ির লাইন। -সূত্রধর

দিনভর যেমন তেমন, সমস্যা বাড়ে সন্ধ্যা ঘনালেই। কারণ তখন থেকে হাজার হাজার ট্রাকের চাকা গড়ায় এই পথে। আর সেই ট্রাকের জটে গাড়ি নিয়ে ফাঁসলে নিস্তার নেই সহজে। ওদিকে তিনবাত্তি মোড় থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত, এদিকে নৌকাঘাট সেতু পেরিয়ে বিশ্ব বাংলা শিল্পীহাট পর্যন্ত গাড়ির লাইন পড়ে যায় রোজ। কাওয়াখালির বাসিন্দা বিমল সাহা বলছেন, 'লরিগুলি কে কার আগে যাবে এই রেষারেষিতেই যানজট হয়। আমাদের তো সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে রাতে ভয় হয়।'

অদূরেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ। ফলে নৌকাঘাট হয়ে হামেশাই যাতায়াত করে অ্যাম্বুল্যান্স। এই পথে যানজটে অ্যাম্বুল্যান্সের আটকে পড়ার নজির রয়েছে প্রায় রোজ। এমনই এক অ্যাম্বুল্যান্সচালক সাদ্দাম হুসেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁর কথায়, 'এত বড় বড় লরি থাকে যে আমাদের গাড়ি এদিক ওদিক দিয়ে কাটিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এমন অনেক দিন গিয়েছে যখন রোগীকে নিয়ে লরির লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। হুটারেও কোনও কাজ হয় না।'

ইতিহাস বলে, বর্ধমানের রাজা দার্জিলিংয়ে আসার জন্য তৈরি করেছিলেন বিস্তৃত পথ। সেই থেকেই নাম বর্ধমান রোড। এখন বর্ধমানে রাজাও নেই, রাজপাটও নেই। কিন্তু রাস্তার নাম রয়ে গিয়েছে সেই। কিন্তু রাজ আমলের রাস্তা হলে কী হবে, এখন যেন দখলদারদের রমরমা এখানেই। রাজ আমলের রাস্তা হওয়ায় চওড়ায় কম নয়।

এরপর আটের পাতায়

আমাদের মতামত

বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের সামনে থেকে ঝংকার মোড় পর্যন্ত দিনেরবেলায় রাস্তায় বাইক পেট্রলিং দরকার। ফুলবাড়ির মতো নৌকাঘাট মোড় থেকে কাওয়াখালি পর্যন্তও নাইট ট্রাফিকের ব্যবস্থা করা উচিত। এয়ারভিউ মোড় এবং জলপাই মোড় বাসস্ট্যান্ডে গাড়িগুলি যাতে রাস্তায় না দাঁড়ায় তার জন্যে ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি প্রয়োজন। নৌকাঘাটের ট্রাফিক সিগন্যালের বিভ্রান্তি এড়াতে চারদিকেই পুলিশ মোতায়েন করা দরকার।

রাম নাম সব নয় অযোধ্যার ভোটেও

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

অযোধ্যা, ১৪ মে : জনস্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি রামপথে। রাম জন্মভূমিতে ঢোকার প্রধান গেটের ঠিক উলটোদিকে। মিনিটে মিনিটে ঘোষণা হচ্ছে, হারিয়ে যাওয়া মানুষের নাম। চেনা, অচেনা কতরকম জায়গার মানুষ হাজির। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে, কুম্ভমেলার মতো কোনও মেলা।

সরযূ নদী থেকে ফৈজাবাদ পর্যন্ত এই রাজপথের নাম দেওয়া হয়েছে রামপথ। হনুমান গরহি পর্যন্ত শুধু মানুষের মাথা সেখানে। গেরুয়া রং, হলুদ রং। পাগড়ি হলুদ, চাদর গেরুয়া।

উত্তরভারতে
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এটাই হয়তো ফৈজাবাদের শেষ ভোট। এর পর হয়তো নাম বদলে অযোধ্যা হয়ে যাবে। তবু একটা তথ্য- রামলালা দর্শনে ভিড় কমছে। অযোধ্যায় যাতায়াতের বিমানের সংখ্যাও কমেছে। আজ দ্বাদশ কিস্তি।

ফুটপাথে রামের নামে কত জিনিস যে বিক্রি হচ্ছে! বারো-তেরো রকম কৌটোয় রং নিয়ে ঘুরছে লোকে। বললে আপনার কপালে লিখে দেবে, জয় শ্রীরাম। রামলালার কত ছবি স্টলে স্টলে। সামান্য দূরে অযোধ্যাধাম স্টেশনে সব প্ল্যাটফর্মে সার দিয়ে বসে হাজার হাজার জনতা। বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরবে। এত ভিড়ে ট্রেন থেকে নামা কঠিন।

মন্দিরের পাশ দিয়ে যত বাড়ি, যত দোকান- সব বাড়ির মাথায় উড়ছে বিজেপির বড় বড় পতাকা।

সাত-আট কিলোমিটার দূরে ফৈজাবাদে সিভিল লাইন্সে বিজেপির প্রধান কার্যালয়ে বসে জেলা সম্পাদক বিশ্বেশ্বর পান্ডের গলায় হাসি, 'এই যে সব রাম দর্শন করতে আসছেন, সবার ভোট কিন্তু কমল ফুলে যাবে। দিনে এক থেকে দেড় লাখ ভক্ত, বুঝতেই পারছেন।' কোথা থেকে বেশি লোক আসছেন? প্রশ্ন থামিয়ে দেন মাঝপথে, 'কোথাকার বলব, সব জায়গা থেকে আসছেন। তবে কেউ বিশ্বাস করবেন না যে, দক্ষিণ ভারত থেকে এখন বেশি লোক আসছেন। অন্ধ্র, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু।'

এই দপ্তর পুরোনো। উত্তরপ্রদেশে সব শহরে বিজেপি নতুন নতুন চোখধাঁধানো অফিস বানিয়েছে। ফৈজাবাদ লিখলাম ঠিকই, কিন্তু যোগী জমানায় মুছে দেওয়া হচ্ছে ফৈজাবাদের নাম। ৬ বছর আগে তিনি ফৈজাবাদ পালটে জেলার নাম করেছেন অযোধ্যা। শহরটাও এখন আস্তে আস্তে ভ্যানিশ হচ্ছে।

এরপর আটের পাতায়

গুতুম মাছে নয়া ব্যাকটিরিয়া

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : জীব সৃষ্টির আদি সময় থেকেই পৃথিবীর সর্বত্র তাদের বিচরণ। নেদারল্যান্ডসের বিজ্ঞানী এভি লিউয়েনহক প্রথম তাদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। সেটা ১৬৭৬ সালের কথা। তারও ১৫২ বছর পর ১৮২৮ সালে লিউয়েনহকের আবিষ্কারকে বিজ্ঞানী এহরেনবার্গ 'ব্যাকটিরিয়া' নামে অভিহিত করেন। এরপর বিজ্ঞান যত উন্নত হয়েছে ততই ব্যাকটিরিয়ার বিষয়ে অজানা নানা তথ্য সামনে এসেছে। এবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গোটা বিশ্বের সামনে ব্যাকটিরিয়ার রহস্যময় জগতে আলো ফেলল। সাত বছরের গবেষণা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের একদল গবেষক ভারটিসিএললা বংশের ব্যাকটিরিয়ার নতুন প্রজাতি আলক্যালিফিলা আবিষ্কার করলেন। লিউয়েনহকের আবিষ্কারের ৩৪৮ বছর পর জীববিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাকটিরিয়া নিয়ে উত্তরবঙ্গের এক বিশ্ববিদ্যালয় নতুন দিগন্ত খুলে দিল।

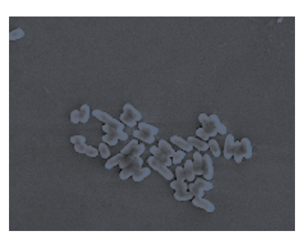

"নতুন ব্যাকটিরিয়ার এমন কিছু উৎসেচক আছে যা জীববিজ্ঞানকে নতুন দিশা দেখাবে। উৎসেচকগুলি বিভিন্নভাবে কাজে লাগবে।
–রণধীর চক্রবর্তী

মিলেছে স্বীকৃতি

- গুতুম মাছের অন্ত্রে নয়া প্রজাতির ব্যাকটিরিয়ার সন্ধান
- আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া ক্ষারলোভী এবং শক্তিশালী আর্সেনিক প্রতিরোধী
- জাপান ও ভারতের দুটি আন্তর্জাতিক জীবাণু ব্যাংকে জমা নতুন ব্যাকটিরিয়া
- পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা সেটা নিয়ে গবেষণা করবেন

আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারটিসিএললা আলক্যালিফিলা'। গুতুম মাছের অন্ত্র থেকে বিজ্ঞানীরা এই ব্যাকটিরিয়াটি আবিষ্কার করেছেন। ২০১৮ সাল থেকে গুতুম মাছের অন্ত্রে থাকা বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটিরিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা শুরু করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনলজি বিভাগের শিক্ষক রণধীর চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গবেষণার কাজ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদলের সঙ্গে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষকরাও কাজ করেছেন। রণধীর ছাড়াও চন্দনা বসাক, বিবেক কে রঞ্জন, নিবেন্দু মণ্ডল, জগন্নাথ সরকার এবং ঋদ্ধিমান ঘোষ গবেষকদলে ছিলেন। ১৫ এপ্রিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ মাইক্রোবায়োলজিতে গবেষণার কথা প্রকাশিত হয়।

রণধীরের কথায়, 'নতুন ব্যাকটিরিয়ার এমন কিছু উৎসেচক আছে যা জীববিজ্ঞানকে নতুন দিশা দেখাবে। সেই উৎসেচকগুলি বিভিন্নভাবে কাজে লাগবে। জাপান ও ভারতের দুটি আন্তর্জাতিক জীবাণু ব্যাংকে নতুন প্রজাতির ব্যাকটিরিয়া জমা আছে। গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন সেটা নিয়ে নানা ধরনের গবেষণা করতে পারবেন। আর্সেনিক প্রতিরোধে আলক্যালিফিলা সুপার যোদ্ধা হতে পারে।' তবে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার বাধানিষেধকে মান্যতা দিয়ে নতুন প্রজাতি আবিষ্কারের স্বীকৃতি পেতে গবেষণার চাইতে বিজ্ঞানীদের কম কাঠখড় পোড়াতে হয়নি। তবে সেই যুদ্ধেও শেষপর্যন্ত চন্দনা, বিবেকরা জয়ী হয়েছেন।

রোমান সম্রাট নিরোর দরবারে পেডানিয়াস ডায়োস্কোরাইডস নামে একজন গ্রিক চিকিৎসক ছিলেন।

এরপর আটের পাতায়

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগ

কলকাতা, ১৪ মে : আরও এক শ্লীলতাহানির অভিযোগে বিদ্ধ বাংলার রাজ্যপাল। অভিযোগটি বছর খানেক আগের। কিন্তু সম্প্রতি রিপোর্ট জমা পড়েছে নবান্নে। তারপরই বিষয়টি সামনে এসেছে। অভিযোগকারিণী ওডিশি নৃত্যশিল্পী। থাকেন কলকাতায়। নয়াদিল্লির এক বিলাসবহুল হোটেলে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

চলতি মাসের শুরুতে রাজভবনের এক মহিলা কর্মীও একই রকমের আরেকটি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যে প্রাথমিক অনুসন্ধান করেছে। সেই অনুসন্ধান রিপোর্টটিও অভিযোগের ১২ দিনের মাথায় মঙ্গলবার নবান্নে জমা পড়েছে। যদিও নবান্নের কোনও আধিকারিক এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। পুলিশ ও রাজভবনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অবশ্য মঙ্গলবার কলকাতার দুই ক্যানসার আক্রান্ত মহিলাকে দেখতে গিয়েছিলেন। একজনের সঙ্গে দেখা করার পর বোস জানান, 'ক্যানসারের কারণে আমি মেয়েকে হারিয়েছি। সেই জন্য, ক্যানসার রোগীদের যতটুকু সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করি।'

তবে নিঃসন্দেহে তাঁর বিরুদ্ধে আরও একটি শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসা সিভি আনন্দ বোসের পক্ষে চরম অস্বস্তিকর। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ওই ওডিশি নৃত্যশিল্পী অভিযোগ করেছিলেন, গত বছর ৫ ও ৬ জুলাই তাঁর শ্লীলতাহানি ঘটে। দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশনের জন্য ওই নৃত্যশিল্পীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে নয়াদিল্লির একটি বিলাসবহুল হোটেলে তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয়। হোটেলের ঘরটি রাজ্যপালেরই এক আত্মীয় বুক করেছিলেন।

সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকায় রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যায় না বলে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু করে। সেই রিপোর্টটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা পড়েছে।

বাঁশ বাগানে বুড়ির 'হোমে' বকের আশ্রয়

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১৪ মে : মুজনাই নদীর পাড়ের মহল্লাটায় পাশাপাশি দুটি বাঁশঝাড়ে অগুনতি বক। স্থানীয়রা বলছেন, সংখ্যাটা কমপক্ষে আড়াই হাজার হবে। আর সেই বকগুলিকে আগলে রেখেছেন অশীতিপর মালতী রায়। প্রায় দুই দশক ধরে বকগুলিকে আগলে রাখায় এলাকায় তাঁর নামই হয়ে গিয়েছে বকবুড়ি। রীতিমতো লাঠি হাতে দিনভর বকগুলিকে পাহারা দেন তিনি। মালতীর ডিউটি শেষ হয় রাত ন'টার পর। মাদারিহাটের পশ্চিম খয়েরবাড়ির মাস্টারপাড়ায় বাড়ি ওই বৃদ্ধার।

বৃদ্ধার সাফ কথা, 'যখন থেকে বকগুলি বাঁশঝাড়ে বাসা বেঁধেছে তখন থেকে আমার সংসারে অভাব নেই।' স্বামীকে হারিয়েছেন বহু বছর আগে। বক আগলেই দিন কাটে তাঁর। ছেলে শিবু রায়ের সঙ্গে থাকেন তিনি। ক্ষুদ্র কৃষক শিবুর একটাই ঘর। উপার্জনও স্বল্প। তবে মালতী বলছেন, সংসারে অন্নবস্ত্রের অভাব তো নেই!

বৃদ্ধার বকপ্রীতিতে আপত্তি না থাকলেও স্থানীয়দের আপত্তি পরিবেশ দূষণ নিয়ে। দুটি বাঁশঝাড়ের আনাচকানাচে শুধু বক আর বক। দিনভর মলত্যাগ করে বকগুলি। প্রচণ্ড দুর্গন্ধে টেকা দায়। পাশেই রয়েছে একটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র। এলাকার পুলক রায় বলছেন, 'পাশেই আমার বাড়ি। রাতদিন দুর্গন্ধ নাকে আসে। কিন্তু বক তাড়াতে দিতে কিছুতেই রাজি নন ওই বৃদ্ধা।' বাঁশঝাড়ের তলা দিয়েই রাস্তা। হরি রায়ের মতো স্থানীয়রা বললেন, হাঁটতে গেলেই মাথায় পড়ে বকের মল। কিন্তু বকগুলিকে বিরক্ত করলেই লাঠি হাতে তেড়ে আসেন ওই বৃদ্ধা।

বকগুলিকে যে কতখানি আগলে রাখেন মালতী, তা জানা গেল স্থানীয়দের কথাতেই। উঠতি বয়সিরা কয়েকবার নাকি বকগুলিকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়েছিল। রেগে মালতী সটান চলে যান মাদারিহাট থানায়। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ গ্রামে গিয়ে স্থানীয়দের সতর্ক করে।

আমার বককে বিরক্ত করবি না। স্থানীয়দের হুঁশিয়ারি মালতী রায়ের।

পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য ললিত রায় বলছেন, 'ওই বৃদ্ধা ভালোবাসার একটি অনন্য নজির স্থাপন করেছেন। এছাড়া বকগুলিকে তাড়িয়ে দেওয়া বেআইনি হবে। বন দপ্তরও একথা জানিয়ে দিয়েছে।'

স্থানীয়রাই জানালেন, বকগুলি আদতে পরিযায়ী ছিল। একসময় প্রতি বছর সেগুলি মাস্টারপাড়ার কৃষিজমিতে বর্ষাকালে আসত ব্যাং খেতে। কিছুদিন থাকার পর চলে যেত। তাঁর বাঁশঝাড়ে আশ্রয় নেওয়ার পর ওই বৃদ্ধা একপ্রকার দত্তক নিয়ে নিয়েছেন বকগুলিকে। নিরাপত্তা পেয়ে বকগুলিও বাঁশঝাড়ে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করে। বাড়তে থাকে বকের বংশ। এভাবেই কেটে গিয়েছে প্রায় ২০ বছর। বকগুলির অভিভাবক এখন মালতীই।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৪২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৪৩০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, E-Tender is invited by the CMOH, Dakshin Dinajpur for following e-tender: E-tender No. DHFWS/RNTCP/1270 dated 10.05.2024 from resourceful, eligible agency having experience in similar nature of works. Bid Submission Closing Date: 28.05.2024 at 04.00 PM. For Detail (e-tender). Please visit the website www.wbtenders.gov.in www.wbhealth.gov.in and Office of the Undersigned. Sd/- CMOH, D/Dinajpur.
ICA-T7951(2)/2024

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

জুন' ২০২৪ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের অধীনে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	তারিখ
১	জুন/২০২৪	১১-০৬-২০২৪, ২১-০৬-২০২৪ এবং ২৭-০৬-২০২৪

ইচ্ছুক ডাককর্তাগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই.সিএমএম/ডি/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT
Details of baby :-

Name	Age/DoB	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
UNKNOWN FEMALE BABY	08/05/2024	Female	Height: NA Weight: 1.8 Kg Complexion- Fair Eye Colour- Black Hair Colour- Black	

At present the baby is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at G-SAA, Korok, Jalpaiguri.
Any Legal claimant of this baby may contact within 60 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling
&
Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division
Government Children Home,
Nimtala, Matigara, Darjeeling

কিছু স্টেশনে অতিরিক্ত স্টপেজ সময় সহ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সামার স্পেশাল ট্রেন আরও এক ট্রিপ চলবে

গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৬৫৬৩/০৬৫৬৪ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সামার স্পেশাল ট্রেন নীচে উল্লিখিত তারিখে বর্তমান চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন সহ আরও এক ট্রিপ চলবেঃ- ০৬৫৬৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু থেকে ০৯.০৬.২০২৪ তারিখ (রবিবার) = ১ ট্রিপ এবং ০৬৫৬৪ মালদা টাউন থেকে ১২.০৬.২০২৪ তারিখ (বুধবার) = ১ ট্রিপ।
০৬৫৬৩ এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন সামার স্পেশাল ট্রেন (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০৫.২০২৪/রবিবার থেকে কার্যকর) এবং ০৬৫৬৪ মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু সামার স্পেশাল ট্রেন (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৫.০৫.২০২৪/বুধবার থেকে কার্যকর) নিম্নলিখিত স্টেশনগুলিতে নিম্নলিখিতমতো অতিরিক্ত সময় থামবেঃ

এসএমভিটি বেঙ্গালুরু-মালদা টাউন (০৬৫৬৩) সংশোধিত সময়সূচী পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	মালদা টাউন-এসএমভিটি বেঙ্গালুরু (০৬৫৬৪) সংশোধিত সময়সূচী পৌঁ.	ছা.
০৩.২৫	০৩.৩৫	কাটপাডি	০৪.৫০	০৫.০০
০৮.০৫	০৮.১৫	গুডুর	০১.১৫	০১.২৫
১২.৫০	১৩.০০	বিজয়ওয়াড়া	২০.৩০	২০.৪০
১৫.৩০	১৫.৪০	রাজামুন্দ্রী	১৭.২০	১৭.৩০
১৯.৫০	২০.০০	ভিজিয়ানগরম	১৩.২৫	১৩.৩৫
০১.০০	০১.১০	খুর্দা রোড	০৭.২৫	০৭.৩৫
০৪.১৫	০৪.২৫	ভদ্রক	০৪.১৭	০৪.২৭
০৬.৫০	০৭.০০	খড়্গপুর	০০.৪৫	০০.৫৫
১৩.০০	১৩.১০	রামপুরহাট	১৮.২৭	১৮.৩৭

অন্যান্য সকল নির্দেশাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।
চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অধিসূচনা

২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত আলিপুরদুয়ার জংশনের রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঠিকাভিত্তিতে অংশকালীন স্কুল শিক্ষকের নিযুক্তির জন্যে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার

অধিসূচনা সংখ্যা. এএস/ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ/২০১৫/পার্ট - I তারিখ: ০৩-০৫-২০২৪

১) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্যে সম্পূর্ণ ঠিকাভিত্তিতে উপযুক্ত প্রার্থীর নিযুক্তির দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষকের খালি পদসমূহ পূরণের জন্যে "প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার" অনুষ্ঠিত করার জন্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই নিযুক্তি ২০০ (দুইশো) থেকে অধিক না হওয়া কর্মদিনের এক সময়সীমার জন্যে নির্ধারিত একত্রিত মাসিক পারিশ্রমিক অথবা রেলওয়ে নিযুক্তি বোর্ড থেকে নিয়মিতভাবে নির্বাচিত প্রার্থীর নিযুক্তি অথবা নিয়মিত রেলওয়ে কর্মচারীর উপলব্ধতা, যেটাই প্রথমে হবে, অথবা রেলওয়ে বোর্ড থেকে সময় সময় জারি করা পরবর্তী নির্দেশাবলী অনুসারে অংশকালীন ভিত্তিতে হবে।

২) ঠিকাভিত্তিতে শিক্ষকের অংশকালীন নিযুক্তির জন্যে খালি থাকা পদসমূহের বিস্তৃত বিবরণ নিম্ন অনুসারে উল্লেখ করা হলঃ

ক্রমিক সংখ্যা	শ্রেণী	মোট খালি পদ	
১	পিজিটি (জীববিজ্ঞান)	১	ইউআর-০৮ ওবিসি-০৬, ইডব্লিউএস-০২ এসসি-০২, এসটি-০১
২	পিজিটি (ইতিহাস)	১	
৩	পিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান)	১	
৪	পিজিটি (হিন্দি)	১	
৫	পিজিটি (রাজনীতি বিজ্ঞান)	১	
৬	পিজিটি (বাংলা)	১	তারিখ এবং সময়: ০৭-০৬-২০২৪ (শুক্রবার)
৭	টিজিটি (হিন্দি)	১	
৮	টিজিটি (হিন্দি)	১	
৯	টিজিটি (ইংরেজি)	১	হাজির হওয়ার সময়: সকাল ০৮.০০ ঘণ্টা থেকে সকাল ১০.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত
১০	টিজিটি (সংস্কৃত)	১	
১১	টিজিটি (কম্পিউটার বিজ্ঞান)	১	
১২	টিজিটি (বিশুদ্ধ বিজ্ঞান)	১	
১৩	টিজিটি (সমাজ বিজ্ঞান)	১	
১৪	পিজিটি (সমাজবিদ্যা)	১	প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের স্থান: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার জংশন এইচ. এস. স্কুল
১৫	টিজিটি (ইংরেজি)	১	
১৬	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)	১	
১৭	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)	১	
১৮	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)	১	
১৯	পিআরটি (ইংরেজি মাধ্যম)	১	

টোকা: যদি প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হয়, তা হলে প্রয়োজন অনুসারে সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী দিন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইতে পারে।

নির্ধারিত অর্হতা পূরণ করা ইচ্ছুক প্রার্থীগণ ইহাতে সংলগ্ন আবেদন প্রপত্রটি পূরণ করে অন্তিম রঙীণ পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ পেস্ট করে যথাযথভাবে স্বাক্ষর করতে হবে। অধিসূচনার বিস্তৃত বিবরণ এবং আবেদন প্রপত্র নিচে দেওয়া ওয়েবসাইটের ঠিকানা থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন: www.nfr.indianrailways.gov.in এবং hptts://railwayschools.nfreis.org/

অধ্যক্ষ, রেলওয়ে এইচ.এস. স্কুল, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
'প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়'

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নতুন তারা

রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো শিলিগুড়ির সাত্ত্বিক

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : বাইরের গ্রহের বায়ুমণ্ডল এবং পৃষ্ঠের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করতে চলেছে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। জুন মাসে গবেষণাপত্রটি প্রকাশ হওয়ার কথা। তার আগেই রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হলেন শিলিগুড়ির সাত্ত্বিক ভৌমিক।

শুধু তাই নয়, ৩০ হাজার আবেদনকারীর থেকে শেষপর্যন্ত একমাত্র তাঁকে বেছে নিয়েছে সোসাইটি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তাঁকে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে ১৭ জনের জুরি বোর্ড ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যারি সি বরিশের মতো পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী ছয়জন। একসময় যাঁদের দেখা মিলবে, এমন ধারণা স্বপ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল সাত্ত্বিকের। তাই সোমবার রাতে যখন তিনি সুখবর পেলেন বুঝতে পারছিলেন না কী করবেন। শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলের এই প্রাক্তনী বলছেন, 'প্রথমে বিষয়টা বুঝতে অনেকটা সময় স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনার সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে ভুল করিনি। এই স্বীকৃতি বড় প্রাপ্তি। তবে থেমে থাকলে হবে না, আরও গবেষণা করতে হবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও দরজা খুলতে হবে।'

সদ্য প্রকাশিত মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশের পর অনেকেই শহরের পড়াশোনার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কারণ, এবছরও মেধাতালিকায় জায়গা

হয়নি শিলিগুড়ির। কিন্তু শিক্ষার উত্তরণের আকাশে বিশ্বে শিলিগুড়ির তারার সংখ্যা যে নেহাত কম নয়, তার প্রমাণ আরও একবার সামনে

> প্রথমে বিষয়টা বুঝতে অনেকটা সময় স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম। এখন বুঝতে পারছি পদার্থবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনার সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ দেখিয়ে ভুল করিনি। এই স্বীকৃতি বড় প্রাপ্তি। তবে থেমে থাকলে হবে না, আরও গবেষণা করতে হবে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও দরজা খুলতে হবে।
>
> **সাত্ত্বিক ভৌমিক**

এল। না হলে কী আর রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হন শিলিগুড়ির ডন বসকো স্কুলের প্রাক্তনী সাত্ত্বিক। অবশ্য এই উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য দিনের পর দিন নিরলসভাবে একের পর এক বিষয় নিয়ে গবেষণা করে গিয়েছেন বর্তমানে ক্যালিফোর্নিয়ার মিনার্ভা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র সাত্ত্বিক।

তাই তো ২০২২ সালে এক্সোপ্লানেট অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে তাঁর গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিল এমআইটি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা জার্নাল অফ এমার্জিং ইনভেস্টিগেটরস। এই গবেষণাপত্রটি বিশেষ স্বীকৃতি পায় পৃথিবীর তুলনায় ৩টি এক্সোপ্লানেটের ভৌত গুণাবলির জন্য। বর্তমানে তিনি কাজ করছেন বিগ ব্যাং সিঙ্গুলারিটি নিয়ে।

এমন একাধিক কাজ এবং গবেষণার জন্য রয়্যাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি যে বোর্ড সদস্য হিসেবে তাঁকে বেছে নিয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এখানে ঠাঁই পাওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছিল। যার মধ্যে থেকে ফেলো হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে ১৫০ জনকে। গত শুক্রবার ১৫০ জনের ইন্টারভিউ নেয় ১৭ জনের জুরি বোর্ড। এই বোর্ডে ছিলেন পদার্থবিদ্যায় ছয় নোবেলজয়ী কিপ থরনে, রেইনার ওয়েইস, ব্যারি সি বরিশ, রেইনহার্ড জেনজেল, জন এফ ক্লসার এবং জর্জিও পারিসি। অর্থাৎ এমন মণিমাণিক্যের মধ্যে ভবিষ্যতের নতুন রত্ন হিসেবে সাত্ত্বিকের আত্মপ্রকাশ নিয়ে গর্ব করতে পারে শিলিগুড়ি এবং অবশ্যই উত্তরবঙ্গ। গর্বিত কলেজপাড়ার তপননাথ ভৌমিক এবং কাকলি ভৌমিক। তাঁরাই তো জন্ম দিয়েছেন এমন রত্নকে।

সিএনজি বাস উত্তরে এখনও অনিশ্চিত

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ১৪ মে : সিএনজি বাস এসে পড়ে রয়েছে। অথচ উত্তরবঙ্গে ওই বাস পরিষেবা শুরু করতে পারছে না উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম। কারণ হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড গ্যাস রিফিলিং স্টেশন তৈরি করছে না। নিগমের অভিযোগ, বারবার তাদের চিঠি পাঠানো থেকে শুরু করে বৈঠক করেও কোনও লাভ হয়নি। ফলে কবে উত্তরবঙ্গে সিএনজি বাস পরিষেবা চালু হবে, তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে এনবিএসটিসি।

হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার চারণ্য ডুভুরু অবশ্য বলছেন, 'আমরা জলপাইগুড়ির পাহাড়পুরে কাজ করছি। গ্যাসের পাইপলাইনে কাজ হচ্ছে। গেইল-এর সঙ্গে আমাদের পাইপলাইনের সংযোগের কাজ কিছুটা বাকি। সেটা হয়ে গেলেই পরবর্তীতে রিফিলিং স্টেশনের কাজ হবে। সব মিলিয়ে দেড় মাসের বেশি লাগবে না।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই মঙ্গলবার জানিয়েছেন, বহরমপুরে দুটি সিএনজি বাস এসে দীর্ঘদিন থেকে পড়ে রয়েছে। সেই বাস দুটি দিয়ে উত্তরবঙ্গের এই পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু এইচপিসিএল এখনও রিফিলিং স্টেশন তৈরি না করায় প্রকল্পটি চালু হচ্ছে না।

এনবিএসটিসি সূত্রে জানা গিয়েছে, সব মিলিয়ে ৩০টি সিএনজি বাস দিয়ে এই পরিষেবা দেবে তার মধ্যে ২৮টি বাস তৈরির কাজ কলকাতায় হচ্ছে। পুজোর আগে সেপ্টেম্বর মাসে সেগুলি তৈরি হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বাকি দুটি বাস

হয়নি গ্যাস রিফিলিং স্টেশন

আগেই তৈরি হয়ে সংস্থার বহরমপুর ডিপোতে রয়েছে। সেই দুটি দিয়ে কোচবিহার-শিলিগুড়ি রুটে সিএনজি বাস চালুর কথা ছিল। কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি।

নিগম সূত্রে খবর, এইচপিসিএল উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ি ও মালদায় গ্যাস রিফিলিং স্টেশন করবে। দক্ষিণবঙ্গে বহরমপুরেও আরেকটি স্টেশন হবে। সেখান থেকে নির্দিষ্ট দামে গ্যাস ভরে সিএনজি বাসগুলি চলাচল করবে। এই পাম্প হাউসগুলি করার জন্য উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম তাদের জায়গা দেবে। বাকি পরিকাঠামো তৈরি করবে এইচপিসিএল।

সরকারি বাস ছাড়াও বেসরকারি সিএনজি গাড়িগুলিও পাম্পগুলি থেকে গ্যাস রিফিল করতে পারবে। তখন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে কমিশন দেবে এইচপিসিএল। এনবিএসটিসি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সিএনজিতে বাস চালালে তাদের আয় বাড়ত। পরিবেশ দূষণও কমত। কিন্তু এইচপিসিএল-এর কাজে গতি না থাকায় এই প্রকল্প কবে চালু হবে, তা অনিশ্চিত।

বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় কংক্রিটের কৃত্রিম জলাধারে জল দিচ্ছেন বনকর্মীরা। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

> এক মাস ধরে বক্সার জঙ্গলে থাকা কৃত্রিম জলাধারগুলিতে বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস থেকে জল ট্যাংকারের সাহায্যে ঢালা হচ্ছে। পানীয় জল নিয়ে বন্যপ্রাণীদের সমস্যা হবে না।
>
> -নবীকান্ত ঝা এডিএফও, বক্সা টাইগার রিজার্ভ

ট্যাংকার থেকে জল কৃত্রিম জলাধারে

চড়া রোদে পাহাড়ি নদী, ঝোরা শুকিয়ে কাঠ

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ১৪ মে : বন্যপ্রাণীদের তেষ্টা মেটাতে আগেভাগেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে বন দপ্তর। বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় প্রায় ৩০টি কৃত্রিম জলাধার তৈরির পাশাপাশি মাটি খনন করে আরও প্রায় ২০টি ছোট-বড় জলাশয় তৈরি করা হয়েছে। যেগুলোতে সারাবছর কমবেশি জল থাকে। তবে এই প্রচণ্ড রোদে কৃত্রিম জলাধারগুলির জলও মাসখানেক ধরে শুকিয়ে যেতে শুরু করেছে।

আর জলাশয়ও পর্যাপ্ত না থাকায় বন্যপ্রাণীদের কিছুটা জলের সমস্যা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বন দপ্তর নিয়মিত ওই জলাধারগুলির উপর নজরদারি করছে। নিয়মিত ট্যাংকারের সাহায্যে জল ঢেলে সেগুলিকে পরিপূর্ণ করে রাখছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

বক্সা টাইগার রিজার্ভের এডিএফও নবীকান্ত ঝার কথায়, 'এক মাস ধরে বক্সার জঙ্গলে থাকা কৃত্রিম জলাধারগুলিতে বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস থেকে জল ট্যাংকারের সাহায্যে ঢালা হচ্ছে। শীঘ্রই বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি অনেকটা বদলে যাবে। তবে যতদিন বৃষ্টি না হচ্ছে, নিয়মিত জলাধারগুলিতে জল দেওয়ার কাজ অব্যাহত থাকবে। ফলে পানীয় জল নিয়ে বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণীদের কোনও সমস্যা হবে না।'

কৃত্রিম জলাধারগুলির একেকটিতে ৪০০০-৫০০০ গ্যালন জলধারণ ক্ষমতা রয়েছে। তবে একসঙ্গে অনেকগুলো হাতি একটি জলাধারে এলে সেই জল তলানিতে চলে যায়। ফলে গরমে বন্যপ্রাণীদের তেষ্টা মেটাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে বন দপ্তরকে।

প্রায় ৭৬০ বর্গ কিলোমিটার

জলসংকট

- ইতিমধ্যে ছোট নদী, ঝোরাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে
- জলাশয়েও সামান্য জল রয়েছে
- বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় প্রায় ৩০টি কৃত্রিম জলাধারও শুকিয়ে এসেছে
- পরিস্থিতি সামলাতে বিভিন্ন রেঞ্জ অফিস থেকে জল ট্যাংকারের সাহায্যে ঢালা হচ্ছে

এলাকাজুড়ে বক্সার জঙ্গল। তার মধ্যে বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় পাহাড়ি ছোট নদী, ঝোরা, বেশ কিছু জলাশয় রয়েছে।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অতীতে বিভিন্ন সময়ে বক্সার বনাঞ্চলের ভেতরে কোথাও কোথাও মাটি কেটে ছোট-বড় জলাধার তৈরি করা হয়েছে।

ওই সকল জলাধারগুলির চারদিকে প্রচুর পরিমাণে ছায়াগাছও লাগানো হয়। ফলে কিছু নদীনালা শুকিয়ে গেলেও জঙ্গলের পুরোনো সেসব জলাধারে সারাবছর কমবেশি জল থেকেই যায়। তবে তা বন্যপ্রাণীদের জন্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় বন দপ্তর গত প্রায় দু'দশকে বিভিন্ন সময়ে কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ারের কাছাকাছি এলাকায় কৃত্রিম ওই জলাধারগুলি তৈরি করেছে।

গরমে সেখান থেকে হাতি, হরিণ, চিতাবাঘ, বাইসন বিভিন্ন বন্যপ্রাণী জলপানের জন্য আসে। তবে কোনও কিছুই যেন চাহিদা মেটাতে পারছে না। ইতিমধ্যে ছোট নদী, ঝোরাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে। জলাশয়েও সামান্য জল রয়েছে।

পরিস্থিতি সামলাতে কোথাও জল কমে গেলেই বনকর্মীরা রেঞ্জ অফিসে তা জানিয়ে দিচ্ছেন। এছাড়া, চলতি বছরে দুটি জলাধার খানিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

সেগুলিও মেরামত করে বন্যপ্রাণীদের জলপানের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশপ্রেমী সংগঠন নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'যেভাবে গরম পড়েছে তাতে বক্সার জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদের পানীয় জলের সমস্যা বাড়তে পারে। তাই যে সকল কৃত্রিম জলাধার রয়েছে, সেগুলির নিয়মিত সাফাই করা ও সেখানে জলের পরিমাণ বাড়ানোটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

চলচ্চিত্র
শুটিং মে-তে। সিরিয়াল/ফিল্মে ৮-৭০ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। ফ্রি অডিশন শিলিগুড়ি/কোচবিহারে। 8282979209. (C/110649)

ত্যাজ্যকন্যা
আমি গুপিনচাঁদ মণ্ডল, পিতা বিপদভঞ্জন মণ্ডল, জাতি- হিন্দু, ঠিকানা- বাদাইটারি, থানা- ফালাকাটা, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমার অবাধ্য হয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার কন্যা ঝুমা মণ্ডল বাদাইটারি নিবাসী মীর কাশিমকে আমার অমতে বিয়ে করে। আমার প্রতি অভব্য আচরণ করায় আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট করে আজ ১৩/০৫/২০২৪ থেকে আমার উক্ত কন্যাকে ত্যাজ্যকন্যা বলে ঘোষণা করলাম। আজ থেকে তার সঙ্গে আমার পরিবারের কোনও সম্পর্ক রইল না। আমার এবং আমার স্ত্রীর স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার এমনকি আমার এবং আমার স্ত্রীর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম করার অধিকারও রইল না। (C/110040)

কর্মখালি
সামসী আদর্শ মিশন (বাংলা মাধ্যম) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বাংলা ও ইতিহাস বিষয়ের দুজন আবাসিক শিক্ষক চাই। যোগ্যতা- M.A.B.Ed. যোগাযোগ- 9733915574. (M-MA)

ভর্তি
2024-26 শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ - Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. (S/C)

অ্যাফিডেভিট
আমি অনিমেষ চন্দ্র সাহা, উঃ দিনাজপুর, গত ১০/০৫/২৪ নোটারি পাবলিক ইসলামপুর হইতে অ্যাফিডেভিট বলে অনিমেষ চন্দ্র সাহা এবং অনিমেষ সাহা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। আমার কন্যাদ্বয় অনামিকা সাহা ও অরুণিমা সাহার পাসপোর্ট নং যথাক্রমে L4604084, L4606497 পিতার নাম অনিমেষ চন্দ্র সাহা হইবে। (C/33053)

জ্যোতিষী
জ্যোতিষ ও বাস্তুবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য প্রেমে বাধা, বিদ্যা, ব্যবসা, মামলা, সন্তানহীনতা সহ যে কোনও সমস্যার 100% সমাধান। (M) 8145448077. (C/1106479)

তান্ত্রিক দিব্যজ্যোতি শাস্ত্রী
কামাখ্যা থেকে আসা তন্ত্র, মন্ত্র, টোটকা দিয়ে বিদ্যা, বিবাহ, বশীকরণ, কালসর্প, মাঙ্গলিক, বাস্তুদোষ প্রতিকার করা হয়। কোনও প্রকার Stone দেওয়া হয় না। শিলিগুড়ি-14, জলপাইগুড়ি-15, মালবাজার- 16, আলিপুরদুয়ার - 17. (M) 8638686873. (S/M)

ট্রেঞ্চিং -এর কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এনএফআর_সি_আরই_জিএইচওয়াই_কেআইআর_০১; তারিখ: ০১-০৫-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং: এনএফআর_সি_আরই_জিএইচওয়াই_কেআইআর_০১; কাজের নাম: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার স্টেশনে, কাটিহার/এসএসপি-তে এসপিএডিএ -এর জন্য সংযোগ প্রদান করতে ট্রেঞ্চিং -এর কাজ এবং ওএফসি ও কোয়াড কেবল স্থাপন। টেন্ডার মূল্য : ₹ ১৫,৬১,১৫৭৮৩; বায়না মূল্য : ₹ ৩১,২০০/-; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩-০৬-২০২৪ তারিখে ১১:০০ ঘণ্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন/আরই, গুয়াহাটি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
P.O. NBU, Dist. Darjeeling-734013
B.A. LL.B (Honours)
Admission Notification
Online applications are invited for admission to the first Semester of 5 year integrated B.A. LL.B. (Honours) Course for the Session 2024-2025 from 16.05.2024 to 22.05.2024 on Online Payment of Rs. 500/- (Rs. 200/- for SC/ST/PwD Candidates).
Candidates please visit Admission Section at : https://nbu.ac.in for details of Online Admission procedure and prospectus.
Advt. No. 02/R-2024, Date : 15.05.2024 Registrar (Officiating)

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, TUFANGANJ, COOCH BEHAR, WEST BENGAL
(MIN. of H.R.D. Dept. of School Education & Literacy) Govt. of India.
Phone No. 03582-246802
NOTICE INVITING TENDER
F.2-11/Tender/JNVT (COB) 2024-25/144 Date : 10/05/2024
The sealed tenders are invited for supply of various items for the session 2024-25 from the registered firms having valid GST registration and updated commercial Income Tax clearance certificates (Only for Grocery).
The tender forms, the sample of the material required for the Vidyalaya & other details are available in the office on working day from date of publication on cash payment of Rs. 300/- (Rupees Three Hundred) only for each item.
The same may also be downloaded from the official website of the Vidyalaya https://navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/coochbehar/en/home/. The tender forms downloaded from the website, the cost to tender form will be deposited in the SBI saving Bank A/c 30406103004 in favor ot the Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar payable at SBI Tufanganj, IFSC Code No. SBIN0011382, Branch Code-11382. The deposit slip will be attached with the Tender form at the time of submission.
Sealed Tender duly complete in all respect with security money in the form of Demand Draft only payable at SBI Tufanganj, in favor of Principal, JNV Tufanganj, Cooch Behar will be accepted up to 04:00 P.M. on deted 05/06/2024 in the office of the Principal, JNV, Tufanganj, Cooch Behar directly in the Drop Box available in the office. The tender will be open in the office of the Principal, JNV, Tufanganj, Cooch Behar at 11:00 A.M. on 06/06/2024 in the presence of PAC Members & Tenderers.
Note: The right to accept or cancel the tender (full) is under power of Chairman PAC.

S.N.	Items/Particulars	Earnest Money
1	Grocery	Rs. 20000/-
2	Vegetables	Rs. 10000/-
3	Non Vegetable items	Rs. 10000/-
4	Milk, Milk Product & Sweets	Rs. 5000/-
5	Daily Use Items	Rs. 5000/-
6	Stitching of Uniform	Rs. 3000/-
7	Washing and Ironing of Uniform and Bedding Items	Rs. 1000/-
8	Vehicle	Rs. 5000/-
9	Computer AMC	Rs. 1000/-
10	Camera AMC	Rs. 1000/-
11	Aqua guard AMC	Rs. 1000/-
12	Xerox Machine AMC (Canon-IR-ADV 4525	Rs. 1000/-
13	Student Medicine	Rs. 1000/-
14	Hair Cutting	Rs. 1000/-

Date of floating Tender	14/05/2024
Last date of receiving the Tender form (Online/Offline	03/06/2024 upto 01:30 P.M.
Last date of submission of Tender (Hard Copy)	05/06/2024 puto 04:00 P.M.
Date of opening of the tender	06/06/2024 at 11:00 A.M.

PRINCIPAL

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষঃ বাবার সঙ্গে হঠাৎ ব্যবসা নিয়ে মতভেদ। সন্তানের পড়াশোনার জন্যে অর্থব্যয়। বৃষঃ দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পাবেন। মিথুনঃ নতুন গাড়ি কেনার বড় সুযোগ আসবে। মেয়ের পরীক্ষার ফলে খুশি হবেন। কর্কটঃ বন্ধ করে থাকা কোনও প্রকল্প আজ চালু করলেই সাফল্য পাবেন। ছেলের চাকরির সংবাদপ্রাপ্তি। সিংহঃ সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা। নিজের সিদ্ধান্তে স্থির থাকলে ভালো ফল পাবেন। কন্যাঃ বন্ধুর সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে মনোমালিন্য। বাড়িতে পুজোর ব্যবস্থা। তুলাঃ পুরোনো দিনের কোনও কথা মনে করে কষ্ট। মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। বৃশ্চিকঃ পারিবারিক কারণে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। ঘাড় ও পিঠের ব্যথা বাড়বে। ধনুঃ মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। মকরঃ আপনার কোনও গোপন বাইরে আসায় সমস্যা। প্রেমের সঙ্গীকে ভুল বুঝে কষ্ট। কুম্ভঃ হঠাৎ ব্যবসার জন্যে দূরে যেতে হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য ব্যাপারে তর্ক। মীনঃ অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, ভাঃ ২৫ বৈশাখ, ১৫ মে ২০২৪, ১ জেঠ, সংবৎ ৭ বৈশাখ সুদি, ৬ জেল্কদ। সূঃ উঃ ৫।০, অঃ ৬।৭। বুধবার, সপ্তমী দিবা ৬।৬। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ন ৫।১০। বৃদ্ধিযোগ দিবা ৯।৪৭। বণিজকরণ দিবা ৬।৬ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৬।৫০ গতে ববকরণ। জন্মে-কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ন ৫।১০ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ৬।৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী-বায়ুকোণে, দিবা ৬।৬ গতে ঈশানে। কালবেলাদি ৮।১৭ গতে ৯।৫৫ মধ্যে ও ১১।৩৪ গতে ১।১২ মধ্যে। কালরাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম-দিবা ৬।৬ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন। বিবাহ-রাত্রি ১১।৪৩ গতে ১।৪৭ মধ্যে মকর ও কুম্ভলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।৩৯ গতে শেষরাত্রি ৫।০ মধ্যে মেষ ও বৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ৬।৬ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। গোস্বামিমতে দিবা ৬।৬ মধ্যে জহ্নুসপ্তমী, স্নানদানে শতগুণ ফল। আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩৬ গতে ১১।১০ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৫।২৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫০ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ১।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রিপোর্ট রাজ্যের

অর্জুন সিংয়ের মামলায় হাইকোর্টে রিপোর্ট জমা রাজ্যের। ব্যারাকপুর এলাকায় ১০০৯টি সিসিটিভি এবং তার মধ্যে ৪টি অর্জুনের বাড়ির সামনে লাগানো বলে উল্লেখ।

শ্রমিকের মৃত্যু

চেন্নাইতে কাজে গিয়ে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু। কাজ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন বলে খবর পায় পরিবার।

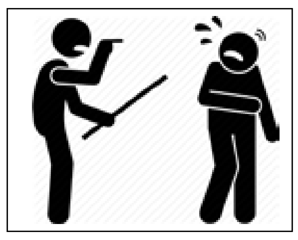

দাদাকে হুমকি

নিহত বিজেপি কর্মী অভিজিৎ সরকারের দাদা বিশ্বজিৎকে হুমকির অভিযোগ ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলারের বিরুদ্ধে। এফআইআর রুজু।

বাড়বে তাপমাত্রা

স্বস্তির দিন শেষ। কলকাতায় আগামী ৭২ ঘণ্টায় ধাপে ধাপে ৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়বে। ১৮ মে পর্যন্ত পশ্চিমের জেলাগুলিতে গরম বাড়বে।

সন্দেশখালির মহিলাদের আর্জি

কলকাতা, ১৪ মে : সন্দেশখালির মামলা গড়িয়েছে শীর্ষ আদালত পর্যন্ত। সিবিআই তদন্তের বিরোধিতায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্য। এবার শীর্ষ আদালতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন জানালেন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। মঙ্গলবার বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চে বিষয়টি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সন্দেশখালির মূল মামলার সঙ্গে এই মামলাটি জুড়ে শুনানি হবে বলে জানিয়ে দেন বিচারপতিরা। সম্প্রতি সন্দেশখালি কাণ্ডে স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের স্টিং অপারেশনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল। এরপর মহিলাদের দিয়ে মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করানোর ভিডিও প্রকাশ্যে আসে। সেই বিষয়টি শীর্ষ আদালতে উল্লেখ করা হয়। যেহেতু এই মামলার তদন্ত আগেই শুরু করেছে সিবিআই, তাই সন্দেশখালির মহিলারা এখন কী চান তা জানতে চায় আদালত। মহিলাদের একাংশের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে নিরপেক্ষ তদন্ত চান তাঁরা। এই মর্মে নতুন আবেদনও দাখিল করা হয়েছে।

সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি

কলকাতা, ১৪ মে : পরপর দুটি মামলা ছেড়ে দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পাশাপাশি আরও একটি মামলা থেকে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন বিচারপতি। মঙ্গলবার তাঁর এজলাসে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, এনআইএ ও নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে তৃণমূলের দায়ের করা মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। সেই দুটি মামলা থেকেই সরে দাঁড়ান তিনি। সন্দেশখালি কাণ্ডে স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের দায়ের করা মামলা থেকেও সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। তবে আপাতত এই মামলাটির শুনানি শুক্রবার ধার্য করেছেন তিনি।

লালার জামিন

আসানসোল, ১৪ মে : সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো মঙ্গলবার আত্মসমর্পণ করে আসানসোল সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত থেকে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন কয়লা পাচার মামলার প্রধান অভিযুক্ত অনুপ মাঝি ওরফে লালা। এদিন সিবিআই আদালতে এই মামলায় তদন্ত করা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। বিচারক জানতে চান, 'তাঁরা এখনও পর্যন্ত এই মামলার তদন্ত নিয়ে কী করেছেন। তিন বছর ধরে এই অভিযুক্ত রক্ষাকবচে আছেন, আপনারা কি সুপ্রিম কোর্টে এর কোনও বিরোধিতা করেছেন?' এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর না মেলায় বিচারক শর্তসাপেক্ষে লালার জামিন মঞ্জুর করেন।

বিজয় মিছিল নানুরে : *বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক ওরফে কাজল শেখের নেতৃত্বে মঙ্গলবার সবুজ আবির খেললেন সহস্রাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। বিলি করা হল মিষ্টি। কাজলের দাবি, বোলপুর লোকসভার দলীয় প্রার্থী অসিত মাল তিন লক্ষের বেশি ভোটে জয়ী হবেন। তাই আগাম সবুজ আবির খেলা হল।* *তথ্য : আশিস মণ্ডল এবং ছবি পিটিআই*

বনগাঁ ও উলুবেড়িয়ায় সভা

সিএএ নিয়ে হুংকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৪ মে : বনগাঁর সভা থেকে রাজ্যে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। একইসঙ্গে সিএএ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তি তৈরির অভিযোগও করেন তিনি। সিএএ'র পাশাপাশি এদিন সন্দেশখালি ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন শা। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে সন্দেশখালির দোষীদের 'উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার' হুঁশিয়ারি এদিন শোনা যায়নি অমিতের মুখে।

শান্তনু ঠাকুরের সমর্থনে প্রচারে অমিত শা। মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনায়।

বনগাঁ আসন জিততে বিজেপির ভরসা সেই মতুয়া ভোট আর নাগরিকত্ব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে পাশে নিয়ে এদিনও সভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দিতে রাজ্যে সিএএ কার্যকর করা নিয়ে আশ্বাস দেন অমিত শা। '২৪-এর নির্বাচন ঘোষণার মুখে তড়িঘড়ি সিএএ কার্যকর করেছে কেন্দ্র। কিন্তু কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পালটা তোপ দেগে মমতা বলেছেন, 'ক্ষমতা থাকলে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব দিক কেন্দ্র। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে কোনও মতুয়া ভাইবোনকে বেনাগরিক হতে দেব না।' মুখ্যমন্ত্রীর মতে, সিএএ-তে আবেদন করার মানেই হল নিজেকে বেনাগরিক হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া। তাই নাগরিকত্ব পেতে বিজেপির পাতা ফাঁদে পা না দিতে রাজ্যের মতুয়াদের সতর্ক করে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর এই বার্তাতে তৈরি হয় নতুন করে বিভ্রান্তি। তাতেই রাজ্যের মতুয়া ভোট নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখতে শুরু করেছে বিজেপি।

এদিন অমিত শা'র মুখে সেই অভিযোগই শোনা গিয়েছে বনগাঁ ও উলুবেড়িয়ার সভা থেকে। তাঁর অভিযোগ, সিএএ নিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন মমতা। শা বলেন, 'মমতাদিদি আপনার সময় সমাপ্ত হয়ে এসেছে। মতুয়ারা নাগরিকত্ব পাবেনই। কেউ তা আটকাতে পারবে না।' উলুবেড়িয়ার সভায় শা বলেন, 'অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছে এই সরকার। কেন্দ্রের মোদি সরকার শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী তা চান না। মোদি মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেবেনই। কেউ তা আটকাতে পারবে না।'

সিএএ'র পাশাপাশি এদিন উলুবেড়িয়ার সভা থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ নিয়েও তোপ দাগেন অমিত শা। সন্দেশখালিতে মহিলাদের ওপর নির্যাতন এবং জমি লুঠে দুষ্কৃতীদের আড়াল করতে শাসকদল ও মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে এদিনও তিনি বলেন, 'রাজ্যে বিজেপির সরকার হলে সন্দেশখালির একজন দোষীও রেহাই পাবে না।' যদিও এই প্রসঙ্গেই বিগত কয়েকটি সভায় সন্দেশখালির অপরাধীদের উলটো করে ঝুলিয়ে দেওয়ার যে হুমকি দিয়েছিলেন এদিন তা শোনা যায়নি শা'র মুখে।

রাজ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বন্ধ করে দেবে বিজেপি। সম্প্রতি এমনই একটি প্রচারকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তি তৈরি হয় জনমানসে। এদিন সেই প্রসঙ্গেই শা বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেন, কোনও যোজনাই বন্ধ করে না বিজেপি। তৃণমূল মিথ্যা বলছে। আমরা ক্ষমতায় এলে আরও ১০০ টাকা বাড়িয়ে দেব।'

মণিপালের আরও হাসপাতাল

কলকাতা, ১৪ মে : সারা দেশের যত রোগী দক্ষিণ ভারতের মণিপাল হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা করাতে যান, তার মধ্যে ১৫ থেকে ২০ শতাংশই এরাজ্যের বাসিন্দা। মঙ্গলবার মণিপাল হাসপাতালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কাম সিইও দিলীপ জোস এ খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এখান থেকে যাওয়া রোগীদের দক্ষিণের হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গেলে পরিবারের লোকজন সহ যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার খরচ অতিরিক্ত হিসাবে বহন করতে হত। এই কারণে আমরা কলকাতার একটি গ্রুপের তিনটি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করেছি। এই তিনটি হাসপাতাল সল্টলেক, ঢাকুরিয়া ও মুকুন্দপুরে অবস্থিত।' এর আগেও তাঁরা কলকাতার একটি হাসপাতাল অধিগ্রহণ করেছিলেন। মাসখানেকের মধ্যেই মুকুন্দপুরের আরও একটি গ্রুপের কলকাতা ও শিলিগুড়ির হাসপাতালগুলি তাঁরা অধিগ্রহণ করছেন। সংস্থার চেয়ারম্যান ডাঃ এইচ সুদর্শন বল্লাল বলেন, 'দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বহু হাসপাতাল এক ছাদের নীচে এলে রোগীরা দেশের যেকোনও প্রান্তের হাসপাতালেই চিকিৎসা করান, তাঁদের আগের চিকিৎসার সব তথ্য সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের ডাক্তারবাবু তাঁর কম্পিউটারে দেখতে পাবেন। এতে দ্রুত সঠিক চিকিৎসা দেওয়া সম্ভব হবে।' তিনি জানিয়েছেন, পরবর্তী ধাপে রাজারহাটেও হাসপাতাল করতে চলেছেন মণিপাল কর্তৃপক্ষ।

আত্মহত্যা রোধে

কলকাতা, ১৪ মে : কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, আইআইটি, এনআইটি, আইআইএম, এইমস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই প্রবণতা ঠেকাতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করেছে তা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল।

বিজেপির চোর 'অপবাদের' প্রতিবাদ

মানহানির মামলার হুমকি মমতার

কলকাতা, ১৪ মে : বঙ্গ বিজেপির নেতারা তো বটেই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা বারবার দুর্নীতি ইস্যুতে তৃণমূল তথা রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছেন। প্রতিটি দুর্নীতির তদন্ত করে দুর্নীতিগ্রস্তদের জেলে ভরা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূলকে দুর্নীতিগ্রস্ত বা তৃণমূল নেতাদের চোর বলার জন্য এবার মানহানির মামলা করবে তৃণমূল।

মঙ্গলবার বনগাঁ ও কল্যাণীর সভা থেকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, 'রোজ বলছে তৃণমূল চোর। কোথায় চুরি করেছে? প্রমাণ কোথায়? হাওয়া তুলে দিচ্ছে। আমি তো মানহানির মামলা করব বলে ঠিক করেছি। আমি নিজেই এই মামলা করব। আমি ছাড়ার পাত্রী নই। আমি ধরব, ভালো করে আঁটোসাঁটো করে ধরব। কোনও প্রমাণ নেই, তথ্য নেই, আপনি কাউকে চোর বানিয়ে দেবেন? জীবনে এক কাপ চা পর্যন্ত কারও কাছ থেকে খাইনি।'

> রোজ বলছে তৃণমূল চোর। কোথায় চুরি করেছে? প্রমাণ কোথায়? আমি তো মানহানির মামলা করব বলে ঠিক করেছি। আমি নিজেই এই মামলা করব। আমি ছাড়ার পাত্রী নই। আমি ধরব, ভালো করে আঁটোসাঁটো করে ধরব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

মমতা বলেন, 'রাজ্যবাসীর জন্য যতটা সম্ভব, আমি করব। এটা আমাদের কর্তব্য। আপনারা আমাদের সুযোগ দিয়েছেন। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করছি। কথা রাখতে না পারার চেয়ে মৃত্যু ভালো।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দাবি করছে, তারা সব কাজ নাকি করেছে। বাড়ি বাড়ি জল নাকি তারা দিয়েছে। সব মিথ্যা কথা। বাড়ি বাড়ি জল দেওয়ার জন্য ৭০ শতাংশ টাকা আমরা দিয়েছি। রক্ষণাবেক্ষণের খরচও আমাদের। ওরা শুধু বিজ্ঞাপন করছে।'

প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি সভায় নিয়ম করে মোদির গ্যারান্টির প্রচার চালাচ্ছেন। তা কটাক্ষ করে মমতা বলেন, 'আদতে এটা ৪২০ গ্যারান্টি।' এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসবে না দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এবার হাওয়া বদল হচ্ছে। বিজেপি ২০০ আসন পার করতে পারবে না। ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় আসবে। ইন্ডিয়া জোট ২৯৫ থেকে ৩১৫টি আসন পাবে।'

অধীরের কাঠগড়ায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৪ মে : পঞ্চম দফা নির্বাচনের আগে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে রণাঙ্গনে নেমে যুদ্ধ করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের সার্বিক স্বার্থে ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গও টেনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইন্ডিয়া জোট কত আসন পাবে এবারের নির্বাচনে, তাও খোলসা করে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু বিরোধী জোট ইন্ডিয়া বিভক্ত হওয়ার মূল কারিগর হিসেবে মমতাকে দুষলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী।

এদিন বনগাঁর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'বিজেপি খুব জোর ১৯৫ থেকে ২০০ আসন পাবে। আর ইন্ডিয়া জোট ২৯৫ থেকে ৩০০ আসন পাবে।' ঠিক এদিনই মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে অধীর বলেন, 'ইন্ডিয়া জোট বিভক্ত হওয়ার পিছনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সব থেকে বড় কারণ।'

তাঁর বক্তব্য, বিরোধী জোটে শামিল থাকার কারণে হেমন্ত সোরেন, কেজরিওয়ালকে জেলে যেতে হয়েছে। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আসলে 'ভাইপো'কে বাঁচানোর জন্যই বিজেপির পাশে থেকে ইন্ডিয়া জোট ভাঙছেন মমতা। এদিনও জোট ভাঙার দায় মুখ্যমন্ত্রীকেই দিলেন অধীর।'

সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে পদোন্নতির নজির

কলকাতা, ১৪ মে : সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসে পদোন্নতিতে নতুন নজির তৈরি হল। এই প্রথম লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক পদে যোগদানকারী কেউ অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় পদোন্নতি পেলেন। সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস আগেই কমন ক্যাডার হয়েছিল। এর আগে এলডিসি পদে যোগদানকারী যুগ্ম সচিব পদমর্যায় পদোন্নতি পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার প্রথম অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নীত হলেন। মঙ্গলবার নবান্নের পক্ষ থেকে এই পদোন্নতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। তাতে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন পদে দপ্তরের যুগ্ম সচিব পদমর্যাদায় থাকা গৌতম দাস অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ দপ্তরের যুগ্ম সচিব পদে থাকা পরিমলকান্তি সরকার কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ও খাদ্য দপ্তরে যুগ্ম সচিব পদে থাকা কমল কর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব পদে উন্নীত হয়েছেন। রাজ্য কর্মচারী ফেডারেশনের প্রাক্তন নেতা মনোজ চক্রবর্তী বলেন, 'ডাইরেক্টরেট ও রিজিওনাল ক্ষেত্রেও কমন ক্যাডার করার দাবি আমরা অনেক আগে থেকেই জানিয়ে আসছি। তাহলে অনেক কর্মী উপকৃত হবেন।'

জয়শংকরের সাফল্যের বার্তা

কলকাতা, ১৪ মে : আজকের ভারত এক অন্য দেশ। বিকশিত ভারত। ১০ বছর আগেও যে দেশ ছিল অবহেলিত, অনুন্নত। মঙ্গলবার শহরের এক অভিজাত হোটেলে ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কথা শুনতে শুনতে এমনটাই মনে হচ্ছিল শ্রোতাদের। শ্রোতা বলতে মূলত চেম্বারের সদস্য, বাংলার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর হাততালিও পড়ে। শুরুতেই বিকশিত ভারতের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন জয়শংকর। তারপর তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেন স্মিতা বাজোরিয়া। দর্শকাসন থেকেও দু'একজন প্রশ্ন করেন। তবে আগেই বলা ছিল, সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন না কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

এদিন ইন্ডিয়ান চেম্বারের আমন্ত্রণে জয়শংকর তাঁর ভাষণে মোদি সরকারের নানা সাফল্যের দিক তুলে ধরেন। সেইসঙ্গে তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন, এটি শুধুমাত্র একটি স্লোগান নয়। শুধু সরকার নয়, দেশবাসীকেই সেই ভারত গড়ার কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হল দেশের রাজনৈতিক সুস্থিতি। চলতি নির্বাচনে দেশবাসী কত শক্তিশালী সরকার গড়তে পারে সেই বিষয়টির ওপরও বিকশিত ভারত গড়ার পরিকল্পনা সাকার করার ব্যাপারটি নির্ভর করবে।

INFORMATION WANTED

This is the photograph of **Labonika Sarkar @ Labontika**, Daughter of **Laxmikanta Sarkar,** of Vill-Parlalpur, PO-Deoanpur, PS-Baishnabnagar, 742201, who has been missing since 28.04.2024 from Residence, Baishabnagar, Malda, W.B., Description of this missing person is :**Age**-14 Years, **Complexion**-Fair, **Height**-128 cms., **Wearing**-Churidar, **Language**-Bengali, **Identification Mark**-One Mole in Right Shoulder. Please inform whereabouts of the missing person, to the Spl. Supdt. of Police, C.I.D. (W.B.), Bhabani Bhaban, Kolkata-700027, Ph. No.-033-2450-6120.

ICA-D834(3)/2024

বাংলাদেশি পর্যটকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : দার্জিলিং বেড়াতে এসে পাহাড়পথে মৃত্যু হল বাংলাদেশের এক বাসিন্দার। মৃত পর্যটকের নাম শেখ আজিজুল (৬৫)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার পথে রোহিণীতে শ্বাসকষ্ট শুরু হয় ঢাকার ওই বাসিন্দার। সঙ্গে থাকা এক আত্মীয় ও গাড়িচালক তাঁকে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা বিফলে যায়। কার্সিয়াং হাসপাতালে নিয়ে আসার পর চিকিৎসক আজিজুলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ এই মৃত্যুকে অস্বাভাবিক বলে নথিভুক্ত করেছে।

গাড়িচালক বলেন, 'এনজেপি থেকে রওনা দেওয়ার পরই অসুস্থ বোধ করেন ওই ব্যক্তি। যার জন্য এসি চালিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর জানান কোনও সমস্যা হচ্ছে না। রোহিণীতে আসার পর একটু হাঁটাহাঁটি করেন। তখনও কোনও সমস্যা নেই বলে জানান। কিন্তু গাড়ি চালানো শুরু করতেই তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। কার্সিয়াং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাঁচানো যায়নি।'

খুনের অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : পুকুরে ডুবে মৃত কিশোরের পরিবারের তরফে এবার খুনের অভিযোগ দায়ের করা হল ভোরের আলো থানায়। মঙ্গলবার খুনের মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে অভিযুক্ত বাপ্পা সরকার পলাতক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফকদইবাড়ির ১৬ বছরের কিশোর জিৎ দাসের মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রের খবর, সেদিন প্রতিবেশী বাপ্পা এবং আরও একজনের সঙ্গে মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ললিতাবাড়িতে মাছ ধরতে গিয়েছিল সে। পরে পরিবারের লোক জানতে পারেন, পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গিয়েছে জিৎ।

এই ঘটনায় বছর চল্লিশের বাপ্পার দিকে জিৎকে খুনের অভিযোগ তুলেছেন পরিবারের লোকেরা। কিশোরের বাবা নিমাই দাস সোমবার বাপ্পার বিরুদ্ধে ভোরের আলো থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

গ্রামবাসীকে ধমক

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে গ্রামবাসীদের ধমকানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির বিধাননগরে। এদিন তাকে ভীমবার এলাকায় স্থানীয় আনারস উন্নয়নকেন্দ্রের সামনে গ্রামবাসীদের ধমকানোর একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও সেই ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'। এ বিষয়ে শাসকদলের প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে কেউই মুখ খুলতে রাজি হননি। খবর ছড়াতেই তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব ড্যামেজ কন্ট্রোলে অভিযুক্তকে ডেকে ধমক দেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দলের ভিতরই এলাকায় অবৈধ জমি দখলদারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এদিনের ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ জানিয়েছে, এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

সাংসদের চিঠি

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : কালিম্পং জেলার রেলি ও পালা নদীতে অবৈধ খনন চলছে বলে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি এ বিষয়ে তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রককে চিঠি দিলেন। অভিযোগ, নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা হচ্ছে। রাজু বলেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফে স্থানীয় শাসক ও দলীয় নেতাদের ঘনিষ্ঠকে নদীতে অবৈধ উপায়ে খননের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কী করে এমন অবৈধ কারবার চলছে সে বিষয়ে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।'

জলে ডুবে মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ১৪ মে : বন্ধুদের সঙ্গে পুকুরে স্নান করতে নেমে মৃত্যু হল এক স্কুল পড়ুয়ার। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার কোটিয়াজোত এলাকায়। মৃতের নাম সায়ন পাল (১১)। সে যোড়শীবালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্কুল ছুটি থাকায় সায়নরা এদিন তিন বন্ধু মিলে পুকুরে স্নান করতে নামে। তখনই সায়ন জলে তলিয়ে যায়।

গোয়ালে আগুন

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ মে : ভীমবারে একটি দৃষ্টিহীনদের বিদ্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে ওই স্কুলের গোয়ালে আচমকা আগুন লাগে। সেখান থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে অফিসঘরে। খবর পেয়ে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ এবং মাটিগাড়া থেকে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

গুলমায় এভাবেই গজিয়ে উঠছে একের পর এক রিসর্ট। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

মাটিগাড়া ব্লকে যথেচ্ছ তৈরি রিসর্টে অসামাজিক কার্যকলাপ

রেস্তোরাঁ-ধাবা নিয়ে প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : মাটিগাড়া ব্লকজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বেআইনি রেস্টুরেন্ট ও ধাবাগুলি নিয়ে এবার সরব সাধারণ মানুষ। এগুলিতে দিনরাত অসামাজিক কাজকর্ম চলছে বলে অভিযোগ। কোথাও খাসজমিতে, কোথাও বন দপ্তরের জমিতে আবার কোথাও ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে এগুলি তৈরি হয়েছে। সবকিছু জেনেও প্রশাসন নির্বিকার বলে অভিযোগ উঠছে। যদিও মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এমন রিসর্ট ও ধাবার খবর জানা নেই। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রতিমা রায় বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

গুলমা থেকে আঠারোখাই, মাঝে চম্পাসারি, পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত। এই পুরো এলাকাজুড়ে গত তিন-চার বছরে প্রচুর ধাবা ও রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে। কোনওটাতে মেলে শুধু খাবার, কোনওটায় আছে সুইমিং পুল, আবার কোনওটাতে রয়েছে রাত কাটানোর সুবিধাও। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে প্রশাসনের কাছে এমন রেস্তোরাঁ, ধাবার কোনও তথ্যই নেই। শিলিগুড়ি শহর থেকে শুরু করে মহকুমার নানা প্রান্তের তরুণ-তরুণী সহ মধ্যবয়সিরা নিয়মিত ভিড় করেন। অভিযোগ, শাসকদলের মদতেই এর রমরমা। জেনেবুঝেই প্রশাসনও এ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রঙ্গিয়ায় সম্প্রতি এমনই এক রেস্তোরাঁ চালু হয়েছে। সেখানে

> গ্রামের মধ্যে এভাবে রেস্তোরাঁ বানিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। অবিলম্বে এসব বন্ধ করতে হবে।
>
> **বাপি রায়** *তৃণমূল যুব নেতা*

রীতিমতো চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ভিতরে চারিদিকে ঘর ও রেস্তোরাঁ বানিয়ে মাঝে তৈরি হয়েছে বিরাট সুইমিং পুল। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রথমে বলা হয়েছিল, এলাকার শিশুদের সাঁতার শেখানোর জন্যই সুইমিং পুল তৈরি হচ্ছে। পরে সেখানে দিনরাত গাড়ির লম্বা লাইন দেখা যায়। পূর্ব রঙ্গিয়াবাসীর অভিযোগ, বহিরাগতরা এখানে এসে দিনভর নানা বেআইনি কাজকর্ম করে রাতে ফিরে যাচ্ছে। ভিতরে শুধু সাঁতারই নয়, মদ্যপানেরও ব্যবস্থা রয়েছে বলে অভিযোগ। শনিবার রাতে এই রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে একটি গাড়ি পথচলতি স্থানীয় এক মহিলাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম ওই মহিলা এখন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল যুব নেতা বাপি রায়ের অভিযোগ, 'গ্রামের মধ্যে এভাবে রেস্তোরাঁ বানিয়ে অসামাজিক কাজকর্ম চলছে। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। গ্রামবাসীরা প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। অবিলম্বে এসব বন্ধ করতে হবে।'

পাথরঘাটার ধুকুরিয়ায়ও বছর দেড়েক ধরে এমন একটি রিসর্ট চলছে। শুধু শিলিগুড়িই নয়, বহিরাগত তরুণ-তরুণীরা সেখানে গিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু ভিতরে কে কী করছে তাতে প্রশাসনের নজর নেই। একইভাবে চম্পাসারির শালবাড়িতেও রমরমিয়ে চলছে এক ইকো রিসর্ট। অথচ এসবের কোনও বৈধতা নেই বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতেরই গুলমা, মিলন মোড় এলাকায় ছড়িয়ে আছে এমন আরও বহু রিসর্ট। ইদানীং বহু মানুষ গুলমা রেলস্টেশন, মহানন্দার চরে ঘুরতে যাচ্ছেন। আর এই ভিড়কে হাতিয়ার করেই বন দপ্তরের জমি দখল করে রেললাইনেরও দু'পাশে প্রচুর বেআইনি রিসর্ট গজিয়ে উঠেছে। সবকিছু দেখেও প্রশাসনিক নীরবতায় নানা প্রশ্ন উঠছে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সনাতনী।। *পুরাতন মালদায় ঐতিহ্যবাহী মা চামুন্ডার আড়াই পাকের নাচ। বালুরঘাটের মৈনাক সিংহের ক্যামেরায়।*

গভীর নলকূপের প্ল্যান্ট থেকেও মিলবে জল

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : সংকটের মাঝেই শহরের তিনটি ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানে দুটি গভীর নলকূপ চালু করল শিলিগুড়ি পুরনিগম। আয়রন রিমুভার যুক্ত দুটি নলকূপ থেকে শহরের ৫ নম্বর, ২৮ নম্বর এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ পানীয় জল পাবেন। প্রতিদিন সর্বোচ্চ আট ঘণ্টা চলবে পাম্পগুলি। প্রয়োজন অনুযায়ী পাম্প চালিয়ে জল তুলে পরিষেবা দেওয়া হবে।

পরীক্ষামূলকভাবে মঙ্গলবার থেকেই ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাতঙ্গিনী কলোনি, ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের একটি অংশ, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর সহ বেশকিছু এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আগামী তিন-চারদিন পরীক্ষামূলকভাবেই পরিষেবা চালু রাখা হবে। এরপর নিয়মিত পরিষেবা চালু হবে।

শহরজুড়ে জল সংকটের আবহের মাঝেই ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর, ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অফিসের সামনে স্ট্যান্ডপোস্ট থেকে অবাধে পানীয় জল অপচয়ের ছবি ধরা পড়েছে। এদিন ওই প্ল্যান্ট এবং এলাকা পরিদর্শন করেন মেয়র গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'মানুষের জল-যন্ত্রণা দূর করতে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এই প্ল্যান্ট দুটি ঠিকমতো কাজ করলে পাঁচ হাজার মানুষের জলকষ্ট দূর হবে। আর যেখানে যেখানে জল অপচয় হচ্ছে সেগুলি আমি দেখেছি। দ্রুত মেরামত করে দিতে বলা হয়েছে।'

পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য গভীর নলকূপ তৈরি করেছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু ওই জলে অতিরিক্ত আয়রন থাকায় তা পানের যোগ্য ছিল না। তাই আয়রন রিমুভার প্ল্যান্ট লাগানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ২৭ নম্বর ওয়ার্ডে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের পেছনে একটি গভীর নলকূপ তৈরির সময় ওই প্ল্যান্টেও আয়রন রিমুভার লাগানোর টেন্ডার হয়। দুটিরই কাজ করেছে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর।

বিএসএফের গুলিতে মৃত

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৪ মে : যেন কোচবিহারের সেই ঘটনার অ্যাকশন রিপ্লে। সেবারে বিএসএফের গুলিতে এক ভারতীয় তরুণের মৃত্যুতে কম হইচই হয়নি। আবারও বিএসএফের গুলিতে এক ভারতীয়র মৃত্যু হল। সোমবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ বিএসএফের ১৫৫ নম্বর ব্যাটালিয়নের খালপাড়া এবং ভাটপাড়া বিওপির মাঝামাঝি এলাকার ঘটনা। কাজিরুল হক নামে ওই ব্যক্তি রাজগঞ্জ থানার কুকুরজান গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাঙ্গামালি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন।

বিএসএফের দুই আধিকারিক আনন্দ মিশ্র এবং সুনীল কুমার জানান, গোরু পাচারের উদ্দেশ্যে সোমবার রাতে ভাটপাড়া সীমান্ত চৌকির কিছুটা দূরে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার কাছে আট-দশজন জড়ো হয়েছিল। বিএসএফ তাদের বাধা দেয়। ওই ব্যক্তিরা উলটে বিএসএফের ওপর চড়াও হয়। চোরাকারবারিদের দা ও লাঠির আঘাতে চার বিএসএফ জওয়ান আহত হন। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ গুলি চালায়। চোরাকারবারিরাও পালটা গুলি চালায়। অন্য জওয়ানরা ঘটনাস্থলে এলে ওই ব্যক্তিরা পালায়। আহত অবস্থায় পড়ে থাকা একজনকে বিএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

> **বাড়ছে বিতর্ক**
>
> - সোমবার রাতে বিএসএফের গুলিতে এক ভারতীয়র মৃত্যু
> - ভাটপাড়া সীমান্ত চৌকির কিছুটা দূরে কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ঘটনা
> - গোরু পাচারের জন্য এলাকায় জড়ো হওয়া কয়েকজন বিএসএফের ওপর চড়াও হয় বলে দাবি

সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত বিএসএফ জওয়ানদের একজন হাসপাতালে ভর্তি। তবে তাদের গুলিতে কেউ মারা গিয়েছে বলে বিএসএফ স্বীকার করেনি।

ওই ব্যক্তি চোরাকারবারের সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত ছিলেন না বলে পরিজনদের দাবি। গোটা ঘটনায় চক্রান্ত আছে বলে তাঁরা দাবি জানিয়েছেন। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বিএসএফ অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসে। চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সেখান থেকে বিষয়টি কোতোয়ালি থানায় জানানো হয়। রাজগঞ্জ থানাতেও এ বিষয়ে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

মঙ্গলবার সকালে কাজিরুলের বাড়িতে গিয়ে সেখানে তাঁর মা হামিদা খাতুনকে সমানে ডুকরে কাঁদতে দেখা গিয়েছে। তিনি বলে চলেছিলেন, 'বিএসএফ গুলি করে আমার ছেলেটাকে শেষ করে দিল।' কাজিরুল কৃষিকাজ করতেন বলে সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মোক্তাল হোসেন জানান।

চর দখলে নালিশ প্রশাসনকে

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : মন্দির বানিয়ে সাহু নদীর চর দখলের ঘটনায় অভিযোগ জানানো হল প্রশাসনের কাছে। মঙ্গলবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। হাতিয়াডাঙ্গা-চন্দননগরের পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির আদরিবালা বিশ্বাস সেচ দপ্তর, ভূমি সংস্কার দপ্তর সহ বিডিও অফিসে অভিযোগ জানিয়েছেন।

অভিযুক্তরা শাসকদল ঘনিষ্ঠ হলেও তাদের পাশে দাঁড়াননি রাজগঞ্জের বিধায়ক ও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, 'যদি কোনও অনৈতিক কাজ হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিক। অভিযুক্তরা যেই দলেরই হোক না কেন রং দেখার প্রয়োজন নেই। বিধায়ক হিসেবে আমি তাদের পাশে নেই।'

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েত ও বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাঝ দিয়ে বয়ে গিয়েছে সাহু নদী। নদীর চরে মন্দির বানিয়ে কয়েক একর জমি দখলের অভিযোগ ওঠে এলাকার কয়েকজন তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'এই জমি দখল কাণ্ডে যাদের দেখা গিয়েছে তারা একসময় সাহু নদীর বহু জমি দখল করে বিক্রি করেছে।'

গত কয়েক বছর থেকে সাহু নদীর চর ও পাড়ে বিঘার পর বিঘা জমি দখল হয়েছে। হাতিয়াডাঙ্গা, জলডুমুর, কৃষ্ণনগর, আদর্শপল্লি, অধিকারপল্লি সহ বহু জায়গাতে থাবা বসিয়েছে জমি মাফিয়ারা। জলডুমুর এলাকায় নদীর চর দখল করে হাট বসানো হয়েছে। বাকি এলাকাগুলিতেও বস্তি বসিয়ে কোটি কোটি টাকা লুঠ করেছে। জমি দখল করতে বহু জায়গায় মাফিয়ারা নিজেদের খরচে লোহার সাঁকো বানিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা চাঙ্গা করার চেষ্টা করেছে। প্রথমে নদীর চরে ধান, সবজি আবাদ করা শুরু হয়। এর মাধ্যমে চর দখলে আসে। এরপর দখলে নেওয়া জমির টাকার বদলে হাতবদল ঘটে।

কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা

খড়িবাড়ি, ১৪ মে : মোটর সাইকেল এক, সওয়ারি পাঁচ! কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার সকলেই। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলেন এক তরুণী। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের আমবাড়ি এলাকায়। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ একটি মোটর সাইকেলে এক তরুণ চারজন তরুণীকে নিয়ে আমবাড়ি এলাকায় একটি মেলায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় রাস্তায় হঠাৎই তাঁদের মোটর সাইকেলের সামনে এসে পড়ে একটি কুকুর। সেটিকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাটি ঘটে।

স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ওই তরুণ ও তিন তরুণীকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে গুরুতর আহত অবস্থায় রেণুকা কুজুর নামে এক তরুণীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

আজ শুরু সিইউইটি

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট বা সিইউইটি (ইউজি)। শিলিগুড়ির ১৮টি সেন্টারে চলতি বছরের পরীক্ষা নেওয়া হবে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ) পরিচালিত এই পরীক্ষা এবার হাইব্রিড মোডে নেওয়া হচ্ছে। অফলাইন অর্থাৎ কাগজ-কলমে পরীক্ষা হবে ১৫ থেকে ১৮ মে পর্যন্ত। ২১, ২২ ও ২৪ মে অনলাইন মোডে পরীক্ষা হবে।

মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মোট ২০ জন অবজার্ভারের পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ে একটি মিটিং করা হয়। সিইউইটি-ইউজির সিটি কোঅর্ডিনেটর এসএস আগরওয়াল বলেন, 'চারটে শিফটে এই পরীক্ষা চলবে। সকাল দশটা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ পরীক্ষা সওয়া ছয়টা পর্যন্ত চলবে।' সকাল সাড়ে সাতটা থেকে কড়া নজরদারিতে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে ঢোকানো শুরু হবে। শিলিগুড়ি মডেল হাইস্কুল, দিল্লি পাবলিক স্কুল, সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, ভারতী হিন্দি স্কুল সহ বেশ কয়েকটি সেন্টারে মোট ৫ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে।

পিএইচই দপ্তরে বিক্ষোভ

১৫০ কর্মীর বেতন বন্ধ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : চার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার কলমজোতের বাসিন্দা মোদি ওরাওঁয়ের। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অস্থায়ী কর্মী মোদি কাজ করে চললেও দুই বছর ধরে মাইনে বন্ধ। পরিবার নিয়ে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়েছেন ওই ব্যক্তি। কলমজোত ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পের ফিল্টারিংয়ের কাজে যুক্ত মোদির দুই বছরের মাইনে বাবদ প্রায় তিন লক্ষ টাকা বাকি রয়েছে। শুধু তিনি নয়, অস্থায়ী কর্মীদের সকলেরই পরিস্থিতি প্রায় একই। বকেয়ার দাবিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাবুপাড়ার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

মোদির কথায়, 'সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে কাজ বন্ধ করি না। কাজ বন্ধ করলে কলমজোত এলাকায় পানীয় জলের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে দীর্ঘ বছর যাবৎ মাইনে দেওয়া হচ্ছে না।'

শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এমন প্রায় ১৫০ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন যাঁরা দীর্ঘদিন বাবদ মাইনে পাচ্ছেন না। ওই অস্থায়ী কর্মীরাই বর্তমানে পানীয় জলের প্ল্যান্টগুলির প্রাণ। স্থায়ী কর্মী নেই বললেই চলে। সেই জায়গায় কোনও কর্মীর মাইনে বন্ধ ২০ মাস যাবৎ, কারও ১০ তো কারও ৮ মাস যাবৎ। এমন পরিস্থিতিতে ওই কর্মীরা বাধ্য হয়ে বকেয়া মাইনের দাবিতে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় অবস্থিত জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অফিসে বিক্ষোভ দেখান।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের অন্তর্গত নলবাহী পানীয় সরবরাহ কর্মচারী শাখার জেলা সভাপতি যোগেশ রায় বলেন, 'এজেন্সির মাধ্যমে অস্থায়ী কর্মীদের বেতন দেওয়া হয়। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের তরফে টেন্ডার করে এজেন্সিকে টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই টেন্ডার প্রক্রিয়া জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর বন্ধ করে রেখেছে। সেই কারণে প্রায় দেড়শো জনের মাইনে হচ্ছে না। কাজ বন্ধ করে দিলে মহকুমার চারটি ব্লকে সমস্যা দেখা দেবে।'

ওই জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পে অধিকাংশ পাম্প অপারেটর, ভালভ অপারেটর হিসাবে কাজ করেন। বকেয়া বেতন প্রদান, বেতন বৃদ্ধি, ইপিএফ ও ইএসআই চালু সহ বেশ করে দফা দাবি নিয়ে একটি স্মারকলিপি দেন তাঁরা।

বিষয়টি নিয়ে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) কেশব কুমার বলেন, 'কিছু সংখ্যক কর্মীর বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। যাঁদের বেতন এজেন্সির মাধ্যমে হয়। বেতন যাতে দেওয়া যায়, সেই বিষয়টি দেখছি।'

গর্তে পড়ে শিশুর মৃত্যু

চোপড়া, ১৪ মে : জল জীবন মিশন প্রকল্পের পাইপ পাতার জন্য খোঁড়া গর্তে পড়ে বছর তিনেক বয়সি এক শিশুর মৃত্যু হল। মঙ্গলবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে চোপড়া থানার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বহিতাগছ-বাবুনপাড়া গ্রামে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম জুনেইদ আহমেদ। খবর পেয়ে চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ ঘটনাস্থলে যান। পুলিশই গর্তটির চারিদিক ঘিরে দেয়। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ব্যাপারে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে পুলিশ জানিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই গ্রামে এখন জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। এজন্য প্রায় ৬০০ ফুট গভীর করে মূল পাইপ পোঁতা হয়েছে। তার চারপাশের গর্ত ভরাট করা হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। মঙ্গলবার বিকালে শিশুটি বাড়ির পাশে খেলতে খেলতে আচমকা ওই গর্তে পড়ে যায়। স্থানীয়দের তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করে বিএসএফের গাড়িতে প্রথমে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পথেই তার মৃত্যু হয়। মৃত শিশুর বাবা মমতাজুল হক বলেন, 'ঠিকাদারের গাফিলাতিতে ছেলেকে হারালাম। পাইপ বসানোর পর চারপাশের গর্ত ভরাট করা হয়নি।' এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারি সংস্থার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার পর ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন গ্রামের বাসিন্দারা।

আজ টিভিতে

আকাশে সুপারস্টারে আজ গান শোনাবে সৌমিলি ঘোষ, সমাদ্রিতা পাল এবং সোনাক্ষী বন্দ্যোপাধ্যায়। **আকাশ আটে** দুপুর ২টায়।

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ ঘরে ঘরে জি বাংলা, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ যোগমায়া, ৬.৩০ অষ্টমী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ আলোর কোলে, ৯.৩০ কার কাছে কই মনের কথা, ১০.০০ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ মন দিতে চাই

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ ভক্তির সাগর, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া- ১ ঘণ্টার মহাপর্ব, রাত ৮.০০ তুমি আশেপাশে থাকলে, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ জল থইথই ভালোবাসা, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ ব্যোমকেশ

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়- যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, বেলা ১২.০০ ম্যাডাম গীতা রানি, দুপুর ২.৩৫ কেজিএফ ২, সন্ধ্যা ৬.০০ সংগ্রাম, রাত ৯.১৫ রাখী পূর্ণিমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ গ্রেফতার, বিকেল ৪.০০ ভাইজান এল রে, সন্ধ্যা ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ সবুজ সাথী

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ মামা ভাগ্নে, দুপুর ৩.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, বিকেল ৫.৩০ বরকনে, রাত ১১.০০ হত্যাপুরী ফেলুদা

জলসা মুভিজ এইচডি : সকাল ১০.০০ ঘরে অ্যান্ড বাইরে, সকাল

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **জোশ**।

১১.৫৫ মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি, দুপুর ২.০০ অর্জুন – কালিম্পং -এ সীতাহরণ, বিকেল ৪.২০ কুলের আচার, সন্ধ্যা ৬.৩০ কাছের মানুষ, রাত ৯.০০ পিউপা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বাজি – দ্য চ্যালেঞ্জ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সজনী গো সজনী

দুপুর ১২.৩০টায় জি বাংলা সিনেমায় মামা ভাগ্নে।

ক্র্যাশার ফেলে উধাও

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ১৪ মে : বালাসনের চরে অবৈধভাবে ক্র্যাশারের সরেজমিনে তদন্তে গিয়ে খালি হাতেই ফিরতে হল প্রশাসনকে। তবে প্রশাসনিক আধিকারিকরা চাক্ষুস করলেন কীভাবে নদী দখল করে চলছে ক্র্যাশার তৈরির পরিকল্পনা। মঙ্গলবার মাটিগাড়া ব্লকের নিমাইয়ে গিয়ে প্রশাসনিক কর্তারা দেখেন বালাসনের পাড়ের রাস্তা থেকে নদীর প্রায় অর্ধেক অংশ দখল করে বাঁশ বেঁধে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। রাখা হয়েছে নানা মেশিনপত্র। সেগুলি বসানোর জন্য কাটা হয়েছে পুকুরের আকারে গর্ত। এখন অবধি প্রায় কয়েক একর নদীর চর দখল করা হয়েছে। নদী পর্যন্ত পোঁতা হয়েছে বহু খুঁটি। নদী লাগোয়া বাড়িঘরগুলি সরিয়ে দিয়ে সেই জমিও দখলের পরিকল্পনা চলছে বলে বাসিন্দারা জানিয়েছেন।

এদিন পরিদর্শনের আগাম খবর অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছে যাওয়ায় তারা সবাই গা-ঢাকা দেয়। নদী থেকে বালি, পাথর তোলা ও পাচারে ব্যবহৃত আর্থমুভার, ডাম্পার, ট্র্যাক্টর সব উধাও। পরিদর্শনের আগাম খবর কীভাবে অভিযুক্তদের কাছে পৌঁছে গেল এনিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা।

মাটিগাড়ার নিমাইতে র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিমল রায়ের ক্র্যাশার তৈরির খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই প্রশাসনিক মহলে শোরগোল পড়ে যায়। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, মহকুমা পরিষদের সদস্য জ্যোতি তিরকি, মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ, বিএলএলআরও-এর প্রতিনিধি রেভেনিউ অফিসার দাওয়া ডুকপা এদিন দুপুরে সরেজমিনে নিমাই যান। তাঁরা গিয়ে দেখেন, বালাসনের পাড়ের রাস্তা থেকে নদীর প্রায় অর্ধেকটা বাঁশ বেঁধে ঘেরাও করা হয়েছে। এক জায়গায় জমা করা হয়েছে কিছু মেশিন সামগ্রী। সেগুলি বসানোর জন্য নদীতেই কাটা হয়েছে গর্ত। স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বনাথ বর্মন প্রতিনিধিদলকে বলেন, 'এখানে বিমল রায় ক্র্যাশার বসাবে। আশপাশে দূষণ হবে বলে নদী লাগোয়া বাড়িঘরের দখল নেবে বলে শুনছি।'

মহকুমা পরিষদের অভিযানের জের

মাটিগাড়া ব্লকের নিমাইয়ে মহকুমা পরিষদের কর্তারা। মঙ্গলবার।

রোমা বলেন, 'খবরের কাগজে ক্র্যাশারের খবর দেখে তা চাক্ষুষ করতে এসেছিলাম। এখানে দেখছি নদীচরে ক্র্যাশার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এসব নদীচরে বসানো যায় না। এজন্য বৈধ নথিপত্র আছে কি না খতিয়ে দেখতে হবে। নেটিশ দিয়ে নথিপত্র সমেত আসতে বলব।' রেভেনিউ অফিসার দাওয়া ডুকপা বলেন, 'প্রাথমিকভাবে জমি দেখে মনে হচ্ছে নদীচর। জমির স্ট্যাটাস খতিয়ে দেখে বিএলএলআরও-কে রিপোর্ট দেওয়া হবে।' ভোলা ঘোষ বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গে এসে বারবার বেআইনি জমি ও নদীর অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরও কেউ এসবের তোয়াক্কা করছেন না। কোটি কোটি টাকার কারবার বলেই এসব বন্ধ হচ্ছে না। এসব বন্ধে নজরদারি কমিটি তৈরি হয়েছিল। যদিও তার কাজ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এদিন পরিদর্শনের খবর আগাম পাওয়ায় অভিযুক্তরা সতর্ক হয়ে গা-ঢাকা দেয়।'

তৎপর দুষ্কৃতীরা

- মঙ্গলবার বালাসনের চরে হানা দিয়েছিল প্রশাসনের টিম
- হানা দেওয়ার খবর আগাম পেয়ে উধাও হয়ে যায় অভিযুক্তরা
- সরিয়ে ফেলা হয় বালি-পাথর তোলায় ব্যবহৃত সমস্ত গাড়ি
- দলটি চাক্ষুস করল কীভাবে দখল হচ্ছে পাড় সহ বালাসন
- এ ব্যাপারে হাত গুটিয়ে বসতে নারাজ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

নিয়মিত মজুরি থেকে বঞ্চিত চা শ্রমিকরা

চোপড়া, ১৪ মে : নিয়মিত মজুরি না পেয়ে সমস্যায় পড়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। চোপড়ার চন্দন চা বাগানের ঘটনা। একাধিক বিষয় নিয়ে শ্রমিক মহলে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। শ্রমিকদের বক্তব্য, ছয় সপ্তাহের মজুরি বকেয়া পড়ে আছে। এছাড়া অর্ধেকের বেশি শ্রমিককে ইতিমধ্যে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিকদের সপ্তাহে মাত্র চারদিন কাজ দেওয়া হচ্ছে। যদিও এবিষয়ে বাগানের ম্যানেজারের সাফাই, 'নিয়ম মেনেই কাজ চলছে।'

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন চা বাগানের মোট শ্রমিক প্রায় ১৫০০ জন। নিজস্ব কারখানাও রয়েছে। বাগান সূত্রের খবর, এখানে স্থায়ী শ্রমিক প্রায় ৬০০ জন। এখানে সাপ্তাহিক বেতন দেওয়ার নিয়ম। তবে গত ছয় সপ্তাহ ধরে নিয়মিত মজুরি মিলছে না। যার জেরে সমস্যায় পড়েছেন শ্রমিকরা।

বাগানের শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, একদিকে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা, আর অন্যদিকে ম্যানেজমেন্টের উদাসীনতায় বাগানের অবস্থা ভালো নেই। যে কোনও সময় বাগান বন্ধ হয়ে যাওয়ার

চন্দন চা বাগানে শ্রমিকরা।

আশঙ্কা করছেন তাঁরা। ইতিমধ্যে মালিকপক্ষের তরফে প্রায় ৯০০ অস্থায়ী শ্রমিককে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁদের অনেকেই ভিনরাজ্যে কাজের খোঁজে পাড়ি দিয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। বাকি শ্রমিকদের সপ্তাহে চারদিন মাত্র কাজ দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। যদিও সময়মতো মজুরি হাতে না পাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন একাংশ শ্রমিক।

বাগানের সাব-স্টাফ তথা শ্রমিক নেতা সমশের আলির কথায়, 'কয়েক মাস বৃষ্টি না হওয়ায় সমস্যা বেড়েছে। তাছাড়া ম্যানেজমেন্টের উদাসীনতায় সঠিকভাবে বাগান পরিচর্যা হয়নি। যার ফলে প্রায় ৫০ একর চা বাগান নষ্ট হতে বসেছে। এর প্রভাব পড়েছে শ্রমিক-কর্মচারীদের ওপর।' নৌশাদ আলি, মুক্তরুল হুসেনদের মতো শ্রমিকরা জানালেন, মজুরি না পাওয়া সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আক্ষেপের কথা। বাগান ম্যানেজার অবশ্য বলছেন, 'সিজন অনুযায়ী অস্থায়ী শ্রমিকদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। নিয়ম মেনেই সমস্ত কাজ চলছে।'

বৈঠকে মিলল সমাধানসূত্র

পারিশ্রমিক বৃদ্ধি বটলিফ কারখানায়

চোপড়া, ১৪ মে : বটলিফ কারখানায় শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সমস্যা চলছিল গত দেড় বছর ধরে। এই সময়পর্বে দফায় দফায় আন্দোলন, গেট মিটিং করেছে শ্রমিক সংগঠন। এরপর মঙ্গলবার বৈঠকে বসার আশ্বাস দেয় মালিকপক্ষ। অবশেষে সেই বৈঠকে মিলল সমাধানসূত্র। ইসলামপুর জয়েন্ট লেবার কমিশনারের উদ্যোগে এদিন ত্রিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ইসলামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিবেকানন্দ হলঘরে। আগামী তিন বছরের জন্যে শ্রমিকদের মজুরি বাড়ল ৫৪ টাকা।

দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলার বটলিক কারখানাগুলির মজুরি চুক্তি গত বছর সম্পন্ন হলেও সমস্যা হয়েছিল উত্তর দিনাজপুরের কারখানাগুলিতে। অবশেষে সেই

সমস্যার সমাধান হওয়ায় খুশি শ্রমিক সংগঠনের নেতারা। সংগঠনের নেতারা জানাচ্ছেন, মালিকপক্ষের সংগঠনে এব্যাপারে বেশ কয়েকবার লিখিত জানিয়েও কোনওরকম সাড়াশব্দ মেলেনি। অবশেষে প্রশাসনিক তৎপরতায় সমাধানসূত্র বেরিয়েছে। পরের বৈঠকে ১৮ মাসের এরিয়ার নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানান তাঁরা।

এতদিন মজুরি চুক্তি না হওয়ায় শ্রমিকদের ২৫৬ টাকা হাজিরায় কাজ করতে হচ্ছিল। চলতি বছর ১ জুন থেকে ৩১ মে ২০২৫ পর্যন্ত মজুরি থাকবে ২৭৮ টাকা। ১ জুন ২০২৫ থেকে ৩১ মে ২০২৬ পর্যন্ত ২৯৫ টাকা এবং ১ জুন ২০২৬ থেকে ৩১ মে ২০২৭ থেকে ৩১০ টাকা মজুরি পাবেন শ্রমিকরা। পাশাপাশি স্টাফদের ১৫০০ ও সাব-স্টাফদের ১৩০০ টাকা করে বাড়ানো হয়েছে। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুর জয়েন্ট লেবার কমিশনার দীপনারায়ণ ভান্ডারী, টিপার সেক্রেটারি মলয় মিত্র, জেলার বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের নেতা এবং মালিকপক্ষ।

টোটো চুরিতে গ্রেপ্তার আরও ১

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ মে : লিউসিপাকড়ি থেকে টোটো চুরির ঘটনায় মোকসেদুলের পর এবার গ্রেপ্তার তার আরেক সাগরেদ মহম্মদ কাশেদ। মঙ্গলবার তাকে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের নয়াহাট থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই এলাকারই বাসিন্দা সে।

২৮ এপ্রিল লিউসিপাকড়ি থেকে আবদুল সামাদ নামে এক ব্যক্তির টোটো চুরি যায়। তিনি চোরদের ধাওয়া করে বিধাননগরে টোটো আটক করেন। তিনজন মিলে সেই টোটো চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল। নৌকাঘাটের বাসিন্দা মোকসেদুল আলম ধরা পড়ে যায়। সেদিন টোটো সমেত চোরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর ২৯ তারিখ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে মোকসেদুলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অপরদিকে, টোটো মালিকের কাগজ দেখে গাড়িটি ছেড়ে দেওয়া হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কাশেদ এবং আরেকজনের নাম উঠে আসে চুরিতে জড়িত থাকার অভিযোগে এদিন কাশেদকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

আইএএস হতে চায় তানিশা

বাগডোগরা, ১৪ মে : গৃহশিক্ষক ছাড়া শুধু নিজের চেষ্টায় সিবিএসই বোর্ডের দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৬ শতাংশ নম্বর পেল বাগডোগরার তানিশা ঘোষ। ব্যাংডুবির আর্মি পাবলিক স্কুলের ছাত্রী সে। তানিশা ইংরেজিতে ৯৭, ইতিহাসে ৯৮, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৯৪, ভূগোলে ৯৬ ও অর্থনীতিতে ৯৫ নম্বর পেয়েছে।

এই কৃতী ছাত্রীর বাড়ি বাগডোগরার অশোকনগরে। তানিশা জানাল, সে দিল্লির কোনও কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে ভর্তি হতে চায়। তার কথায়, 'আমার ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন আইএএস হওয়ার। সেজন্য ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন (ইউপিএসসি)-এর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রস্তুতি নেব। সেই স্বপ্নপূরণে চেষ্টা করব।'

বাজারে মাহিন্দ্রার নয়া গাড়ি

বাগডোগরা, ১৪ মে : বাজারে এল মাহিন্দ্রার নতুন গাড়ি। মঙ্গলবার মাটিগাড়ায় খোকন মোটর্সের মাহিন্দ্রার শোরুমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির নতুন গাড়ি 'এক্সইউভি-৩এক্সও' আনা হয়েছে। এদিন প্রদীপ জ্বালিয়ে কেক কেটে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রাহক ও ফাইন্যান্সারদের সামনে গাড়ির আবরণ উন্মোচন করা হয়।

সংস্থার জিএম অর্চনা ডাইস বলেন, 'এই গাড়িতে ম্যানুয়াল এবং অটো গিয়ার দুইই রয়েছে। পাশাপাশি সুরক্ষার জন্য ছয়টি এয়ারব্যাগ, চার চাকায় ডিস্ক ব্রেক, ৩৬০ ডিগ্রি ভিউ ক্যামেরা সহ অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা রয়েছে। আটটি আকর্ষণীয় রংয়ে গাড়িটি পাওয়া যাবে।' গাড়িটির দাম ৭ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা থেকে সাড়ে ১৫ লক্ষ টাকার মধ্যে।

বিজ্ঞানকেন্দ্রে অ্যাস্ট্রোনাইট

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : জ্যোর্তিবিদ্যা নিয়ে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে পড়ুয়াদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করতে গত এক বছর ধরে 'অ্যাস্ট্রোনাইট'-র উদ্যোগ নিয়েছিল উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র। মাঝে আকাশ পরিষ্কার না থাকায় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয় এই কর্মসূচি। আকাশ পরিষ্কার হতেই গত ১২ মে পুনরায় শুরু হল গ্রহনক্ষত্র দেখানোর এই উদ্যোগ। শুধু বিজ্ঞানকেন্দ্রেই নয়, এর আগে শহরের বিভিন্ন এলাকায় আগ্রহীদের নিয়ে এই আয়োজন করা হয়েছে। এই মুহূর্তে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে জানতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা বিজ্ঞানকেন্দ্রে গেলেই অ্যাস্ট্রোনাইটের আনন্দ নিতে পারবেন।

নিকাশিনালা পরিষ্কারের উদ্যোগ ইসলামপুরে

ইসলামপুর, ১৪ মে : সামনেই বর্ষাকাল। তার আগে ইসলামপুর শহরের নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করতে উদ্যোগী হয়েছে পুরসভা। নালাগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার না করার ফলে শহরে মশার উপদ্রব বেড়েছে। বৃষ্টির জল পড়ে ভরাট হয়ে নালার আবর্জনা শহরের রাস্তায় ভেসে বেড়ানোর দৃশ্য দেখেননি এমন মানুষের সংখ্যা খুব কম। তবে এবারে বর্ষা আসার আগে নালাগুলি পরিষ্কার করতে পুরসভা যে তৎপরতা দেখাচ্ছে, তাতে খুশি সকলেই।

গত মাসে শহরের কেএমসি মোড় থেকে শুরু হয়েছিল নিকাশিনালা পরিষ্কারের কাজ। কিছু জায়গায় নালার উপর বাড়ি এবং দোকান থাকায় সেখানে পরিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। রবিবার ইসলামপুর শহরে নিউটাউন রোডের পাশের নালাটি আর্থমুভার দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। শেষ কবে এই নালাটি পরিষ্কার করা হয়েছিল, তা মনে নেই বাসিন্দাদের। তবে এখন পরিষ্কার করার ফলে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রণজিৎ মজুমদার বলেন, 'ওই নালার পাশেই আমার কাপড়ের দোকান। নালাটি দীর্ঘদিন আবর্জনায় ভরে ছিল। এর ফলে দুর্গন্ধ এবং মশার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম।' তবে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি তিনিও।

ইসলামপুর পুরসভার স্যানিটারি ইনস্পেকটর বাবলু নাথ বলেন, 'বর্ষার আগে আমরা শহরের সমস্ত নিকাশিনালা পরিষ্কারের উদ্যোগ নিয়েছি। কাজ অনেকটাই এগিয়েছে। তবে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হতে আরও কয়েকদিন সময় লাগবে।'

DELHI PUBLIC SCHOOL, FULBARI

AISSE-2024 (CBSE CLASS 10) TOPPERS

1st Rank Holder IN SCHOOL — 99 in (086 SCIENCE) — 96.4% — PUJYAM RAJ

2nd Rank Holder IN SCHOOL — 99 in (087 SOCIAL SCIENCE) — 95% — SUBHAJIT BOSE

3rd Rank Holder IN SCHOOL — 94% — UTKARSH BAHUKHANDI

ARMAAN HOSSAIN 93.2%
SKSHAM JHA 92.4%
KASHTI SINGHANIA 89%
NAVANIL DEY 89%
ISHMEET MANDAL 88.6%
SHREYA ROY 88.4%
HARSHIT SONI 87.4%
NITSA AZAM 87.4%
SAIOM CHATTERJEE 86.8%
UDITYA SARKAR 86.8%
NIKITA DAS 86.6%
AVISHI 84.6%
RISHAB MANDAL 84.4%
SATEJ KUMAR SEN 84.4
DISHA LAHIRI 83.8%
SNEHA BONIK 83.2%
KUSHI JINDAL 82.2%
HRISHIT PRASAD 80.2%

Congratulations

dpsfulbarisiliguri.com 9734725745 8695609514

সম্পাদকীয়

বুধবার, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১, ১৫ মে ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৪ বর্ষ ■ ৩৫৫ সংখ্যা

খাদ্য বিতর্ক

খাবার নিয়ে অহেতুক, অপ্রয়োজনীয় মনোভাব বা চর্চা এখন চলছে দেশে। খাদ্যাভ্যাস নিয়ে বিধিনিষেধ ও বিরোধিতা তৈরির মানসিকতা রাজনৈতিক পরিসরে উঠে আসছে। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, লজ্জাজনক ও অপ্রাসঙ্গিক আর কিছু হতে পারে না। দেশের সব মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খাবারের সংস্থান করতে পারেন না। ফলে রাজনৈতিক নেতাদের স্লোগান হতে পারত, কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না।

সেই বৈষম্য দূরীকরণের কথা কারও মুখে শোনা যায় না। না শাসকদলের, না বিরোধীদের। দল নির্বিশেষে প্রায় সবাই নিজেদের এই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে জড়িয়ে ফেলছে। এমনকি নির্বাচনি প্রচারেও জায়গা দখল করে নিচ্ছে খাদ্যাভ্যাস। দেশের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের প্রচারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমিষ ভক্ষণকে মোগল মানসিকতা বলে প্রচারের সুর বেঁধে দিয়েছেন। বিরোধীদের তাসে এই বিষয়টিও উঠে আসছে বিজেপি বিরোধিতার লক্ষ্যে।

মুশকিল হল, সেই কাজ করতে গিয়ে সীমারেখা অনেক সময় বিস্মৃত হয় বিরোধীরা। যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য সম্প্রতি স্ববিরোধিতায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু নয়। এতদিন তৃণমূল নেত্রী যথার্থ বলতেন, কে কী খাবেন, কে কী পরবেন, তার ওপর খবরদারি করা অন্যায়। বৈচিত্র্যের দেশ ভারতবর্ষ, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সংবিধান স্বীকৃত। সেখানে নানা ভাষা, নানা পরিধানের মতো নানা খাদ্য থাকাটাই কাম্য।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে যে মন্তব্য করেছেন, সেটা তাঁর আগের অবস্থানের ঘোর বিরোধী। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে মাছ খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। নিজে রেঁধে মাছ খাওয়াবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। ধর্ম যার যার মতো, খাদ্যও যার যার নিজস্ব বলে তিনি এতদিন যা বলতেন, তার তাল কেটে গিয়েছে এই আহ্বানে। নরেন্দ্র মোদি তাঁর জনগোষ্ঠীগত খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী পুরোপুরি নিরামিষাশী। সেখানে মাছ খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করার অর্থ তাঁর সংস্কৃতিকে অপমান।

'মোদিবাবু খেয়ে দেখুন না' বলে যে মন্তব্য তিনি করেছেন, তা প্রধানমন্ত্রী যে সম্প্রদায়ের মানুষ, সেই সম্প্রদায়ের খাদ্যাভ্যাসকে মর্যাদা না দেওয়ার প্রতিফলন। নরেন্দ্র মোদির 'মোগল মানসিকতা'র মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য সমানভাবে পরিত্যাজ্য। বাঙালি হিসেবে তৃণমূল নেত্রীর মাছে-ভাতে আসক্তি থাকা খুব স্বাভাবিক। তাই বলে তিনি সংস্কৃতিগতভাবে নিরামিষাশী কাউকে মাছ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে পারেন না। এতে যাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে তাঁর জনগোষ্ঠীকে অসম্মান করা হয়।

দেশের নানা প্রান্তে নির্দিষ্ট কোনও খাবারের বিরোধিতা বা নিষিদ্ধ করার যে প্রবণতা দেখা যায়, তা প্রতিবাদযোগ্যও বটে। নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট খাদ্যাভ্যাস বন্ধে জবরদস্তি, এমনকি খুনোখুনির ঘটনা অত্যন্ত ঘৃণ্য। কড়া ভাষায় এই সবের বিরোধিতা করা উচিত। এমনকি প্রতিহত করাও অন্যায় নয়। যদিও প্রতিহত করার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ কোনও পদ্ধতি হতে পারে না।

আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক। পরস্পরের ভাষা, সংস্কৃতি, পোশাকের মতো খাদ্যকে সম্মান করা যে কোনও সহ নাগরিকের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। নিজের সংস্কৃতির খাদ্যাভ্যাস যদি কেউ ভাঙেন, সেটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার। সেখানে যেমন হস্তক্ষেপ করতে পারে না রাষ্ট্র বা রাজনীতি, তেমনই কারও খাদ্যাভ্যাসের ওপর আক্রমণ বরদাস্ত করা উচিত নয়।

যদিও এই আলোচনা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। বরং দেশের সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চর্চা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও যথার্থ হত। আর্থিক অসাম্যের কাঁটায় বিদ্ধ ভারতে সাধ্য না থাকায় সকলের পেটে পুষ্টিকর খাবার যায় না। এই বৈষম্য দূরীকরণে পদক্ষেপ বা আলোচনা এখন অনেক বেশি কাম্য।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন জীবিকা ও সংরচনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে কোথায়? চলেছে পরমলক্ষ্যের পানে, বিশ্বের চক্রনাভি, নাভিকেন্দ্র তথা পরমপুরুষের দিকে। তাই তারা এগিয়ে চলেছে ইলেক্ট্রনিক অপূর্ণতা থেকে নিউক্লিয়ার পূর্ণতার দিকে। কেউ এই গতিধারায় বাইরে থাকতে পারে না। সেইজন্যে এর নাম প্রগতি। জেনে বা না জেনে সবাই এগিয়ে চলেছে সেই চক্রকেন্দ্রের দিকে। আর চক্রকেন্দ্রে কে রয়েছেন? – না, পরমপুরুষ। তাঁকে ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না, তোমার তাঁর ওপর রাগ-অভিমান হতে পারে কিন্তু তুমি তাঁকে ছাড়া থাকতে পারো না। কারণ তিনি ছাড়া তোমার আপন আর কে রয়েছে। পরমপুরুষ তোমার কাছে তোমার নিজের চেয়েও বেশি প্রিয়।

– শ্রীশ্রীআনন্দমূর্ত্তি

আলোচিত

মমতাদিদি, এই তো শুরু। চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, র‍্যাশন দুর্নীতি, পুরসভায় নিয়োগে দুর্নীতি, গোরু পাচার, কয়লা পাচার, টাকার বদলে প্রশ্ন করা কাউকে ছাড়া হবে না। আপনারা কেউ জীবনে ৫০ কোটি টাকা দেখেছেন? এদের মন্ত্রীর কাছ থেকে ৫০ কোটি বেরোয়। -অমিত শা

ভাইরাল

'ডিজেল পরোটা'! চণ্ডীগড়ের এক শেফ পরোটা বেলে গরম চাটুতে ছাড়েন। তারপর ডিজেল ঢেলে সেই পরোটা এপিঠ-ওপিঠ করে ভেজে নেন। একবার খেলে বারবার আসতে হবে, এতে নাকি কচুরির স্বাদ পাওয়া যায়, দাবি তাঁর। ভিডিও দেখে সমালোচনার ঝড় নেটদুনিয়ায়।

আজ

১৮১৭

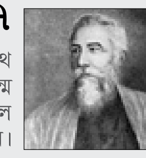

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ সালে আজকের দিনে।

১৯০৭

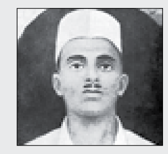

১৯০৭ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিপ্লবী সুখদেব থাপার।

সোজা-সাপটা

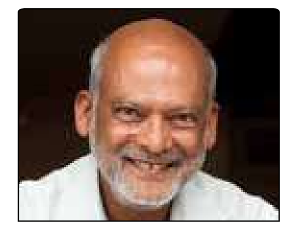

ছোটবেলায় আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বাবাকে প্রায় ডাকতেই হত না। আর অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় তাঁকে 'বাবা' হিসেবেই উল্লেখ করতাম। কাজেই আমার গোপন কথাটি ভালোভাবে গোপনই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য বছর দশেক বয়সে একটা ঘটনা ঘটেই গেল। ঘটনাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে।

বাবার পরিচয়ে কিছু করিনি, বাবাও প্রশ্রয় দেননি

কুণাল সেন

বাবার সবচেয়ে বড় সমালোচক যদি বলতে হয়, তাহলে সেই শিরোপা আমার প্রাপ্য। আমার তখন খুব অল্প বয়স। সেই ছোট্ট বয়স থেকেই বাবা তাঁর ছবির চিত্রনাট্য মা আর আমাকে রোজ শোনাতেন। একেবারে স্ক্রিপ্ট পড়েই শোনাতেন। আমার কাজ ছিল খুঁত বের করা, যাকে বলে ছিদ্রান্বেষী। এই নিয়ে মতের অমিল হত দুজনের মধ্যে, কিন্তু তাও ছিল খুব বন্ধুত্বপূর্ণ। জীবনের প্রতিটা ধাপে আমরা একে-অপরকে চ্যালেঞ্জ করেছি। যেমনটা অনেক সময় হয় বন্ধুদের মধ্যে। বাবার সঙ্গে আমার অসমবয়সি বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। সেই বন্ধুত্বে বাবার প্রতি ছেলের নিয়মমাফিক আনুগত্য দেখানোর কোনও বিষয় ছিল না। বাবাকে তো আমি 'বন্ধু' নামেই ডাকতাম। এটা এখন অনেকে জানে। এই বিষয়ে লিখেওছি আমার স্মৃতিকথামূলক বই 'বন্ধু-মাই ফাদার, মাই ফ্রেন্ড'।

আসলে, বাবাকে যে কখন 'বন্ধু' নামে ডাকতে শুরু করেছি সে কথা আজ আর মনে নেই। সত্যি বলতে, বাবাকে 'বন্ধু' নামে ডাকাটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। বাংলায় 'বন্ধু' বলতে 'ইয়ার' বা 'দোস্ত'কেই সাধারণত বোঝানো হয়। 'বন্ধু' ডাকার একটা কারণ হতে পারে যে, আমার সঙ্গে খেলতে খেলতে তিনি একবার বোধকরি বলেছিলেন, 'আমরা দুজনে বন্ধু'। সেই শব্দটি আমার মনকে আকৃষ্ট করে। কার্যকারণ যাই হোক না কেন, বাবাকে আমি কেবল 'বন্ধু' নামেই ডাকতাম।

ছোটবেলায় এতে অবশ্য তেমন সমস্যা দেখা দেয়নি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে ওই নামে ডাকা নিয়ে মাঝে মাঝে একটু অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বলা ভালো, আত্ম-সচেতন হতে থাকি। কিন্তু তারপরও কেন বাবার মতো সর্বজনগ্রাহ্য নামে তাঁকে ডাকা শুরু করিনি সেই কারণটা আমার জানা নেই। তখন আমার আট বা নয় বছর বয়স। কলকাতার সাউথ পয়েন্ট স্কুলে পড়ি। আর সকলের সঙ্গে স্কুলবাসেই যাতায়াত করতাম।

একদিন কোনও কারণে বাবা আমাকে স্কুলে আনতে গেলেন। ছুটির আগে স্কুল থেকে যাওয়ার জন্য অনুমতির প্রয়োজন। অনুমতি নেওয়ার জন্য স্কুলের নির্দিষ্ট দপ্তরে গেলাম। কেউ আমাকে নিতে এসেছে কি না জানতে চাওয়া হল। বললাম, 'হ্যাঁ'। তার ঠিক পরের প্রশ্ন, 'কে নিতে এসেছেন?' মুশকিলে পড়লাম। বাবাকে আমি 'বন্ধু' নামে ডাকি সে কথা বলতে পারছি না। অন্যদিকে 'বাবা' ডাকাটা আরও কষ্টকর। সাত-পাঁচ ভেবে শেষ পর্যন্ত বললাম, 'একজন লোক'। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। এতেই কাজ হল। দপ্তর থেকে আমাকে আগে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল।

সৌভাগ্যই বলতে হবে, ছোটবেলায় আমার বন্ধু-বান্ধবদের সামনে বাবাকে প্রায় ডাকতেই হত না। আর অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার সময় তাঁকে 'বাবা' হিসেবেই উল্লেখ করতাম। কাজেই আমার গোপন কথাটি ভালোভাবে গোপনই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য বছর দশেক বয়সে একটা ঘটনা ঘটেই গেল।

ঘটনাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। সরস্বতীপুজোর পরে-পরে বহু প্রতিমাকে বিসর্জনের জন্য সন্ধ্যায় নদীপাড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বিসর্জন দেখার জন্য বাবা আমাকে সহ আমাদের বন্ধুদের নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বললেন। সে সময় তাঁর একটি সিনেমার শুটিং চলছিল। প্রোডাকশন দলের জন্য একটি গাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল। তাতে আমাদের সবাই এঁটে যাব। সত্যি বলতে, এর আগে আমরা কেউ বিসর্জনের দৃশ্য দেখিনি। তাই সবাই বেশ কৌতূহলী ছিলাম। একে একে সবাই গাড়ির ভেতরে জানলার ধার ঘেঁষে বেঞ্চে বসে পড়লাম। যাত্রা শুরু হল।

আমরা কল্পনায় যা ভেবেছিলাম, বিসর্জনের আনন্দ তার চেয়েও ঢের বেশি বলে মনে হয়েছিল। যাকে বলে একেবারে রোমাঞ্চকর। আমাদের প্রত্যাশাকে অতিক্রম করে গেল সেদিনের ঘটনা। শয়ে-শয়ে সরস্বতীমূর্তিকে জলে ফেলা হচ্ছে। কাঠামোগুলো ভেসে চলেছে জলের টানে। বিসর্জন শেষ হল। বাবা, মেট্রো সিনেমার পাশে একটা সরু গলিতে আমাদের নিয়ে গেলেন। এক জায়গায় কুলফি বিক্রি হচ্ছিল। বাবা আমাদের সবাইকে কুলফি কিনে দিলেন। একজন আইসক্রিমগুলো আমাদের জন্য নিয়ে এলেন। দাম মেটানোর জন্য বাবা গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি না ফেরা পর্যন্ত গাড়ি থেকে কাউকে নামতে মানা করে গেলেন।

এর মধ্যে আমাদের এক বন্ধুর খুব জোর পিপাসা পেল। যেভাবেই হোক জলের দরকার। স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বটা আমার ঘাড়ে চাপল। এবারে আমি পড়লাম মুশকিলে। গাড়ি থেকে বাবা তখন বেশ খানিকটা দূরে। কুলফির দোকানের সামনে। গাড়ি থেকে নামতে মানা করে গেছেন। আমার কচি-কাঁচা মাথায় চিন্তার ঢেউ খেলতে লাগল। সম্বোধনের গোপন কথাটি গোপন রেখে কী করে বাবার নজর টানা যায় সেই চিন্তা করতে লাগলাম। শেষে 'মৃণালদা' বলে হাঁক ছাড়লাম। এভাবে আমাদের বাঙালিদের মধ্যে বড় ভাইদের ডাকা হয়, বাবাকে কোনও ভাবেই নয়। এই ডাক আমাদের বন্ধুদের কাছে কতটা অদ্ভুত শোনাতে পারে সে কথা একবারও মাথায় আসেনি।

তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভয় বা লজ্জা কেটে গেল। আলাদাভাবে বাবাকে লোকজনের সামনে 'বন্ধু' নামে ডাকতে ইতস্তত করতাম না। হাইস্কুলে পড়ার সময় প্রথম সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর সংসার' দেখি। চলচ্চিত্রটির শেষের দিকে অপু অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শেষপর্যন্ত তাঁর ছোট্ট ছেলে কাজলের সাক্ষাৎ হয়। ছেলেটি প্রশ্ন করে, 'তুমি কে?' দাড়ি-গোঁফওয়ালা অপু জবাব দেয়, 'তোমার বন্ধু'। কথাটি খুবই সুন্দরভাবে আমার বেলায় লাগসই হয়েছে।

একসময় কলেজে পা রাখলাম। স্বাভাবিকভাবে আমার বন্ধুমহলের পরিধি বাড়ল। আমার বন্ধু-বান্ধবরা

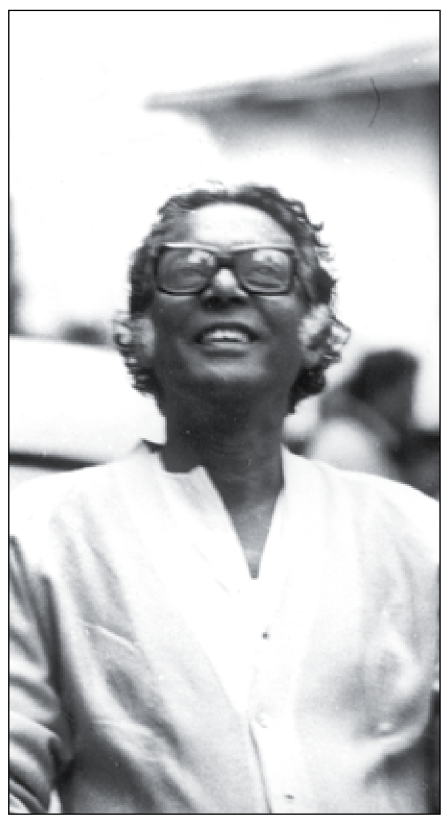

দিনের অনেকটা সময়ই আমাদের বাড়িতে কাটাত। বাবা তাদেরকে 'মৃণালদা' ডাকতে উৎসাহিত করতেন। কাকা বা জেঠু ডাকাটা মোটেও পছন্দ করতেন না। এভাবেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব এবং জগৎজুড়ে তাঁর পরিচিত মহল তাঁকে 'মৃণালদা' ডাকতে শুরু করেন। নিশা, আমার বান্ধবী, যাকে আমি পরে বিয়ে করি এবং বোন জাগৃতি সহ আমাদের কয়েকজন বান্ধবীও বাবাকে 'বন্ধু' নামেই ডাকত। আমরা স্কুলজীবনের বন্ধু, তাই বাবাকে কোনও বিশেষ নামে ডাকা নিশার জন্য কোনও দরকার ছিল না। এমনকি, আমাদের দাম্পত্য জীবন শুরুর পরও নিশা তার শ্বশুরমশাইকে 'বন্ধু' বলেই ডাকত।

বাবা যে কতটা সংবেদনশীল এবং সৎ মানুষ ছিলেন, তা বলে বোঝানো যাবে না। তবে সাংসারিক বিষয়ে বেশ উদাসীন ছিলেন। মা গীতা সেনই সংসারের হাল ধরে রেখেছিলেন। মাকে এই নিয়ে সেভাবে কখনও দোষারোপ করতে দেখিনি, শুনিনি। দুজনের মধ্যে আজীবন অসম্ভব ভালো বন্ধুত্ব ছিল। এমনও হয়েছে, মা উনুন জ্বালিয়ে হাঁড়িতে জল দিয়ে অপেক্ষা করছেন, বাবা চাল নিয়ে ফিরবেন। মিনিট যায়, ঘণ্টা যায় বাবার কোনও হদিস পাওয়া যায় না। শেষমেশ খোঁজ নিয়ে হয়তো জানা গেল, তিনি কাছের কোনও পার্কে বসে আড্ডা মারছেন।

আরেকটা ঘটনা বলি। একবার মাঠে খেলতে গিয়েছি। চোট-আঘাতে আমার থুতনি গেল ফেটে। আমার সহ খেলুড়েরা, বিশেষ করে যারা আমার থেকে বয়সে বড়, তারা আমাকে নিয়ে গেল পাড়ার এক ওষুধের দোকানে। নিয়ে গিয়ে স্টিচ করে আনল। আমার থুতনি ফেটে গিয়েছে দেখে মা তো বাড়িতে হুলস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে বসলেন। চোটের ধকলে আমার হালকা জ্বরও এসেছিল। বাবা ফিরে এসে সব শুনলেন। আমার বগলে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর মাপতে মাপতে শুরু করলেন তাঁর সম্প্রতি শেষ হওয়া ট্যুরের গল্প। মা তো হাঁ। রাগবেন, নাকি বকবেন!

বাবা নিজে সিনেমা তৈরি করতেন ঠিকই, কিন্তু তা নিয়ে সেভাবে কোনও আড়ম্বর পছন্দ ছিল না। খুব অল্প খরচে সিনেমা তৈরি করতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। কম বাজেটে সিনেমা তৈরির বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ হিসাবেও কখনো-কখনো নিয়েছিলেন। একেবারে ভিন্ন ধারার ছবি যে বানাতেন, সে তো আমরা জানি। বাংলা ছবির পাশাপাশি তৈরি করেছিলেন হিন্দি, তেলুগু, ওড়িয়া ভাষায় ছবি। ছবিতে গানের ব্যবহার যেটুকু না করলেই নয়, তা-ই করতেন। কলকাতার প্রতি ছিল তাঁর অমোঘ টান। সেই ভালোবাসার প্রতিচ্ছবি তাঁর ছবিতে ভীষণভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

আমাদের দুর্ভাগ্য, বাবা দূরদর্শনের জন্য প্রায় ডজনখানেক যেসব শর্ট ফিল্ম বানিয়েছিলেন, সে সবই হারিয়ে গিয়েছে। তবে ছোটপর্দার প্রতি তাঁর প্রথমদিকে একেবারেই ঝোঁক ছিল না। টেলিভিশনে ছবির মাঝে যে কমার্সিয়াল চলত, তা নিয়ে বাবার আপত্তি ছিল ভীষণ। তীব্র নিন্দা করতেন। এই কারণে প্রথমে তিনি দূরদর্শনের ছবি করতে রাজি হননি। পরে শর্ট ফিল্ম বানাতে শর্ত দিয়েছিলেন, ছবির প্রথমে এবং শেষে বিজ্ঞাপন দেখানো যাবে, মাঝে একেবারেই নয়। যাই হোক, সেইসব শর্ট ফিল্ম পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেও তা আর সম্ভব হয়নি।

সেবার বাবা-র 'কলকাতা ৭১' মুক্তি পেয়েছে কলকাতার এক সিনেমা হলে। বন্ধুরা সবাই মিলে দেখতে যাব বলে ঠিক করেছি। সকাল থেকে, বিশাল লম্বা লাইন হলের সামনে। ঠায় দাঁড়িয়ে সবাই। আমিও দাঁড়িয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। হঠাৎ আমায় দেখতে পেলেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। তিনি এসে আমাকে লাইন থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাইলেন। লাইনে ঘণ্টাকয়েক দাঁড়িয়ে থাকা বাকিদের দিকে তাকাতেই আমার তখন ভীষণ অস্বস্তি হতে শুরু করল। কারণ, আমি তো সিস্টেমের বাইরে নই! বাবার পরিচয় দিয়ে কিছু করতে আমি কখনোই চাইনি, বাবাও কোনওদিন প্রশ্রয় দেননি। এ আমার সৌভাগ্য।

সাক্ষাৎকার, অনুবাদ, সংকলন : সৈয়দ মূসা রেজা

জনমন জনমত

আশানুরূপ ফলাফল না করতে পারার যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশের নয়

এই ক'দিন আগে প্রকাশিত হল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের ফলাফল। আমিও এবছর একজন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলাম। ২ মে রেজাল্ট দেখার পর আমি মানসিকভাবে ভেঙে পড়ি। আমি ৯১ শতাংশ নম্বর পেলেও আশানুরূপ সাফল্য পাইনি। এই সময় আমার কিছু আত্মীয়স্বজন (বলাবাহুল্য যাঁরা মাধ্যমিকের এই এক বছরের দীর্ঘ প্রস্তুতিপর্বে কোনওদিন জিজ্ঞেস করার সময়ই পায়নি যে আমার পড়াশোনা কেমন চলছে) আমার রেজাল্ট শুনে আমাকে জিজ্ঞেস করে, আমি আমার নম্বরে সন্তুষ্ট কি না। আমি খুব স্বাভাবিকভাবেই ওদের আমার আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ার কথাটা বলি। তখন কেউ আমাকে মনোরোগী, কেউ বা কাউন্সেলিং করানোর কথা বলে। শুধু তাই না আমার মাকেও এই সব কথা শুনতে হয়। একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় আমার বন্ধু মহলকেও।

আশানুরূপ সাফল্য না পাওয়ার যন্ত্রণা আর সে যন্ত্রণা প্রকাশ করলে সভ্য সমাজে অপমানিত হতে হয়। প্রশ্ন হল, যারা এই সভ্য সমাজে নিজেদের শিক্ষিত বলে দাবি করে তারা আদৌ কতটা সভ্য আর শিক্ষিত?

সুমনা চক্রবর্তী
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী, জলপাইগুড়ি।

অভীক, তোমার ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তকে কুর্নিশ জানাই

ব্যতিক্রম শব্দটি কখন যে নেতিবাচক হয়ে গিয়েছে, তাই ব্যতিক্রমী বললেই এখন নেতিবাচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কৌতূহল হয়। ব্যতিক্রমী শব্দটি আমরা এখন ইতিবাচক হিসাবে দেখছি। 'পড়ায় মগ্ন অভীক' উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত প্রতিবেদন বলে দিচ্ছে, সে ব্যতিক্রমী। অভীক তুমি যে ব্যতিক্রম সিদ্ধান্ত নিয়েছ তাকে আমার মতো সকলেই শ্রদ্ধা জানাবে। তোমার চিন্তা-চেতনা-বিবেক-বুদ্ধি মেধাকে প্রণাম জানাতেই হয়। তুমি যে সব অর্থেই ব্যতিক্রমী।

তোমাকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারবাসী যেমন গর্বিত, তেমনই আমার মতো সকলের বিশ্বাস যে, তুমি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হবে।

প্রতি বছর বেশ কিছু ছেলেমেয়ে পরীক্ষায় প্রথম হয়ে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আবার কিছু মেধা রাস্তায় বসে আর্তনাদ করছে। প্রথম হওয়া কত ছাত্রছাত্রীকে মনে রেখেছি

আমরা? মনে থাকে না বা রাখি না কারণ, সুখী সংসারী হয়ে বেশিরভাগ মেধা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছে যে। অভীক তুমি কিন্তু ব্যতিক্রমী। তোমার চলার পথটা বলে দেয় যে তুমি আলাদা। যে পথে অর্থের ঝনঝনানি রয়েছে সে পথে না হেঁটে অনন্য এক রহস্য উন্মোচন করার পথে চলতে শুরু করেছ।

ইতিপূর্বে প্রথম হওয়া সকলের মতো বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই। ঈশ্বর তোমাকে অনন্য মেধা দিয়ে পাঠিয়েছে, যা দিয়ে তুমি গবেষণাগারে একের পর এক রহস্য উন্মোচন করে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হবে। কর্মের মধ্যেই মানুষ বেঁচে থাকে। টাকাপয়সা, ধনদৌলত কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তুমি সেই পথে চলে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হবে। সে মেধা দিয়ে ঈশ্বর তোমাকে পাঠিয়েছেন।

রঞ্জন সাহা, আলিপুরদুয়ার।

পাইপলাইন আছে, কিন্তু জল পাই না

ঝাড় আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫/৬২ এবং ১৫/৬৩ অংশের বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের পাইপলাইন পৌঁছালেও তা পুরোপুরি অকেজো। জল সংগ্রহে এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার।

ঘটনার সূত্রপাত গত কয়েক মাস আগে। ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া জাতীয় সড়কের সম্প্রসারণের ফলে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইনটি কাটা পড়ে যায়। ফলে এই দুরবস্থা। জাতীয় সড়কটির কাজ সম্পূর্ণ হলেও জলের পাইপলাইনটি নিয়ে কারও মাথাব্যথা এবং কর্তৃপক্ষের ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন অবস্থায় গ্রামবাসীরা নিরুপায়। বাধ্য হয়ে ডাউকিমারি বাজারে থাকা সৌরবিদ্যুৎ চালিত জলের রিজার্ভার থেকে জল সংগ্রহ করতে হয়। এ ব্যাপারে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

অবহেলিত মনীষীরা

নেতাজির জন্মদিন হোক বা রবীন্দ্রনাথের- যে কোনও মনীষীর জন্মদিন এলেই মনে পড়ে তাঁদের অবহেলার কাহিনী। আমার শহর গঙ্গারামপুরও তা থেকে বাদ নেই। শহরে রবীন্দ্র ভবন আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মূর্তি নেই। নজরুলের আবক্ষমূর্তি থাকলেও মাথায় ছাতা নেই। পাখির বিষ্ঠায় মাখামাখি কবির শরীর। পুর ভবন সহ অধিকাংশ অফিসে নেই মনীষীদের মূর্তি।

জন্মদিন এলেই কিছু সাংস্কৃতিক প্রিয় মানুষের মুখে আক্ষেপের সুর শোনা যায়। কে শোনে কার কথা। যাদের হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁরা যতক্ষণ না ভাববেন মনীষীদের যোগ্য সম্মান দিতে কিছু করা দরকার, ততক্ষণ কিছুই হওয়ার নয়। আমি আপনি যতই আক্ষেপ করি না কেন, আক্ষেপই রয়ে যাবে।

আক্ষেপের পাশাপাশি প্রশাসনকে বাধ্য করতে গণউদ্যোগ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৩৪

পাশাপাশি : ২। রজোগুণ প্রধান, আড়ম্বরপূর্ণ ৫। উইপোকা, মৌমাছি ৬। শ্রী রামচন্দ্রের জন্মতিথি ৮। প্রদীপ, বাতি ৯। এক কুঁচের সমান ওজন, কন্দর্প-পত্নী ১১। শিব ১৩। বড় ও গভীর পুকুর, দিঘি ১৪। ক্রমাগত হাঁক, ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের খ্যাতি।

উপর-নীচ : ১। বিরাট দেহবিশিষ্ট, প্রকাণ্ডকায় ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি ৩। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ৪। নবম-এর স্ত্রীলিঙ্গ, তিথিবিশেষ ৬। সুন্দরী নারী, সংগীতনিপুণা নারী, প্রিয়া, রাম ৭। নব্বই সংখ্যা ৮। তির, শর, বাণ ৯। জগন্নাথদেবের যান ১০। ক্রোধাদি লক্ষণপ্রকাশক, গদ্‌গদ, বিহ্বল ১১। শ্রীরামচন্দ্রের হাতে নিহত রাক্ষসীবিশেষ ১২। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী ১৩। পর্যন্ত, অবধি।

সমাধান ■ ৩৮৩৩

পাশাপাশি : ১। কনকন ৩। সুতল ৫। জলদগম্ভীর ৬। সজন ৭। তালিকা ৯। জলপাইগুড়ি ১২। কাঞ্চন ১৩। কলিচুন।

উপর-নীচ : ১। কদভ্যাস ২। কপিল ৩। সুযোগ ৪। লহর ৫। জন ৭। তাড়ি ৮। কাত্যায়ন ৯। জলৌকা ১০। পাঠান ১১। গুবাক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor : Sabyasachi Talukdar. Owned by Manjusree Talukdar and published on her behalf by Pralaykanti Chakraborty from Suhas Chandra Talukdar Sarani, Subhaspalli, Siliguri-734001 and printed at Baribhasa, Jaleswari-735135. Registration No. RN/35012/80 and Postal Reg. No. WB/NBSR/D-03/2003-08, E. Mail : uttarbanga@hotmail.com Website : http://www.uttarbangasambad.in

Volume No. 44 Issue No. 355

বারাণসীতে নাড়ির টানের ‘বোধ’ নমোর

বারাণসী, ১৪ মে: কার্যত ওয়ান ম্যান শো দেখল বারাণসী তথা গোটা ভারত। মঙ্গলবার বারাণসী আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই উপলক্ষ্যে শুধু এনডিএ’র শক্তি প্রদর্শনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলেন না নিজেকে। বরং তিনি যে গত ১০ বছরে কাশীরের সঙ্গে নাড়ির টানে জড়িয়ে গিয়েছেন সেই কথাও ঠারেঠোরে জানিয়ে রাখলেন মোদি। এদিন মনোনয়ন পেশের আগে একটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমাকে মা গঙ্গা দত্তক নিয়েছেন। কাশীর বাসিন্দারা গত ১০ বছর ধরে যে ভালোবাসা আমাকে দিয়েছেন তাতে আমি পুরোপুরি বারাণসীর বাসিন্দা হয়ে গিয়েছি।’ কাশীর প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা আরও একবার শুনিয়ে দেন মোদি। তিনি বলেন, ‘আমি গণতন্ত্রে মানুষের আশীর্বাদ চেয়েই যাব।’ বারাণসীতে সোমবার একটি রোড শো করেছিলেন নমো। সেখানেও রাস্তার দু’পাশে ভিড় উপচে পরেছিল।

২০১৪ সালে প্রথমবার গুজরাট থেকে বারাণসীতে বিজেপির প্রার্থী হয়েছিলেন মোদি। সেই কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ‘মা গঙ্গা আমাকে ডেকেছিলেন। আমি যে কাজই করি না কেন সেটা ঈশ্বরের সাধনা বলেই মনে করি। মানুষের ভালোবাসা দেখে আমার মনে হচ্ছে দায়িত্ব প্রতিদিন যেন বেড়েই চলেছে।’ বারাণসীতে ভোট হবে একেবারে শেষ দফায় অর্থাৎ ১ জুন।

নমস্তে... মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদি। পাশে যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার বারাণসীতে।

মনোনয়নপত্র পেশে সঙ্গী হেভিওয়েটরা

এদিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগে দশাশ্বমেধ ঘাট এবং কালভৈরব মন্দিরে পুজো দেন মোদি। হ্যাটট্রিক করার ব্যাপারেও তিনি একপ্রকার নিশ্চিত বলে জানিয়ে দিয়েছেন। সকাল ১১টা ৪০ মিনিটে বারাণসীর জেলাশাসকের দপ্তরে এদিন প্রধানমন্ত্রীর মনোনয়নের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং বিশিষ্ট সাধু গণেশ্বর দত্ত শাস্ত্রী। মোদির থেকে জেলাশাসক রাজালিঙ্গম মনোনয়নপত্র গ্রহণ করার সময় বাইরে অপেক্ষমান বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা জয় শ্রীরাম স্লোগান দেন। মোদির বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া তথা কংগ্রেস জোটের প্রার্থী হয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাই। নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চেয়েছিলেন বিশিষ্ট কৌতুকশিল্পী শ্যাম রঙ্গিলা। কিন্তু তাঁর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হয়নি। ২০১৪ সালে মোদি প্রথমবার বারাণসীতে পেয়েছিলেন ৫৬.৩৭ শতাংশ ভোট। ২০১৯ সালে পেয়েছিলেন ৬৩.৬২ শতাংশ ভোট। এদিন মোদির সঙ্গে তাঁর মনোনয়ন দাখিল পর্বে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা, চিরাগ পাসোয়ান, জনসেনা পার্টির পবন কল্যাণ, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে প্রমুখ। মোদির দাবি, কংগ্রেস এবার উত্তরপ্রদেশে একটিও আসন পাবে না। দেশে ওদের আসন সংখ্যা ৪০ থেকেও কম হবে। এদিকে গঙ্গাপুজো করা নিয়ে এদিন মোদিকে বিঁধেছেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। নদী দূষণরোধের ২০ হাজার কোটি টাকা জলে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। রমেশ বলেন, ‘গত ভোটে মোদি বারাণসীর যে গ্রামগুলি দত্তক নিয়েছিলেন সেগুলির কী হল।’ বারাণসীর উন্নয়নের জন্য মোদি কিছুই করেননি বলে দাবি করেন তিনি।

> ‘মা গঙ্গা আমাকে ডেকেছিলেন। আমি যে কাজই করি না কেন সেটা ঈশ্বরের সাধনা বলেই মনে করি। মানুষের ভালোবাসা দেখে আমার মনে হচ্ছে দায়িত্ব প্রতিদিন যেন বেড়েই চলেছে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

হোয়াইট হাউসে বাজল ‘সারে জাহাঁ সে আচ্ছা’

ওয়াশিংটন, ১৪ মে : ভারতীয় সংস্কৃতিতে বুঁদ হোয়াইট হাউস। এখানে দ্বিতীয়বার বাজল ‘সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা।’ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে গান শক্তি জুগিয়েছে আপামর ভারতবাসীর।

সোমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভবনে শোনা গেল মহম্মদ ইকবালের লেখা ভারতীয় দেশাত্মবোধক গান। গত বছরের মতো এশিয়ান, আমেরিকান, নেটিভ হাওয়াইয়ান ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অধিবাসীদের জন্য উদযাপিত হল ‘ঐতিহ্যের মাস’। উপস্থিত ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। আমন্ত্রিত হয়েছিল হোয়াইট হাউসের মেরিন ব্যান্ড। তাঁদের বাদ্যযন্ত্রই সুর তুলল ইকবালের লেখা গান। ভারতীয় মার্কিনদের অনুরোধে দু’বার গানটি গাওয়া হয়েছে। আমন্ত্রিতরা শুধু ভারতীয় সংগীতেই মোহিত হননি, অনুষ্ঠানে ছিল ভারতীয় খাবারের ছড়াছড়ি। শিঙাড়া, ফুচকার সঙ্গে মিষ্টি।

ভারতীয় মার্কিন সম্প্রদায়ের নেতা অজয় জৈন ভুতোরিয়া জানিয়েছেন, হোয়াইট হাউসে ঢুকে তিনি অভিভূত। ভারতীয় মার্কিনদের রসনা যে মিটেছে তা বোঝা যায় ভুতোরিয়ার কথায়। হোয়াইট হাউসের কার্যনির্বাহী শেফ ক্রিস্টেটা কমেরফোর্ডের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। ক্রিস্টেটাকে ভুতোরিয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘রসনাদার এই সমস্ত খাবার কোথায় তৈরি হয়েছে? আপনি কি হোয়াইট হাউসেই ফুচকা বানিয়েছেন?’ ভুতোরিয়া জানিয়েছেন, ‘ক্রিস্টেটার উত্তর, সব হোয়াইট হাউসে।’

মাণ্ডিতে প্রচারে কঙ্গনা।

মনোনয়নপত্র জমা কঙ্গনার

সিমলা, ১৪ মে : রাজনীতিতে নবাগতা কঙ্গনা রানাওয়াত লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম প্রার্থী হলেন। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি আসনে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মঙ্গলবার মনোনয়নপত্র জমা দিলেন কঙ্গনা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মা ও বোন। তার আগে রোড শো করেন। কঙ্গনা জানিয়েছেন, মান্ডির মানুষের ভালোবাসাই তাঁকে তাঁর রাজ্যে ফিরিয়ে এনেছে। চলচ্চিত্রের মতো রাজনীতিতেও তিনি তাঁর ছাপ রাখতে চান। মেয়েরা এখন সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে। মান্ডির মেয়েরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেসের দেশবিরোধী মানসিকতা উদ্বেগের বিষয়।

গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি নভলখার

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : ঘরবন্দি দশা থেকে মুক্তি পেলেন সাংবাদিক তথা সমাজকর্মী গৌতম নভলখা। ভীমা-কোরেগাঁও মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে গৃহবন্দি ছিলেন তিনি। বম্বে হাইকোর্ট গৌতমকে আগেই জামিন দিয়েছিল। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ছিল, ‘ইউএপিএ আইনে বন্দি রাখার মতো তথ্যপ্রমাণ কিছুই গৌতমের বিরুদ্ধে দেখাতে পারেনি এনআইএ।’ তবে উচ্চ আদালতের সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করা হয়েছিল। মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, তারা আর গৌতমের জামিনে স্থগিতাদেশের মেয়াদ বাড়াবে না। এর অর্থ, জেল থেকে মুক্তির পর এবার গৃহবন্দিত্ব থেকেও মুক্তি পেলেন গৌতম।

জ্যোতিষী নাকি, কটাক্ষ প্রিয়াংকার

বারাণসী, ১৪ মে : উত্তরপ্রদেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কংগ্রেস। সম্প্রতি এমনটাই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সেই মন্তব্যের জবাব দিলেন কংগ্রেসনেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি। এক সাক্ষাৎকারে মোদিকে ‘জ্যোতিষী’ বলে কটাক্ষ করেন প্রিয়াংকা। তাঁর কথায়, ‘আমি জ্যোতিষী নই। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) যদি জ্যোতিষী হন তাহলে আমাকে জানান।’

আমেথি ও রায়বেরেলিতে এবার কংগ্রেসই জয়ী হবে বলে আশাবাদী প্রিয়াংকা জানান, ওই দুই কেন্দ্রের সঙ্গে গান্ধি পরিবারের সম্পর্ক রাজনীতির বাইরে। এক সাক্ষাৎকারে মোদি বলেছিলেন, ‘চলতি নির্বাচনে আমরা ৪০০-র বেশি আসন জয়ের লক্ষ্যে এগোচ্ছি। কংগ্রেস কোনও ছাপ ফেলতে পারবে না।... উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।’ তাঁর দাবি, রাজ্যের জনগণ আর ‘পরিবারবাদ’কে মেনে নিতে পারছেন না। তাঁরা একটি বিকল্প মডেলের খোঁজ পেয়েছেন যা তাঁদের জীবন বদলে দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর কটাক্ষের জবাব দিয়েছেন প্রিয়াংকা। তাঁর বক্তব্য, ‘মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন। বিজেপি যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে সেখানে তারা কী করছে সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আবার কংগ্রেসশাসিত রাজ্যে কী কাজ হয়েছে সেটাও সবার সামনে রয়েছে।’ সাধারণ মানুষকে প্রিয়াংকার আবেদন, ‘সব দিক বিবেচনা করে ভেবেচিন্তে ভোট দিন।’ গতবার আমেথিতে রাহুলকে পরাজিত করেছিলেন বিজেপির স্মৃতি ইরানি। সেই প্রসঙ্গে প্রিয়াংকা বলেন, ‘স্মৃতি ইরানি কেন এখানে এসেছিলেন? তাঁর একটাই অ্যাজেন্ডা ছিল, রাজনৈতিক লাভ। এখানকার সঙ্গে সত্যিকারের যোগাযোগ তৈরি করতে ওঁর ৪০ বছর সময় লাগবে।’

স্বাতীর নিগ্রহ মানল আপ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনে দলীয় সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালের নিগ্রহের অভিযোগ স্বীকার করে নিল আম আদমি পার্টি। একইসঙ্গে তারা জানিয়েছে, অভিযুক্ত বিভব কুমারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক ডেকে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, গোটা ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অবহিত করা হয়েছে। তিনি শীঘ্রই কঠোর ব্যবস্থা নেবেন।

তাঁর কথায়, ‘গতকাল মালিওয়াল কেজরিওয়ালের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ড্রয়িংরুমে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন, তখন বিভব কুমার তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। কেজরিওয়াল বিষয়টি দেখছেন এবং এই ঘটনায় কঠোরব্যবস্থা নেবেন।’

সোমবার নতুন বিতর্কে জড়ান আবগারি দুর্নীতি মামলায় সদ্য জামিন পাওয়া কেজরিওয়াল। ওইদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দিল্লি মহিলা কমিশনের প্রাক্তন প্রধান স্বাতী মালিওয়াল নিগ্রহের শিকার হন বলে অভিযোগ। স্বাতীকে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে কেজরিওয়ালের ব্যক্তিগত সহকারী বিভব কুমারের বিরুদ্ধে। ফোনে দিল্লি পুলিশকে মারধরের অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় থানাতেও স্বাতী গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। যদিও লিখিতভাবে কোনও অভিযোগ তিনি জানাননি পুলিশকে। এদিকে আম আদমি পার্টির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া না আসায় নিগ্রহের ঘটনা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়।

রাজ্য-তালিকা থেকে উপাচার্য নিয়োগের সুপ্রিম নির্দেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ মে : সুপ্রিম নির্দেশেই রাজ্যের পেশ করা তালিকা থেকেই অবিলম্বে উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত বিবাদে কড়া অবস্থান গ্রহণ করল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী শুক্রবারের মধ্যে রাজ্যের ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করতেই হবে রাজ্য সরকারের পেশ করা তালিকা থেকে, মঙ্গলবার আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে এমনই নির্দেশ দিয়েছেন দেশের শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন। এই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরে সুপ্রিম কোর্টে জমা দিতে হবে ‘কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট’, মঙ্গলবার সাফ জানিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। পরবর্তী শুনানি হবে শুক্রবার।

উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার এবং রাজ্যপাল মতপার্থক্যের জল পৌঁছে যায় দেশের শীর্ষ আদালতে। রাজ্য সরকারের তৈরি প্যানেল না মেনে রাজ্যপাল তথা আচার্য একতরফাভাবে উপাচার্য নিয়োগ করছেন, এই অভিযোগ নিয়ে ফের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয় রাজ্য সরকার। মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের তরফে দেশের শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী জয়দীপ গুপ্ত দাবি করেন, বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করুক শীর্ষ আদালত। অন্যদিকে আচার্যের তরফে আইনজীবী জয়দীপ মজুমদার দাবি জানান, মামলাটির শুনানি পিছিয়ে দেওয়া হোক জুলাই পর্যন্ত। এই আর্জির তীব্র বিরোধিতা করেন রাজ্য সরকারের আইনজীবী। তাঁর অভিযোগ, সম্প্রতি রাজ্যপাল চারজন উপাচার্য নিয়োগ করলেও তাঁদের নিয়োগ সম্পর্কে রাজ্য সরকারকে কিছুই জানাননি। এই নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যরা পরবর্তীকালে বেতন পাবেন কী করে, প্রশ্ন তোলেন তিনি। এর পরেই ক্ষুব্ধ শীর্ষ আদালত জানায়, অবিলম্বে এই চারজন উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে রাজ্য সরকারকে সব তথ্য দেবে আচার্যের অফিস।

‘কোর্টের রায় নিয়ে প্রলাপ বকবেন না’

আইএমএ সভাপতিকে সুপ্রিম ভর্ৎসনা

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : আরামকেদারায় বসে পা নাচিয়ে আদালতের রায় নিয়ে হাসি-মশকরা করবেন, তা হবে না। মঙ্গলবার প্রায় এই ভাষাতেই ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আরভি অশোকানকে তিরস্কার করল সুপ্রিম কোর্ট।

একইসঙ্গে এদিন রামদেব এবং পতঞ্জলি আয়ুর্বেদের কর্ণধার বালকৃষ্ণের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার আর্জি আদালত স্থগিত রেখেছে। বিভ্রান্তিমূলক বিজ্ঞাপন মামলায় অভিযুক্ত রামদেব এবং বালকৃষ্ণকে হাজিরা দেওয়ার হাত থেকেও নিষ্কৃতি দেওয়া হয়েছে।

এর আগে পতঞ্জলিকে বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন ও ওষুধ বাজার থেকে তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করা হয়েছে তা জানাতে বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার কথা মঙ্গলবার জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে আদালতের রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি এ আমানুল্লার ডিভিশন বেঞ্চ তীব্র ভর্ৎসনা করে আইএমএ সভাপতি অশোকানকে।

এ বিষয়ে অশোকানের নিঃশর্ত ক্ষমাভিক্ষাও গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বেঞ্চ। আদালতের কথায়, ‘পতঞ্জলি যা করেছে, আপনিও ঠিক তাই করেছেন। আপনি তো কোনও অজ্ঞ মানুষ নন। এরকম করলে তার পরিণতি কী হতে পারে তা কি আপনি জানেন না? আপনি একজন পদাধিকারী হয়ে আদালতের রায় নিয়ে প্রলাপ বকে যাবেন, তা হতে পারে না।’

বেঞ্চ আরও বলেছে, ‘বাকস্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, যা খুশি বলা যায়। কতটুকু বলা যায় আর কোথায় থামতে হয়, তা জানা উচিত। নিজেকে সংযত রাখাও বাকস্বাধীনতার অঙ্গ। এটা কি আপনার মতো কারও কাছ থেকে আশা করতে পারি না? আপনি যা বলেছেন, তা আপনার সম্পর্কে কেউ বললে কী করতেন! তখন কি ছুটে আসতেন না আদালতে প্রতিকার চাইতে?’

মুম্বইয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪

মুম্বই, ১৪ মে : ধুলোঝড়ের তাণ্ডবে বাণিজ্যনগরীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৪। আহতের সংখ্যা ৭০-এর বেশি। উদ্ধার হয়েছেন ৭৪ জন। মুম্বইয়ের ঘাটকোপারে ১০০ ফুট উঁচু বিপুলাকার বিলবোর্ড তথা হোর্ডিংয়ের ভেঙে পড়া বুঝিয়ে দিয়েছে সোমবারের ধুলোঝড়ের শক্তি ও ভয়াবহতা।

মুম্বই পুরনিগমের প্রধান জানিয়েছেন, হোর্ডিংটি অবৈধ। তা লাগানোর ব্যাপারে পুরঅনুমতি নেওয়া হয়নি। সেইজন্য ২১ বার জরিমানা করা হয়েছে হোর্ডিং নির্মাতাকে। মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি আহতদের দ্রুত আরোগ্যকামনা ও ত্রাণ এবং উদ্ধারে সাফল্য কামনা করেছেন।

যে হোর্ডিং ভেঙে পড়ার জন্য এমন মর্মান্তিক ঘটনা, তা টাঙানোর ছাড়পত্র নেননি বিজ্ঞাপন কর্তা। বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের অনুমতি নেননি তিনি। ১০ বছরের লিজে চুক্তিভিত্তিক হোর্ডিংটির নির্মাতা বিজ্ঞাপন সংস্থা ইগো মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। এই সংস্থার অধিকর্তা ভবেশ প্রভুদাস ভিন্দের বিরুদ্ধে পন্তনগর থানায় এফআইআর করা হয়েছে।

শুধু অবৈধ বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং-ই নয়, ভবেশের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও শ্লীলতাহানির মামলাও চলছে।

মায়ের সঙ্গে বসে অ্যালবামে চোখ রাহুল গান্ধির। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

গাজায় সংকট, উদ্বেগে ভারত

নিউ ইয়র্ক, ১৪ মে : গত সপ্তাহে প্যালেস্তাইনকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য করার প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ভারত। প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্যে রাষ্ট্রসংঘের সনদ ছিঁড়ে ফেলে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রতিনিধি। মঙ্গলবার প্যালেস্তাইনপন্থী অবস্থান বজায় রেখে গাজার মানবিক সংকট নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘে এদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রুচিরা কম্বোজ। ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলতি সংঘর্ষে সাধারণ মানুষের মৃত্যুর কড়া নিন্দা করেন তিনি।

এদিন সাধারণসভার অধিবেশনে কম্বোজ বলেন, ‘গাজায় ৭ মাসের বেশি সময় ধরে সংঘর্ষ চলছে। সেখানে মানবিক সংকট ক্রমশ গভীর হচ্ছে। এরফলে গোটা অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে।’ তাঁর কথায়, ‘ইজরায়েল ও হামাসের সংঘাতে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ব্যাপক ক্ষতির ফলে মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের প্রাণহানির তীব্র নিন্দা করছি।’ এদিকে রাফায় ইজরায়েলি সেনার হানায় মৃত্যু হল এক ভারতীয়র। রাষ্ট্রসংঘের হয়ে তিনি কর্মরত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব।

মোদির বিরুদ্ধে মামলা খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ৬ বছরের জন্য নির্বাচনে দাঁড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞার যে মামলা দায়ের হয়েছিল সেটি মঙ্গলবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি এসসি শর্মার বেঞ্চ আবেদনকারীর কাছে জানতে চায়, তারা এই বিষয়টি নিয়ে আদৌ নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিনা। এরপরই ওই মামলাটি আবেদনকারীরা প্রত্যাহার করে নেন। পরে সেটি খারিজ করে দেয় কোর্ট।

পাক কাশ্মীরে গুলি, নিহত তিন

মুজফফরাবাদ, ১৪ মে : ফের রক্তে ভিজল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) মাটি। মঙ্গলবার পিওকের রাজধানী মুজফফরাবাদের কাছে পাকিস্তানের আধাসেনা বাহিনী রেঞ্জার্সের একটি কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন গ্রামবাসীরা। আচমকা বিক্ষোভকারীদের একাংশ কনভয় লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করেন। জবাবে গুলি চালান নিরাপত্তাকর্মীরা। প্রাণ হারিয়েছেন ৩ জন। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, গুরুতর আহত ৬ গ্রামবাসীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সকলের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বেসরকারিভাবে অবশ্য হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি বলে দাবি করা হচ্ছে। গুলি চালনার খবর প্রকাশ্যে আসতেই পিওকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে। ঘটনায় প্রবল চাপে শাহবাজ শরিফের সরকার।

চাপে শাহবাজ সরকার

মুদ্রাস্ফীতি ও বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে বিক্ষোভ চলছিল পিওকে-তে। পুলিশ-রেঞ্জার্স বলপ্রয়োগ করে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনতে না পারায় সোমবার পাকিস্তান সরকার ও পিওকের মন্ত্রী-আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তারপরেই পাক সরকারের তরফে পিওকের জন্য জরুরি ভিত্তিতে সহায়তা ঘোষণা করা হয়েছে। ২,৩০০ কোটি পাক রুপির ওই সহায়তা প্যাকেজের বড় অংশ খাদ্যশস্য ও বিদ্যুতের বিলে ভরতুকি দিতে খরচ করা হবে।

পিওকে প্রশাসন ৪০ কেজি আটার দাম ৩,১০০ রুপি থেকে কমিয়ে ২ হাজার রুপি করার কথা ঘোষণা করে। বিদ্যুতের ইউনিট পিছু দরও কমানো হয়েছে। জনগণের আস্থা ফেরাতে মুজফফরাবাদে মোতায়েন রেঞ্জার্স বাহিনীকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো ১৯টি গাড়ির কনভয় করে শহর ছাড়ছিল আধাসেনা। কিন্তু মুজফফরাবাদের বাইরে আসতেই কনভয় ঘিরে ফেলেন কয়েকশো গ্রামবাসী। তাদের ঠেকাতে গুলি চালান রেঞ্জার্স জওয়ানরা। ভারতের নিয়ন্ত্রণে থাকা কাশ্মীর উপত্যকায় যখন লোকসভা ভোট উপলক্ষ্যে বুথের বাইরে কাশ্মীরিদের লম্বা লাইন চোখে পড়ছে, ঠিক সেইসময় পিওকেতে সাধারণ মানুষের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি চালানোর ঘটনা পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের অস্বস্তি বাড়াল বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

চাবাহার চুক্তিতে ক্ষুব্ধ আমেরিকা

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ১৪ মে : ১০ বছরের জন্য ইরানের চাবাহার বন্দরের নিয়ন্ত্রণ পেতে চলেছে ভারত। সম্প্রতি এই বিষয়ে দু-দেশের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। আর সেই চুক্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছে আমেরিকা।

ইরানের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখলে ভারতের বিরুদ্ধে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতে পারে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সরকারের তরফে সেই বার্তাও দেওয়া হয়েছে। তবে মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল নির্দিষ্ট করে ভারতের নাম উল্লেখ করেননি। বিপরীতে মঙ্গলবার পর্যন্ত সাউথ ব্লকের তরফেও চাবাহার চুক্তি নিয়ে মার্কিন আপত্তি প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করা হয়নি।

ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্ব এবং ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়াকে ইরানের সামরিক সাহায্যের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে, ঠিক সেইসময় তেহরানের সঙ্গে দিল্লির নয়া সমঝোতা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। এদিন মার্কিন বিদেশমন্ত্রকে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, ‘আমরা এই রিপোর্টগুলি সম্পর্কে সচেতন যে ইরান ও ভারত চাবাহার বন্দর নিয়ে একটি চুক্তি করেছে। ভারত সরকার চাবাহার বন্দর ও ইরানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে পদক্ষেপ করতেই পারে। আমি শুধু বলব, যেহেতু ইরানের ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে, তাই এটি আমাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা নিজেদের মতো করে পদক্ষেপ করব।’

তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, ‘কেউ, কোনও ব্যক্তি বা সংস্থা ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন করলে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, এর মাধ্যমে তারা ঝুঁকি নিচ্ছে এবং নিজেদের সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।’

জেলার খেলা

ম্যাচের সেরা আদিত্য শর্মা।

ফাইনালে অগ্রগামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মে : স্বস্তিকা যুবক সংঘের প্রাইম শিলিগুড়ি চ্যালেঞ্জার্স ট্রফি ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল অগ্রগামী সুপার জায়েন্টস। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৫ উইকেটে সরোজিনী সুপার কিংসকে হারিয়েছে। ফাইনাল বুধবার। এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে টসে হেরে সরোজিনী ৯ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে। অতুল ৫৯ রান করেন। অনীক নন্দী ১৯ ও ম্যাচের সেরা আদিত্য শর্মা ১৫ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ১৭.৪ ওভারে ৫ উইকেটে ১৫০ রান তুলে নেয়। ঋষভ আগরওয়াল ৩৯ ও দেবজ্যোতি ঘোষ ৩৫ রান করেন। হর্ষ রানা ২৩ রানে নেন ২ উইকেট। আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, ফাইনাল ম্যাচের ইনিংস বিরতিতে শিলিগুড়ির ৭৫ জন খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

শিলিগুড়ির অধিনায়ক উদয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মে : আন্তঃজেলা ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলের জন্য শিলিগুড়ি দল বুধবার কোচবিহার রওনা হবে। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ফুটবল সচিব সৌরভ ভট্টাচার্য ঘোষিত দলের অধিনায়ক করা হয়েছে উদয় বর্মনকে। বাকি সদস্যরা হল চঞ্চল বর্মন, রোহিত রজক, সোহেল রহমান, অনীক রায়, রাজদীপ রায়, দেবাশিস বাড়ুই, আমন বর্মন, চন্দন রায়, শুভ রায়, মিন্টু মহন্ত, নিপুল বর্মন, সিয়ুং গুরুং, বাবাই রায়, সুমনদীপ দাস, বিবেক বর্মন, সিধু বর্মন, সুরজিৎ বর্মন ও শুভম সাহা। স্ট্যান্ডবাই উদয় শা, মহাদেব দাস, প্রতীক ওরাওঁ, দীপক অধিকারী ও সূর্য বর্মন। কোচ দেবজ্যোতি নাহা। সহকারী কোচ অমল দেব। ম্যানেজার উত্তম চট্টোপাধ্যায়। বুধবার শিলিগুড়ির প্রথম ম্যাচ আলিপুরদুয়ারের বিরুদ্ধে।

জয়ী বাণীমন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৪ মে : মহাকাল স্পোর্টিং গোল্ড কাপ নক আউট ফুটবলে মঙ্গলবার বাণীমন্দির ইউনাইটেড শিলিগুড়ি ২-০ গোলে ঘোষপুকুরের বিজলিমণি টি এস্টেটকে হারিয়েছে। শুভ সূত্রধর জোড়া গোল করেন।

জানেন কি

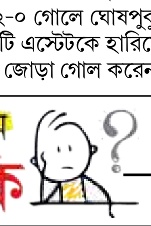

নিউ ইয়র্ক শহরের সবক'টি রেস্তোরাঁয় খেতে আপনার ২২.৭ বছর সময় লেগে যাবে।

মালদার যত্রতত্র এইভাবেই চলছে আম গাছ কাটা।

আম গাছ কেটে প্লট করে বিক্রি

মালদা, ১৪ মে : ফলের রাজা আম। আর আমের রাজধানী মালদা। কিন্তু শুধুমাত্র প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে মালদায় একের পর এক আমবাগান কেটে ফেলা হচ্ছে। সেই জমি প্লট করে বিকোচ্ছে চড়া দামে। ফলে হারিয়ে যাচ্ছে মালদার ঐতিহ্যবাহী অনেক প্রজাতির আম। আইন না মেনে দেদার আমবাগান কেটে ফেলা এবং অনাবৃষ্টির কারণে এবার ফলন অর্ধেকে নেমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন চাষিরা।

এক ক্রেতার কথায়, 'গোপালভোগ, খিরসাপাতি, গোলাপখাস বলে যে আম বিকোচ্ছে তা আদৌ সেই আম নয়, শুধু ওই আমের মতো দেখতে। এছাড়াও বাজারে এসেছে কিছু গুটি আম। যা বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা কিলো দরে।' মালদা শহরের অতুল মার্কেট, নেতাজি পুর বাজার, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাজার, মকদুমপুর বাজার সহ একাধিক এলাকায় পসরা সাজিয়ে বসেছেন। আবার অনেক বিক্রেতা সেই আমকে চেন্নাইয়ের বলে বিক্রি করছেন। গোপাল দাস নামের এক বিক্রেতার বক্তব্য, 'মালদার আম বাজারে শেষ হলে চেন্নাইয়ের আম আসে।'

যাই হোক না কেন, পাকা আম দেখে অনেকেই নিজেদের লোভ সামলাতে পারছেন না। দাম বেশি দিয়ে সেই আম কিনে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সদরঘাট বাজারের এক ক্রেতা অশোক চৌধুরী জানিয়েছেন, 'আজ রানাঘাটের আম কিনেছিলাম। হালকা মিষ্টি থাকলেও মালদা আমের মতো স্বাদ নেই। তবুও বাধ্য হয়েই কিনতে হচ্ছে।'

পাহাড়ি রাজ্যে বেপরোয়া গাড়ি রুখতে ব্যবস্থা ও নির্দেশ

যান নিয়ন্ত্রণে এআই

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : এবার পাহাড়ের যান নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। প্রশাসনের চোখ এড়িয়ে যাঁরা পথেঘাটে আচমকা গাড়ি ঘোরান বা টাকা নিয়ে যেসব কর্মী অন্যায়ভাবে গাড়ি ঘোরাতে সাহায্য করেন তাঁদের শায়েস্তা করতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পথে হাঁটছে সিকিম প্রশাসন। দিল্লির পর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিকিম সরকার। আগামী ২৫ মে থেকে এই প্রক্রিয়া কার্যকর করা হবে। রাজ্যের পরিবহণ সচিব রাজ যাদব মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করে গাড়ির মালিক ও চালকদের সমস্ত নথি আপ টু ডেট করার পরামর্শ দেন। অন্যথায় জরিমানা করা হবে বলে নির্দেশে স্পষ্ট জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, যান নিয়ন্ত্রণে দিল্লিতে ইতিমধ্যে জোড়-বিজোড় নম্বর কার্যকর হয়েছে। ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে ওই পথেও হেঁটেছিল সিকিম। এবার দিল্লির পথ ধরে এআই প্রযুক্তিতে আস্থা রাখছে সিকিম পরিবহণ দপ্তর। মঙ্গলবার পরিবহণ সচিবের জারি করা নির্দেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগামী ২৫ মে থেকে সিকিমের সর্বত্র এআই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কার্যকর হবে। যা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ বলে দাবি সেখানকার পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

এআই প্রযুক্তি কীভাবে কাজ করবে বা কীভাবে গাড়ি চলাচল মসৃণ করবে সিকিম প্রশাসন?

কড়া নজরদারি

- ২৫ মে থেকে সিকিমে যান নিয়ন্ত্রণে এআই প্রযুক্তি
- দিল্লির পর দেশের মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য হিসেবে সিকিমে এই প্রযুক্তি চালু হচ্ছে
- রাস্তায় অযথা ওভারটেক বা পুলিশের পয়সা আদায়ে নজরদারি চালাবে এই প্রযুক্তি
- ইতিমধ্যে রাজ্যের পরিবহণ সচিব এই মর্মে নির্দেশ জারি করেছেন

দপ্তরের কর্তারা বলছেন, সিকিমে চলাচল করা সমস্ত গাড়ি সঠিক পথে চলছে কি না, অহেতুক কোনও গাড়ি ওভারটেক করছে কি না, তা যেমন দেখা হবে, তেমনই সমস্ত নথি যাচাই করবে এই প্রযুক্তি। গাড়ির নথির বৈধতা, ইনসুরেন্স, পলিউশন কন্ট্রোল সার্টিফিকেট, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পারমিটের মতো বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখবে।

পরিবহণ সচিবের নির্দেশিকা অনুসারে এআই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে ইতিমধ্যে কম্পিটেন্ট অথরিটি অনুমোদন দিয়েছে। অর্থাৎ গাড়ি চলাচলের ক্ষেত্রে কোনও ইস্যু সামনে এলে তা অভিযোগ হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপার ও আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক। অর্থাৎ জরিমানা গুনতে হবে গাড়ির মালিক বা চালককে। দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে যাতে কোথাও গাড়ি আটকে না পড়ে, সেটাও দেখবে এআই প্রযুক্তি। ফলে, লাচুং, নাথু লা, জিরো পয়েন্টের মতো জায়গাগুলিতে যাঁরা বেড়াতে যাবেন তাঁরা ভীষণ উপকৃত হবেন।' এজন্য রাজ্যের সর্বত্র ট্রাফিক ব্যবস্থাও এআই প্রযুক্তি নির্ভর হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে রংপো, গ্যাংটক সহ চারটি কেন্দ্রে নথি আপ টু ডেট করার জন্য শিবির খোলা হয়েছে বলে পরিবহণ দপ্তর জানিয়েছে। পাকদণ্ডি পথে এই নয়া প্রযুক্তি কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় এখন সেটাই দেখার।

পর্যটকদের ভিড় গ্যাংটকের রাস্তায়। -সংবাদচিত্র

সিকিমকে কড়া চিঠি পর্যটনমন্ত্রকের

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : সিকিমে বেড়াতে গিয়ে 'নিঃস্ব' হয়ে ফেরার অভিযোগ নতুন নয়। মূলত গাড়ি ভাড়া নিয়ে দিনের পর দিন বিস্তর অভিযোগ উঠছে। কিন্তু 'বেড়ালের গলায় ঘণ্টা' বাধার ক্ষেত্রে তেমন কোনও উদ্যোগ নেয় না সিকিম প্রশাসন, এমন অভিযোগ উঠেছে বারবার। বরং অনেক ক্ষেত্রে সিকিম প্রশাসনের তরফে যে ভাড়া নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে, তা অনেক পর্যটকই 'লুট' হিসেবে দেখেন। কিন্তু এবার সিকিম প্রশাসনকে কার্যত সতর্ক করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। পর্যটনমন্ত্রকের তরফে সিকিমকে একটি সতর্কতামূলক চিঠি পাঠিয়ে গাড়ি ভাড়া নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, পরিকাঠামো উন্নয়নে নজর দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনি আচরণবিধির দোহাই দিয়ে সিকিম পর্যটন দপ্তরের কর্তারা কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও, এমন চিঠির কথা জানতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

গ্যাংটক থেকে নাথু লা ৫৭ কিলোমিটার পথ। আসা-যাওয়া মিলিয়ে ১১৪ কিলোমিটার। তার জন্য গাড়ি ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকা। কিছুদিন আগে ৮ হাজার টাকা থাকলেও পর্যটকদের ভিড় বাড়তেই তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা ভাড়া নেওয়া হচ্ছে গ্যাংটক থেকে ইয়াংথাং যাওয়ার জন্য। অর্থাৎ সিকিমে বেড়াতে গিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের, যা নিয়ে ক্রমশই ক্ষোভ ছড়াচ্ছে। এর কুপ্রভাব ভবিষ্যতে পড়বে বলে আশঙ্কা পর্যটন ব্যবসায়ীদের। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে পর্যটকরা যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন এবং দাবি উঠছে ভাড়া নিয়ন্ত্রণের, তখন সরকারই বেসরকারি পরিবহণের ক্ষেত্রে ভাড়া বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইয়ুমথাং থেকে লাচুং, মাত্র ৬ কিলোমিটার পথ। ছয় মাস আগেও এই রুটে সরকারের বেঁধে দেওয়া ভাড়া ছিল ৩ হাজার টাকা। কিন্তু সম্প্রতি তা বাড়িয়ে ৪ হাজার টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির পরও তা মানতে নারাজ অধিকাংশ চালক। পর্যটকদের অভিযোগ, দ্বিগুণ ভাড়া আদায় করা হচ্ছে। সম্প্রতি এখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার প্রভাস সরকার। তিনি বলছেন, '৭-৮ হাজারের নীচে কোনও গাড়ি যেতে চায় না। ইয়ুমথাং থেকে লাচুং হয়ে ফিরতে হয়। এই সুযোগ কাজে লাগাচ্ছেন চালকরা। সরকারের নির্ধারিত রেটই তো লুটের শামিল।

শুধু সাধারণ পর্যটক নন, সপরিবার সিকিম বেড়াতে এসে এমন লুটের তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলা ডঃ কেপি ওয়াসনিকের। লাচুং, জিরো পয়েন্ট, ইয়ুমথাং, নাথু লা বেড়াতে গিয়ে গাড়ি ভাড়া সংক্রান্ত কীভাবে তাঁকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে, তা তিনি লিখিতভাবে জানান পর্যটনমন্ত্রককে। এমন অভিযোগ আরও কয়েকজনের থেকে পৌঁছায়। সেকারণেই মন্ত্রকের তরফে সিকিম পর্যটন দপ্তরকে সোমবার চিঠি পাঠিয়ে সতর্ক করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

হোটেল মালিক কল্লক দে বলছেন, 'অতিরিক্ত গাড়ি ভাড়ার জন্য পর্যটক কমছে। আশা করব, এবার ভাড়া নিয়ন্ত্রণে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করবে।'

হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, 'সিকিম সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে আশা করছি।'

গুলতি দিয়ে মারার অভিযোগে ধৃত

ফাঁসিদেওয়া, ১৪ মে : গ্রামবাসীদের উত্ত্যক্ত করছিল এক তরুণ। পাশাপাশি এক ব্যক্তিকে জখম করার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া থানায় ওই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ধামনাগছের বাসিন্দা নন্দদুলাল বৈদ্য। অভিযোগ পেয়েই লাগেন্সি টোপ্পো নামের ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লাগেন্সির বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সে সবাইকে গুলতি দিয়ে মারছিল। পাশাপাশি লাঠি, দাঁ নিয়ে তাড়া করছিল। এই অবস্থায় সে আঘাত করে নন্দদুলালকে। এরপরেই তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

প্রেমের পাতা

প্রথম পাতার পর

বাগডোগরা, শিলিগুড়ি মহিলা থানা মিলিয়ে পঞ্চাশের বেশি বিবাহিত তরুণী নিখোঁজের অভিযোগ এসেছে গত তিন মাসে।

কেন এধরনের ঘটনা বাড়ছে? মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ উত্তম মজুমদার মনে করছেন, 'পরিবারগুলিতে খোলামেলা আলোচনা, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ না থাকার জেরেই এমনটা ঘটছে। আজকাল হাতে হাতে মোবাইল থাকা এবং সামাজিক সচেতনতার অভাব এর জন্য অনেকটা দায়ী।'

দীর্ঘদিন এমন সমস্যা নিয়ে কাজ করছে দার্জিলিং জেলা লিগ্যাল এইড ফোরাম। সংগঠনটির সভাপতি অমিত সরকারের মতে, অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে থানা-পুলিশ এড়িয়ে যান। ফলে এই নিখোঁজের সংখ্যাটা যে ঢের বেশি তা নিয়ে দ্বিমত নেই। তাঁর কথায়, 'শিলিগুড়ি মহকুমার ত্রিহানা, পানিঘাটা, গঙ্গারাম সহ বিভিন্ন চা বাগান এলাকা থেকে তিন মাসে প্রায় ২৫-৩০ জন নাবালিকা উধাও হয়েছে। দিনকে দিন সংখ্যাটা বাড়ছেই।'

প্রবেশপথেই ভ্যাবাচ্যাকা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দখল হতে হতে এখন অনেকটাই সংকীর্ণ। নৌকাঘাট মোড় পেরিয়ে শহরে ঢোকার মুখে হাতের বাঁদিকে সরকারি জায়গা দখল করে গজিয়ে উঠেছে গুমটি। তবে, সেখানে তা যানজটে খুব বেশি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় না। আরেকটু এগোলেই অবশ্য স্বস্তি নেই। জলপাইগুড়ি মোড়ের ঠিক আগেই হাতের বাঁদিকে বাজার বসছে বহু বছর ধরে। যান-যন্ত্রণা শুরু সেখান থেকেই। দোকানপাট বাজার থেকে উঠতে উঠতে এখন অনেকটাই রাস্তা ঘেঁষে নিয়েছে। ফলে সকাল থেকে ক্রেতা-বিক্রেতার আনাগোনা শুরু হতেই গাড়ি, সাইকেলের ভিড় জমে রাস্তায়। দাঁড়িয়ে থাকে সবজি ও মুরগিবোঝাই গাড়িও। ফলে গাড়ির গতি থমকায় অনায়াসে।

এই পথেই শহরের অন্যতম বড় দুটি বাসস্যান্ড। একটি জলপাই মোড়ে, আরেকটি হাওড়া পেট্রোল পাম্পের কাছে। দুটোই রাস্তার ওপর। যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকলেও বাস ধরার তাড়ায় যাত্রীরা উঠে এসে দাঁড়ান রাস্তার ঠিক ওপরে। দিনভর বাসের আনাগোনা লেগে থাকায় রাস্তার অর্ধেকটাই দখল হয়ে থাকে। তার ওপর যাত্রী ধরার প্রতিযোগিতায় নামার জন্য সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সিটি অটো ও টোটো। কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই সেখানে। অগত্যা যা হওয়ার তাই হয়। মাঝেমধ্যে তো ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটে যায়।

জলপাই মোড়েই রয়েছে পুলিশের ট্রাফিক গার্ড। কিন্তু সেখান থেকে ১০০ মিটারের নাগপাশে যানজট এড়াতে খুব কম সময়ই দেখা মেলে পুলিশের। বরং সেখানে সিগন্যালে দাঁড়িয়েই চালান কাটতে ব্যস্ত থাকে পুলিশ।

হিলকার্ট রোডের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত সুপ্রতিম দাস। ফুলবাড়ি থেকে প্রতিদিন বর্ধমান রোড হয়ে যাতায়াত করেন তিনি। সুপ্রতিমের বক্তব্য, 'ট্রাফিক পুলিশ জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে চালান কাটে শুধু। কোনওদিন যানজট সামাল দিতে দেখিনি।'

কোনওমতে জলপাই মোড় পেরিয়ে গাড়ির গতি তুললেও তা স্থায়ী হয় না দীর্ঘক্ষণ। কিছুটা এগিয়েই কাজ চলছে নির্মীয়মাণ উড়ালপুলের। সেখানে যেন পদে পদে বিপদ। এমনিতেই উড়ালপুলের জন্য রাস্তা দু'পাশে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, তার ওপর গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে দখলদাররা। বিশেষ করে জলপাই মোড় থেকে ঝংকার মোড়ের দিকে যাওয়ার পথে হাতের বাঁদিকে গড়ে উঠেছে গুমটি, হোটেল আরও কত কী। রাস্তার পাশে চলছে গ্যারাজও।

সকাল ১০টা থেকে শুরু হওয়া যানজট রাত ১০টাতেও খোলে না ঝংকার মোড়ে। দিনভর মালবাহী গাড়ি, বাস, ট্রাকের যাতায়াত লেগেই রয়েছে। এই যানজটে রোজ থমকাতে হয় নিত্য যাতায়াতকারীদের। তাঁদেরই একজন পূজা রায়। পূজা হিলকার্ট রোডে একটি দোকানে কাজ করেন। নৌকাঘাটে বাড়ি থেকে অটো ধরে এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত যান তিনি। সেখান থেকে টোটো ধরে দোকানে পৌঁছান। তাঁর বক্তব্য, 'নির্মীয়মাণ উড়লপুলের ঝংকার মোড় পর্যন্ত প্রবল যানজট হয়। ওই এলাকাতেই বেশি সমস্যা।'

জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার রুট থেকে আসা বেসরকারি ও সরকারি বাসের যাত্রীরা অধিকাংশই এসে নামেন হাওড়া পেট্রোল পাম্প স্ট্যান্ডে। কারণ সেখান থেকে শহরে যে কোনও পথে যাওয়া তুলনামূলকভাবে সহজ। একইভাবে এই স্ট্যান্ড থেকেই বাসে ওঠেন নিত্যযাত্রীরা। অর্ধনির্মিত উড়ালপুলের জন্য সেখানেও যানজট এখন নিত্যসঙ্গী। সামনে ডাইভারশন থাকায় ভোগান্তি চরমে পৌঁছায় অধিকাংশ সময়। ফলে বাইরের কেউ শিলিগুড়িতে পা রেখেই তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠেন। আশ্চর্যের বিষয়, ভিআইপি মুভমেন্ট ছাড়া অন্য সময় এখানে যানজট সামলাতে খুব কমই চোখে পড়ে পুলিশকে।

শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ হলেও কেন এখানে এত অবহেলা, প্রশ্ন তোলেন সাধারণ মানুষ। এই যান-যন্ত্রণা থেকে যে মুক্তি চান সকলেই।

চা চাষে আর্থিক প্যাকেজ দাবি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ মে : মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উত্তরবঙ্গের ৪০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগান ও তিন শতাধিক প্রোজেক্ট চা বাগানের উপর নির্ভরশীল ১০ লক্ষ মানুষের জন্য আর্থিক প্যাকেজের দাবি জানানো হল। মঙ্গলবার এক জরুরি বার্তায় ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোশিয়েশনের অধীন স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেন ফোরামের আহ্বায়ক জয়ন্ত বণিক মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বাগানগুলির শ্রমিকদের মজুরি বেড়েছে। তারপর বিদ্যুৎ মাশুলও বেড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য যে আর্থিক সংস্থান ক্ষুদ্র চা বাগান এবং প্রোজেক্ট চা বাগানের মালিকদের থাকা প্রয়োজন তা নেই। কার্যত আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়েছেন ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট চা বাগানের মালিকরা। গত জানুয়ারি মাস থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত গড়ে ৫০ মিলিমিটার বৃষ্টিও হয়নি। বৃষ্টির অভাবে চা গাছ ঝলসে গিয়েছে।

পাশাপাশি চা বাগানগুলিতে রোগপোকার উপদ্রব মারাত্মকভাবে বেড়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাগানগুলির অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে মালিকরা ঋণ করে বাগান পরিচর্যা করছেন। জয়ন্ত বলেছেন, 'চা পাতার দাম প্রত্যাশিত হারে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের উৎপাদিত চায়ের প্রায় ৫২ শতাংশ ক্ষুদ্র চা বাগান এবং প্রোজেক্ট চা বাগানগুলি থেকে আসে। এই বাগানগুলির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে স্মল অ্যান্ড নিউ টি গার্ডেনের তরফে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট চা বাগানগুলি বর্তমানে মুখ থুবড়ে পড়ায় উত্তরবঙ্গের ১০ লক্ষ মানুষ দিশেহারা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন পরিস্থিতির মূল্যায়ন করে তিনি অবিলম্বে আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করুন।' ছোট এবং প্রোজেক্ট চা বাগানের শ্রমিকদের নতুন মজুরি চুক্তি অনুযায়ী বর্দ্ধিত হারে মজুরি দেওয়ার কথা ছিল। তীব্র আর্থিক সংকটের কারণে ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট চা বাগানের মালিকরা বর্দ্ধিত হারে আগামী ২০ ডিসেম্বর দেবেন।

হোম ভোটিং-এ ডাহা ফেল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ মে : নির্বাচনে ১০০ শতাংশ ভোটারের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করতে বয়স্ক এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল কমিশন। কমিশনের পরিভাষায় এর নাম হোম ভোটিং। কিন্তু চলতি নির্বাচনে হোম ভোটিংয়ের যে তথ্য উঠে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ডাহা ফেল করেছে কমিশন।

নিয়ম অনুযায়ী, ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক এবং ৪০ শতাংশের বেশি বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি হোম ভোটিংয়ের জন্য কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন। ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার পাঁচদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের কাছে বিশেষ ফর্মে আবেদন জানাতে হয়। আবেদনকারীর বাড়ি থেকে পূরণ করা ওই ফর্ম সংগ্রহ করার দায়িত্ব ওই ভোটারের বুথের বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও'র। আবেদন মঞ্জুর হলে হোম ভোটিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট দিনে ভোটারের বাড়িতে প্রিসাইডিং অফিসারের নেতৃত্বে একটি দল যাবে।

এখনও পর্যন্ত চার দফা ভোটে মোট ৪৭ হাজার ২৭২ জন হোম ভোটিংয়ের সুবিধা নিয়েছেন। এই চার দফার ভোটে মোট ১৮টি কেন্দ্রে ৮৫ উর্ধ্বে ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৬৪ হাজার ২০ জন। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষম হওয়ার সুবাদে হোম ভোটিংয়ের সুবিধা পেয়েছেন ১৫ হাজার ৭৩৬ জন। আর ৮৫ ঊর্ধ্ব বয়সের কারণে কমিশনের হোম ভোটিংয়ের সুবিধা পেয়েছেন ৩১ হাজার ৫৩৬ জন। অর্থাৎ মোট হোম ভোটারের (বিশেষভাবে সক্ষম ছাড়াই) সংখ্যা ৮৫ ঊর্ধ্ব ভোটারের মাত্র ২৮ শতাংশের কিছু বেশি।

পরিসংখ্যানই বলছে, হোম ভোটিংয়ের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কেন হয়নি? কমিশনের একাংশের মতে, ২০১৯-এর আগে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ছিল ৭০ বছর। এখন বাড়িয়ে ৮৫ হয়েছে। হোম ভোটিংয়ের সুবিধা নেওয়ার জন্যে জেলা বা মহকুমা সদরে গিয়ে ফর্ম সংগ্রহ করে তা যথাযথভাবে পূরণ করার ঝক্কি খুব কম মানুষই নিতে চায়।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পত্তি ৩ কোটি

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : নরেন্দ্র মোদির সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি টাকার বেশি বলে জানা গিয়েছে। মঙ্গলবার বারাণসীতে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে যে হলফনামা তিনি জমা করেছেন তাতে তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৩.০২ কোটি টাকা। যার বেশিরভাগটাই রয়েছে এসবিআইয়ে (২.৮৬ কোটি টাকা) ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে। প্রধানমন্ত্রীর নিজের নামে কোনও জমি, বাড়ি কিংবা গাড়ি নেই। মোদির হাতে নগদ রয়েছে ৫২,৯২০ টাকা। গান্ধিনগর এবং বারাণসীর দুটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মোট ৮০,৩০৪ টাকা রয়েছে তাঁর। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট লগ্নি হিসেবে রয়েছে ৯.১২ লক্ষ টাকা। চারটি সোনার আংটি রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কাছে। যার মূল্য ২.৬৮ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ সালে ১১.১৪ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে তাঁর আয় ২০২২-২৩ সালে হয়েছিল ২৩.৫৬ লক্ষ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ১৯৭৮ সালে তিনি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাশ করেছিলেন। ১৯৮৩ সালে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাশ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই।

নিজের নামে ৮১৯

প্রথম পাতার পর

এরইমাঝে ওই তরুণ কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান। হাইকোর্ট অভিযুক্তকে থানার তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে ৭ দিনের মধ্যে দেখা করার নির্দেশ দেয়।

আইনজীবীকে সঙ্গে নিয়ে তরুণ ফাঁসিদেওয়া থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে দেখা করেন। তবে, পুলিশ অভিযুক্তের বয়ানে সন্তুষ্ট না হয়ে বিষয়টি হাইকোর্টকে জানায়। এরপর উপায় না পেয়ে তরুণ আত্মসমর্পণ করতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হাজির হন। আদালত তাঁকে রেহাই না দিয়ে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

ওই টেলিকম সংস্থা কীভাবে একজনের নামে এত সিম কার্ড ইস্যু করল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, ২০২১ সালে টেলিকম সংস্থা সিম কার্ডগুলি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ায় এখন ২০২৪ সিমের তথ্য পাওয়াও মুশকিল হয়ে পড়েছে। সিডিআর (কল ডিটেইলস রেকর্ড) বের করে, কোথায় সিম কার্ড ব্যবহার হয়েছিল, কারা ব্যবহার করেছিলেন সেই তথ্য মিলছে না বলেই পুলিশ সূত্র জানিয়েছে। তবে, এতগুলি সিম কার্ড সক্রিয় করে তা দিয়ে অবৈধ কাজ করা হয়ে থাকতে পারে বলেই অনুমান তদন্তকারীদের।

এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে এই মামলায় অভিযুক্তকে তদন্তের স্বার্থে নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানায় পুলিশ। তবে, আদালত আপাতত ধৃতের পুলিশ হেপাজতের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।

রাম নাম সব নয় অযোধ্যার ভোটেও

প্রথম পাতার পর

তিন বছর আগে ফৈজাবাদ রেলস্টেশনের নাম হয়ে গিয়েছে অযোধ্যা ক্যান্ট। বাস স্টপও অযোধ্যা নামে। ফৈজাবাদ স্টেশন যাব বললে টোটোচালক অত্যন্ত বিরক্ত হন।

এমনিতে সেকেন্দ্রাবাদ-হায়দরাবাদ, হাওড়া-কলকাতা, কোচি-এর্নাকুলমের মতো যমজ শহর ছিল ফৈজাবাদ-অযোধ্যা। বড় বড় হোটেল, ব্যবসা সব ছিল ফৈজাবাদে। সেখানে বড় রাস্তা, অযোধ্যায় ছোট ছোট গলি। স্টেশন দৈত্যাকৃতি হতে পারে, এ সব তো পালটানো কঠিন। সেখানেই এখন বাড়িতেই তৈরি হয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট হোটেল, রেস্তোরাঁ। হোমস্টে'র অন্য রূপ। মালিক ফোনে কথা শুরু করছেন, 'রাম রাম' বলে।

অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদের প্রশস্ত রামপথের ধারে ধারে বাসস্ট্যান্ড। সেখানে দুজনের বিশাল ছবি- রাম এবং হনুমান। নানা রকমের গ্লোসাইন দুজনকে নিয়ে। রাস্তায় অধিকাংশ লোক দোকানের সাইনবোর্ডে ফৈজাবাদ মুছে অযোধ্যা লিখে ফেলেছেন। যাঁরা পালটাননি, তাঁরা বেশির ভাগ মুসলিম। ফৈজাবাদের পুরোনো এলাকায় মুসলিমদের বাস। সেখানে এখনও ফৈজাবাদ লেখা অধিকাংশ দোকানের গায়ে। ওখানেই আশ্চর্য সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন হয়ে পড়ে আছে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ-দৌলার বিশাল সমাধি চত্বর। পরিচিত নাম গুলাববাড়ি। অসংখ্য গোলাপ বাগান বলে। কিছুক্ষণ আগে অযোধ্যায় দেখে এসেছি লক্ষ লোকের ভিড় আর এখানে জনা পাঁচেক প্রেমিক-প্রেমিকা এসেছেন তীব্র গরমে গাছের ছায়ায় আড্ডা দিতে। চরম বৈপরীত্য। সমাধিক্ষেত্র এএসআইয়ের অধীনে। তবে তেমন নিরাপত্তা নেই।

ফৈজাবাদের এই অঞ্চলটা চারদিকে নবাবি আমলের বহু প্রাচীন গেট দিয়ে ঘেরা। এখানে এলে মনে হয় অযোধ্যার বাইরে অন্য পৃথিবী যেন। রামের নামে দোকান কম। তিলক কাটা লোকও কম। মহম্মদ সোহেলের সঙ্গে সেখানে দেখা। পাশে সইফুদ্দিন। দুজনেরই কথা, 'বিজেপি এখানে এগিয়ে। কিন্তু সপা প্রার্থী ভালো লড়াই দেবে। আমাদের এদিকে 'ইন্ডি' জোটের ভালো ইমেজ।'

যা দেখলাম, তাতে এবারই হয়তো শেষ নির্বাচন হচ্ছে, যেখানে কেন্দ্রের নাম ফৈজাবাদ। এবার সেটাও হয়তো অযোধ্যা হয়ে যাবে। মনে পড়ল, রামলালার পর সবচেয়ে আকর্ষণ হনুমান গরহির সামনে ব্যবসায়ী কেদার শর্মার মন্তব্য, 'আগে অযোধ্যাকে টানত ফৈজাবাদ। এখন উলটোটা হয়েছে। পর্যটনের জন্য কত লোকের জীবন পালটে গিয়েছে বোঝাতে পারব না।' সত্যিই তাই। ছোট ছোট বাড়িগুলোয় দিনে জনা সাত-আট পর্যটক হাজির হচ্ছেন। উদ্বোধনের চার মাস পরেও এমন উন্মাদনা অভাবনীয়। তবে আরেকটা তথ্য দেওয়া দরকার। অযোধ্যা যাতায়াতের বিমানসংখ্যা ইদানীং বেশ কমে গিয়েছে। সেই আগের ঢল নেই।

রাম জন্মভূমির লাইনে আরেকটা বিষয়ে চর্চা চলছে শুনলাম। এই মন্দিরে এখন শুধু রামলালার মূর্তি রয়েছে। এ বছরের মধ্যে নাকি দ্বিতীয়তলায় রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নের সঙ্গে সীতা এবং হনুমানের মূর্তি বসবে। বালক রামের মূর্তির মতো রাম-লক্ষ্মণের মূর্তি হবে কর্ণাটকের কালো পাথরে। সীতা সহ বাকিদের মূর্তি হবে রাজস্থানের মকরানার শ্বেতপাথরে। ভক্তদের মধ্যেও মিশে যাচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ। তবে কথা বলে মনে হল, সব রামপ্রত্যাশী ভক্তরাই যে বিজেপিকে ভোট দেবেন, তা নয়। স্থানীয় ইস্যু একটা বড় ব্যাপার অনেকের কাছে।

রাম মন্দিরের পাশ দিয়ে নানা রকম দোকান। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, ১৩ কিলোমিটার রামপথ গড়ার জন্য অযোধ্যায় একশোর বেশি দোকান ভাঙা পড়েছে। অনেকেরই ক্ষোভ, প্রত্যাশিত ক্ষতিপূরণ পাননি। সরকার ইচ্ছেমতো টাকা ধরিয়ে দিয়েছে। সেটা খুব কম। কারও দাবি ৭০ লক্ষ। পেয়েছেন হয়তো ১.১৪ লক্ষ।

ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠল তো, অযোধ্যা বিধানসভার কথা ধরা যাক। দু'বছর আগে এখানে বিজেপির বেদপ্রকাশ গুপ্তের কাছে দ্বিতীয়বার হেরে গেলেও সমাজবাদী পার্টির তেজনারায়ণ পান্ডের ভোট বেড়েছিল ১৪.২ শতাংশ। বিজেপির ভোট কমেছিল ০.৫২ শতাংশ। ব্যবধান ৬০ হাজার থেকে দাঁড়ায় ১০ হাজার। লোকসভার হিসেবে যাই। ফৈজাবাদে বিজেপি ও এসপি'র মধ্যে ফারাক ছিল ৬.০৪ শতাংশ ভোটের। এসপি'র ভোট বেড়েছিল ২২.২১ শতাংশ, বিজেপির ০.৫৮ শতাংশ। পাঁচটি বিধানসভার মধ্যে একটিতে বিধায়ক ছিলেন সমাজবাদী পার্টির সম্পাদক অদেশ প্রসাদ। নয়বারের বিধায়ক, ছয়বারের মন্ত্রী অদেশই এবার বিজেপির হ্যাটট্রিককারী সাংসদ লাল্লু সিংয়ের প্রতিপক্ষ।

ফৈজাবাদে এসপি'র অফিসে সত্যেন্দ্র যাদব এই হিসেবগুলো শুনিয়ে বলছিলেন, 'অযোধ্যাতেও শুধু রাম নামে ভোট হয় না।' বিজেপি অফিসে আবার শুনলাম, সাফল্যের প্রধান অস্ত্রই হবে রাম জন্মভূমি। এই লাল্লু সিংই সংবিধান বদলের দাবি তুলে প্রথম বিতর্ক তৈরি করেছেন উত্তরপ্রদেশে।

অযোধ্যার অলিগলিগুলো দিয়ে যেতে যেতে রাম নাম শোনা যায় প্রায়। বাড়ি থেকে ভেসে আসে। ছোট ছোট দোকানগুলো থেকেও। রামপথ রাজপথের মতো প্রশস্ত। ভিতরের গলিগুলোতে কিন্তু এখনও গ্রামীণ ছাপ। রামপথে তীব্র রোদের মধ্যে শুয়েবসে কত লোক। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে এক এক দল চ্যাঁচাচ্ছে জয় শ্রীরাম। ফুটপাথে ক্লান্ত, অবসন্ন লোকেও তা শুনে পালটা বলছে 'জয় শ্রীরাম।' অনেকটা অভ্যাসের মতো। তাঁরা তো জানেন না, ফৈজাবাদ নাম মুছে দেওয়ার জন্য বহু লোকের ক্ষোভ, রামপথের ন্যায্য ক্ষতিপূরণ না পেয়ে হিন্দু ব্যবসায়ীদেরও ক্ষোভ।

রাম নামই সব নয় অযোধ্যার ভোটে। হ্যাঁ মহাশয়, অযোধ্যার ভোটেও।

ব্যবসায়ী ধৃত

কিশনগঞ্জ, ১৪ মে : কিশনগঞ্জের বিশুনপুর থানার পুলিশ মঙ্গলবার বাজারের এক মুড়ির দোকানে হানা দিয়ে ছোট-বড় ২৩ বোতল বিদেশি মদ উদ্ধার করল। আইসি রঞ্জন যাদব এ খবর জানান। তিনি বলেন, 'গোপন সূত্রে জানা যায় ওই দোকানে মুড়ি বিক্রির আড়ালে বিদেশি মদ কেনাবেচা হয়। এদিন বিশেষ অভিযান চালিয়ে পুলিশ দোকান মালিক অমিতকুমার শা-কে বমাল গ্রেপ্তার করেছে।' কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে।

৫ কুঁড়েঘর ছাই

কিশনগঞ্জ, ১৪ মে : কিশনগঞ্জের নেপাল সীমান্তের দিঘলব্যাংকে অগ্নিকাণ্ড। সোমবার রাতে মিনন্তপুর টাপ্পু গ্রামের মহম্মদ খতিবের কুঁড়েঘরে প্রথমে আগুন লাগে। সেখান থেকে লাগোয়া আরও চারটি কুঁড়েঘরে ছড়িয়ে পড়ে। দিঘলব্যাংক থেকে দমকল গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কুঁড়েঘরগুলির বাসিন্দারা অক্ষত থাকলেও আগুনে চারটি গোরু ও দুটি ছাগল পুড়ে মারা যায়। মঙ্গলবার সকালে মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানান, সরকারি নিয়মে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও আর্থিক সাহায্য করা হবে।

নয়া ব্যাকটিরিয়া

প্রথম পাতার পর

তিনিই প্রথম আর্সেনিককে বিষ হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। আর্সেনিকের বিষক্রিয়া নিয়ে বর্তমানে বিজ্ঞানী থেকে চিকিৎসক সকলেই উদ্বিগ্ন। তাদের আবিষ্কৃত ব্যাকটিরিয়া সেই উদ্বেগ অনেকটাই কমিয়ে দেবে বলেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকদের মত। কারণ, ভারটিসিএললা আলক্যালিফিলা অত্যন্ত ক্ষারলোভী এবং শক্তিশালী আর্সেনিক প্রতিরোধী। সমুদ্রের তলদেশে থাকা পলি থেকে ভারসিটিএললার প্রথম প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। সাধারণত সোডিয়াম ক্লোরাইড বা লবণের মধ্যে ব্যাকটিরিয়া কার্যকরী থাকে না। কীভাবে সমুদ্রের লবণাক্ত জলে ভারটিসিএললার প্রথম প্রজাতি বংশবৃদ্ধি করছিল সেটাই বিজ্ঞানীদের কাছে রহস্য ছিল। ভারটিসিএললার যে দ্বিতীয় প্রজাতি থাকতে পারে সেটা বিজ্ঞানীরা ধারণাই করতে পারেননি।

গবেষণায় নতুন ব্যাকটিরিয়ার আরও একটি কাজ সম্পর্কে জেনে গবেষকরা খানিকটা অবাক হয়েছেন। পরীক্ষার পর্যায়ে তাঁরা ভারটিসিএললা আলক্যালিফিলার নতুন সিক্রেশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছেন। যেখানে ব্যাকটিরিয়াগুলি বর্শার মতো যন্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে এবং আশপাশের অন্য ব্যাকটিরিয়াকে মেরে ফেলে।

ছোট তারা ★

সেন্ট জোসেফ স্কুল ভক্তিনগরের পড়ুয়া আরাধ্যা দে সরকার নাচতে ভালোবাসে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই ছাত্রী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতে নিয়েছে।

বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় উড়ালপুল

কলকাতায় উড়ালপুল ভেঙে যাওয়ার পর প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছিল, কোনও উড়ালপুল কিংবা সেতুর নীচে কোনও দখলদারি চলবে না। কিন্তু প্রশাসন শুধু মুখে বলে, কাজে কিছু করে না। তাই শিলিগুড়িতে ফ্লাইওভারের কাজ শেষ হওয়ার আগেই নীচের জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে। কীভাবে বিপদ ও ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এ শহর দৌড়াচ্ছে তা নিয়েই আলোকপাত করলেন শমিদীপ দত্ত। (আজ শেষ পর্ব)

শমিদীপ দত্ত

বাগডোগরা, ১৪ মে : এশিয়ান হাইওয়ে হওয়ার পর থেকেই ভোল বদলেছে গোটা এলাকার। আন্তঃরাষ্ট্রীয় সীমান্তের সঙ্গে জুড়ে থাকা এই পথ ও উড়ালপুল দিয়ে গাড়ি ছুটতে দেখলে দিল্লি, মুম্বইয়ের হাইওয়ের কথা মনে পড়ে যায়। ঝাঁ চকচকে গোটা রাস্তা। একাধিক জায়গায় মাথা তুলেছে উড়ালপুল। কিন্তু উড়ালপুলের নীচেই যেন অন্ধকার।

কোথাও বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে বসছে বাজার, কোথাও চেয়ার-টেবিল পেতে চলছে খাওয়াদাওয়া। যেখানে-সেখানে ইচ্ছেমতো গজিয়ে উঠেছে গাড়ি, বাইকের স্ট্যান্ড। ওপর দিয়ে সজোরে চলা গাড়ি, বাইকের শব্দ নীচের ওই বাজার, স্ট্যান্ড, পার্কিং-এ সবসময়ই আসে।

তবু ভয় লাগে না? প্রশ্ন করতেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেখানে বসা এক ব্যবসায়ীর তাত্ত্বিক উত্তর, 'এত বড় উড়ালপুল ভাঙবে না।' কিন্তু এভাবে কি উড়ালপুলের নীচের জায়গাটা দখল করে ব্যবসা করা যায়? তার অবশ্য কোনও উত্তর মেলেনি। উত্তর তো দেয়নি প্রশাসনও। যেখানে সবকিছু সাধারণ মানুষের চোখে পড়ছে, সেখানে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ বলছেন, 'বিষয়টা জেনে বলতে হবে।' তাহলে উড়ালপুলের নীচের অংশ দখল হলেও তিনি জানেন না!

শহর সংলগ্ন বড় উড়ালপুলগুলোর মধ্যে বাগডোগরার উড়ালপুল যে অন্যতম, তা নিয়ে আলাদা করে কিছু বলার নেই। সম্প্রতি ওই উড়ালপুলের নীচে যেতেই অবাক হতে হল। উড়ালপুলের দু'পাশে সার্ভিস রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা লেগেই রয়েছে। আর সেখানেই যাত্রী ধরতে দিব্যি স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলেছেন গাড়িচালকরা। সারিবদ্ধভাবে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছে গাড়ি, পিকআপ ভ্যান। এমনকি স্থানীয় অনেকে ত্রিপল দিয়ে গাড়ি ঢেকে উড়ালপুলের নীচের অংশকে গ্যারাজ বানিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু এভাবে যে গাড়ি রাখছেন? যদি উড়ালপুলকে কেন্দ্র করে কোনও সমস্যা হয় তাহলে? নিজের পিকআপ ভ্যান সেখানে রেখেই আড্ডায় ব্যস্ত ছিলেন প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। প্রশ্নটা শোনা মাত্র তিনি কিছুটা অবাকই হয়ে গেলেন। তবে গাড়ির থেকেও তো প্রাণের অনেক দাম। সেটা কি কেউ চিন্তা করছে?

গাড়ি, পিকআপ ভ্যানের লাইন যেখানে নেই, সেখানে রয়েছে একের পর এক হোটেল, ফল, সবজির দোকান। উড়ালপুলের নীচের ওই জায়গা থেকেই ফল কিনছিলেন রথীজিৎ রায়। যদি কোনও বিপর্যয় ঘটে? রথীজিতের জবাব, 'ভয় তো লাগে। কিন্তু এখানে না কিনলে তো অনেক দূরে গিয়ে বাজার করতে হবে। সামনেই বাড়ি। তাই উড়ালপুলের নীচে এসে চটপট দরকার মতো সবজি, ফল নিয়ে যাই।'

সন্ধ্যার পর থেকেই উড়ালপুলের নীচের ওই জায়গাতে থাকা খাবারের দোকানগুলোকে কেন্দ্র করে রীতিমতো মেলা বসে যায়। সেখানেই বিভিন্ন বয়সিদের চলে আড্ডা, খাওয়াদাওয়া। এলাকার সচেতন বাসিন্দাদের কথায়, 'না আছে কেউ দেখার, না আছে কেউ সচেতন করার।'

বাগডোগরা ফ্লাইওভারের নীচে সবজির দোকান। সারি সারি যানবাহন। মঙ্গলবার।

হুঁশ নেই

- কোথাও বিস্তীর্ণ অংশজুড়ে বসছে বাজার
- কোথাও চেয়ার-টেবিল পেতে চলছে খাওয়াদাওয়া
- উড়ালপুলের দু'পাশে সার্ভিস রোড দিয়ে গাড়ির আনাগোনা
- যাত্রী ধরতে স্ট্যান্ড বানিয়ে ফেলেছেন গাড়িচালকরা
- সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গাড়ি, পিকআপ ভ্যান
- ত্রিপল দিয়ে গাড়ি ঢেকে উড়ালপুলের নীচের অংশকে গ্যারাজ বানিয়ে ফেলেছেন স্থানীয়দের অনেকে

অনিয়মের তদন্ত

ইসলামপুর, ১৪ মে : ইসলামপুর শহরের মাঝখান দিয়ে যাওয়া রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণের কাজে অনিয়ম নিয়ে সরব হয়েছিলেন পুরসভার একাধিক কাউন্সিলার। কাজের গুণমান ও কাউন্সিলারদের অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে মঙ্গলবার পূর্ত দপ্তরের আধিকারিকরা সরেজমিনে তদন্তে নামেন। বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের উপস্থিতিতে সবকিছু খতিয়ে দেখেন তাঁরা। রাস্তার একাধিক জায়গা ফিতে দিয়ে মাপা হয় এবং মাপ অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না, সেটা যাচাই করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে।

রাস্তার কাজ নিয়ে মূলত দুই ধরনের অভিযোগ তোলেন কাউন্সিলাররা। এক, শিডিউল অনুযায়ী রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে না এবং দুই, পুরসভার আগের রাস্তা ভেঙে সেই সামগ্রী আবার ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও এদিন তদন্ত শেষে পূর্ত আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে অভিযোগকারী কাউন্সিলাররা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মুজাফফর হোসেন বলেন, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে এবং নিজেরা প্রাথমিকভাবে দেখে যা বুঝেছি, সেটা নিয়ে আমরা অভিযোগ করেছিলাম। কারণ, আমাদের কাছে কাজের কোনও শিডিউল বা তথ্য ছিল না। এছাড়া কাজের প্রযুক্তিগত বিষয়গুলো সঠিকভাবে জানা নেই। এদিন আধিকারিকরা আমাদের যেভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলেছেন, তাতে আমরা সন্তুষ্ট। কিছু জিনিস আমরা ভুল বুঝেছিলাম, সেগুলো তাঁরা স্পষ্ট করেছেন। পরবর্তীতেও যাতে ভালোভাবে কাজ হয়, আধিকারিকদের কাছে সেই অনুরোধ রেখেছি।'

পূর্ত দপ্তরের (রোডস) অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ভবতোষ দাস জানান, এদিন তদন্তে গিয়ে মাপজোখ করে দেখা গেল, কাজ সঠিকভাবে হয়েছে। রাস্তা যতটা চওড়া হওয়ার কথা, ঠিক ততটাই করা হচ্ছে।

ডিপিএস সফল এবারও

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : ক্লাস ১০ অল ইন্ডিয়া সেকেন্ডারি স্কুল এগজামিনেশন (এআইএসএসই) দিল্লি পাবলিক স্কুল, শিলিগুড়ি ফের একবার দুর্দান্ত ফল করেছে। এ বছর এই স্কুল থেকে মোট ৪১২ পড়ুয়া এই পরীক্ষায় বসেছিল। যাদের মধ্যে ৭৭ জনের প্রাপ্ত নম্বর ৯০ শতাংশ এবং তার ওপরে। প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট, প্রিন্সিপাল এবং সকল স্টাফের তরফে সফল ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানানো হল। পড়ুয়াদের পরিশ্রম এবং একাগ্রতা প্রশংসার দাবি রাখে। ডিপিএস শিলিগুড়ি এই পড়ুয়াদের জন্য গর্বিত। ভবিষ্যৎ জীবনে তাদের আরও সাফল্য কামনা করে কর্তৃপক্ষ।

এ বছর সেরা তিন পড়ুয়ার মধ্যে রয়েছে অভিজ্ঞান চক্রবর্তী (৯৭.৬ শতাংশ), ঋষি আগরওয়াল (৯৭.২ শতাংশ) এবং অর্চিত রায় (৯৭ শতাংশ)। তাদের এই সাফল্য ছোট পড়ুয়াদের অবশ্যই অনুপ্রেরণা জোগাবে।

মৃণাল সেনকে শ্রদ্ধার্ঘ্য

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : মৃণাল সেন ও সলিল চৌধুরীর জন্ম শতবর্ষ কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার শিলিগুড়ির বিধান রোডের একটি হোটেলে মৃণাল সেনের জন্মজয়ন্তী ও সংগঠনের প্রথম বর্ষপূর্তি পালিত হল। এদিন মৃণাল সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শহরের সংস্কৃতিমনস্ক মানুষ। 'মৃণাল আড্ডা' নামক বিশেষ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

প্রখ্যাত পরিচালকের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ২২, ২৩ ও ২৪ মে দীনবন্ধু মঞ্চে ছয়টি সিনেমা দেখানো হবে। চলচিত্র জগতে মৃণাল সেনের অবদান ও অসামান্য কাজের কথা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এই কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা। এদিন উপস্থিত ছিলেন ডাঃ শেখর চক্রবর্তী, ডাঃ সঞ্জীবন দত্ত, প্রদীপ নাগ, পার্থপ্রতিম মিত্র প্রমুখ।

মডেল রাষ্ট্রসংঘ

শিলিগুড়ি, ১৪ মে : ইয়ুথ অফ ইন্ডিয়ার আয়োজনে আগামী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনের মডেল। মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এই কথা জানান দিল্লি পাবলিক স্কুল, ফুলবাড়ির অধ্যক্ষ মনোয়ারা বি আহমেদ। রবিবার অধিবেশনের শেষদিনে উপস্থিত থাকবেন ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) চেয়ারম্যান ডঃ এস সোমনাথ। তিনদিন ধরে এই কনফারেন্স হবে ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুলে।

কমিটি গঠন

ইসলামপুর, ১৪ মে : সোমবার ইসলামপুরের দেশবন্ধুপাড়া আদর্শ সংঘ ক্লাবের নতুন কমিটি গঠন হয়। পুনরায় সভাপতি হয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ দাস, সম্পাদক রাজ সাহানি এবং কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আদিত্য দাসকে। পদাধিকারীরা জানান, এই বছর তাঁরা পুজোয় আরও বড় চমক দিতে চলেছেন।

তারাদের কথা

কৌশিক গাঙ্গুলির ‘অযোগ্য’ ব্যবহার?

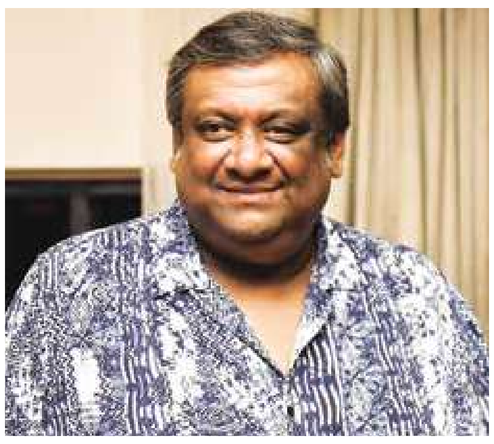

কৌশিক গাঙ্গুলির সঙ্গে তাঁর গানের কম্পোজারের বিরোধ উঠল তুঙ্গে। কৌশিক যা সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর কম্পোজার সেটা মানতে নারাজ। তবে শেষমেশ একটা রফায় তাঁরা এলেন বটে, কিন্তু নিজেদের বিরোধটা স্পষ্ট করে জানিয়েওছেন দুজনে।

কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর নতুন ছবিতে কাজ করেছেন ‘প্রেমে পড়া বারণ’ গানের কম্পোজার রণজয় ভট্টাচার্য। ছবির নাম ‘অযোগ্য’। ছবিতে বেশ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন রণজয়। এবার প্রকাশ্যে এসেছে প্রথম গান, ‘তুই আমার হোবি না’। গানটির টাইটেল তৈরি করার সময় মত-অমতের টানাপড়েন চলতে থাকে কৌশিক এবং রণজয়ের মধ্যে। মতের অমিল রয়েছেন ভীষণ রকম। সে কথা ফেসবুক পোস্ট করে জানিয়েছেন কৌশিক নিজেই। নেপথ্যের কাহিনী বলেছেন রণজয়।

কৌশিক তাঁর ফেসবুক পোস্টে কী লিখেছিলেন? গানের ভিডিয়ো লিঙ্ক শেয়ার করে লিখেছিলেন, ‘রণজয় চেয়েছিল গানের নামটা ‘পর্ণমোচী দিন’ হোক। আমি জেদ ধরে নাম রাখলাম ‘তুই আমার হোবি না’। রণজয় সহমত না হয়েও মেনে নিয়েছিল আমার ভরসায়। ‘হবি না’-র বানান করা হোলো উচ্চরণ অনুযায়ী, আর hobby-র বাংলা বানান ‘হবি’ থেকে আলাদা করার জন্য। যেমন ভালবাসা বানান ভালোবাসাও হয়, তেমনই। না-পাওয়া ভালোবাসার এই গানের সহজ নাম তাই হল, ‘তুই আমার হোবি না’! শুনুন ও শোনান।”

রণজয় বলেছেন, ‘আমার গানের নামছিল পর্ণমোচী দিন। সেটা অনেকটা কঠিন একটা নাম। কৌশিকদা বললেন, অনেক বেশি শ্রোতার কাছে পৌঁছতে একটা সহজ নাম দিতে হবে। তাই নাম হল ‘তুই আমার হোবি না’। আমি হলে পর্ণমোচী দিনই নাম রাখতাম। কিন্তু কৌশিকদার কথাটার সঙ্গেও সহমত হলাম। তিনি ঠিকই বলেছেন।’

একনজরে সেরা ৫

তাব্বু

আসছেন হলিউডের কল্পবিজ্ঞান ঘরানার ছবি ডিউন-এর নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি ডিউন: প্রফেসি-তে। তিনি করবেন সিস্টার ফ্র্যাঞ্চেসকরের চরিত্র। ছবির পরিচালক ডেনিস ভিলেনুয়েভ। ফ্র্যাঙ্ক হার্বার্টের ডিউন-এ দেখানো সময়ের ১০,০০০ বছর আগের সময়কে এই সিরিজের প্রেক্ষাপট বানানো হয়েছে। এর আগে দ্য নেমসেক, লাইফ অফ পাই, দ্য টেবল বয় সিরিজে তিনি ছিলেন।

পুরস্কার

পেলেন অংশুমান ঝা ও অর্জুন মাথুর। চলতি বছরের ইউ কে-এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে লর্ড কার্জন কি হাভেলি ছবির জন্য অংশুমান হয়েছেন সেরা পরিচালক ও অর্জুন হয়েছেন সেরা অভিনেতা। ছবিতে পশ্চিমের দেশগুলিতে এশিয়ানদের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। ব্রিটেনে প্রিমিয়ারের পরই ছবি পুরস্কার পেল।

উচ্চতা

কোনও ব্যাপার নয় বিয়েতে—প্রমাণ করে দিলেন আবদু। বিগ বস-এর এই প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁর বাগদানের ছবি শেয়ার করেছেন। তাঁর উচ্চতা ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি, তাঁর হবু স্ত্রীর নাম আমিরা, উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ছাত্রী। একটি শপিং মলে তাঁদের দেখা হয়। আমিরার আঙুলে আংটি পরিয়ে দিচ্ছেন আবদু—এই ছবি নেটে দেখা যাচ্ছে।

ফিরছে

শেখর সুমনের মুভার্স অ্যান্ড শেখরস। তিনি বলেছেন, ‘এখন টিভি কেউ দেখে না। আর ওটিটি ফিকশন শো-কেই গুরুত্ব দেয়। মুভার্স অ্যান্ড শেখরস-কে ফেরানোর জন্য টিভি সঠিক মাধ্যম ছিল না। আমি সঠিক সুযোগ খুঁজছিলাম, এখন পেয়েছি।’ তাঁর আর একটি সিরিয়াল ‘দেখ ভাই দেখ’ও আবার দেখা যাবে। কাজ এগোচ্ছে।

নিজস্ব

ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আসছে সরকারি ব্রডকাস্টার প্রসার ভারতী। অগাস্ট থেকে শুরু হচ্ছে সম্প্রচার। এর মূল উদ্দেশ্য, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যনির্ভর অনুষ্ঠান নির্মাণ, যা পরিবারের সবাই দেখতে পারে। প্রথম ৫ বছর এই সম্প্রচার দেখতে টাকা লাগবে না। বিষয় নির্ধারণের জন্য কবীর বেদী, অধিকারী ব্রাদার্স, বিপুল শাহ থাকছেন।

জাহ্নবীকে দেখে চমকে গেলেন প্রেমিক

জাহ্নবীকে দেখে চমকে উঠলেন তাঁর প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়া। অবশ্য জাহ্নবী কখনও প্রকাশ্যে তাঁকে প্রেমিক বলেন না। শিখরও প্রকাশ্যে জাহ্নবী নিয়ে কোনও শব্দ খরচা করেন না। কিন্তু দুজনের সম্পর্কটা আর কারও জানতে বাকি নেই।

সদ্য প্রকাশিত ‘মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি’র ট্রেলার দেখে শিখর পাহাড়িয়ার চোখ কপালে উঠেছে। কেন বলুন তো? সেখানে জাহ্নবীকে ক্রিকেট খেলতে দেখা গেছে যে। রাজকুমার রাওয়ের সঙ্গে এই ছবি করার আগে জাহ্নবীকে ক্রিকেটে অল্পবিস্তর প্রশিক্ষণও নিতে হয়েছে।

ট্রেলারে তাঁকে ক্রিকেট খেলতে দেখেই শিখর পাহাড়িয়া লিখেছেন, ‘ওয়াও, তুমি ক্রিকেট খেলতে পারো!’

জাহ্নবী তাঁর উত্তরে লিখেছেন, ‘তোমাকে মিস করছি শিখু’।

শিখরকে এই নামেই ডাকেন জাহ্নবী। সম্প্রতি তাঁর বাবা বনি কাপুর প্রযোজিত ‘ময়দান’ ছবির প্রিমিয়ারে ‘শিখু’ খোদাই করা লকেট গলায় পরে এসেছিলেন জাহ্নবী। যদিও সেই লকেট নিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি।

সলমন যদি ক্ষমা চান

রাজস্থানে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার কারণে মাশুল দিয়েই চলেছেন সলমন খান। কোর্টকাছারি তো চলছেই, তার ওপর বিষ্ণোই সম্প্রদায় সলমনকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিছুদিন আগেই তাঁকে হত্যা করতে গিয়ে ছয় জন ধরা পড়েছে। তাঁর কৃষ্ণসার হরিণ হত্যার জন্য সম্প্রতি সলমনের প্রাক্তন প্রেমিকা সোমি আলি বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। তার উত্তরে সম্প্রদায়ের তরফে সারা ভারত বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের সভাপতি দেবেন্দ্র বুদিয়ার একটি বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ‘সলমন খান যদি নিজে ক্ষমা চায়, তাহলে বিষয়টি বিষ্ণোই সম্প্রদায় বিবেচনা করে দেখবে। হরিণ হত্যা করেছে সলমন, সোমি আলি নয়। তাই সম্প্রদায়ের কাছে তাকে প্রস্তাব পাঠাতে হবে, যে সে ক্ষমা চাইছে। শুধু তাই নয়, তাকে মন্দিরে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং প্রতিজ্ঞা

সলমন খান যদি নিজে ক্ষমা চায়, তাহলে বিষয়টি বিষ্ণোই সম্প্রদায় বিবেচনা করে দেখবে। হরিণ হত্যা করেছে সলমন, সোমি আলি নয়। তাই সম্প্রদায়ের কাছে তাকে প্রস্তাব পাঠাতে হবে, যে সে ক্ষমা চাইছে

করতে হবে যে, সে ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর করবে না এবং বন্য জন্তু ও পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য কাজ করবে। যদি ও এগুলো করে, তাহলে তাকে ক্ষমা করার বিষয়টি সমাজ বিবেচনা করে দেখবে।’

প্রসঙ্গত, হাম সাথ সাথ হ্যায় ছবির শুটিংয়ের সময় সলমন, সইফ আলি, তাব্বু, করিশমা জঙ্গল সাফারিতে যান। সলমন সেখানে কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা করেন। এই হরিণকে বিষ্ণোই সম্প্রদায় পুজো করে। তারা মনে করে, তাদের আরাধ্য দেবতা ভগবান জাম্বেশ্বর বা জাম্বাজির পুনর্জন্ম হয়েছে এই কৃষ্ণসার হরিণ রূপে। তারা সলমনের বিরুদ্ধে এফআইআর করে। সলমনকে গ্রেপ্তার করা হয়, ওই বছরই তিনি জামিন পান। হাইকোর্ট তার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেয়। কিন্তু রাজস্থান সরকার এই আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। অন্যদিকে বিষ্ণোইরা নিজের মতো করে সলমনকে শাস্তি দেবার জন্য তাঁকে হত্যার ছক করে চলেছে। সলমন এখন শক্তিশালী নিরাপত্তার বেষ্টনীতে থাকছেন।

সোশ্যাল মিডিয়ার বিরুদ্ধে আদালতে

তাঁর ব্যক্তিত্বকে নানা অ-স্বীকৃত পণ্য যেমন মগ, সই করা পোস্টার, ব্যাগ ইত্যাদি বিক্রির জন্য বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বাণিজ্যিক কারণে, কুৎসিত মিমস বানানো হচ্ছে তাঁকে নিয়ে, নকল বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে তাঁকে হেনস্থা করা হচ্ছে, আর ছবিতে তিনি ‘বিড়ু বলে একটি মারাঠি শব্দ ব্যবহার করতেন নানা সংলাপে, তাকেও বিসদৃশভাবে ব্য[...] করা হচ্ছে—এই অভিযোগগুলি নিয়েই জ্যাকি শ্রফ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন আইনজীবী সঞ্জীব নরুলা সংশ্লিষ্ট সংস্থা[...] সমন পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ‘জ্যাকি শ্রফ একজন সম্মানিত অভিনেতা। এইসব তথাকথিত বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাঁর নামে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে, তাঁরা মনে করছেন জ্যাকি এইসব পণ্যের মডেল। এর ফলে সংস্থাগুলি প্রচুর রোজগার করেছে। এর জন্য অভিনেতার সম্মতি নেওয়া হয়নি। ফলে, অভিনেতার ইমেজ ও সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই আদালতের কাছে শিগগির এসব বন্ধ করার জন্য আবেদন জানিয়েছি।’ শোনা গিয়েছে, এই কেসের পর এরকম অনেক সংস্থা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে তাদের পণ্য প্রদর্শন ও বিজ্ঞাপন তুলে নিয়েছে।

অনুষ্কার অভিনব উপহার

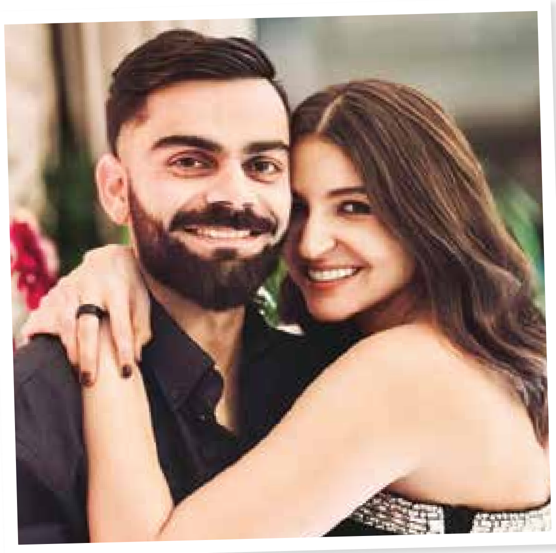

তাঁর ছেলেমেয়েদের ছবি তোলা যাবে না। এমনই একটা শর্ত রেখেছিলেন অনুষ্কা শর্মা আর বিরাট কোহলি। এই সময়ে সেই শর্ত মানাটা সবচেয়ে কঠিন। তবে আলোকচিত্রীরা সবদিক দিয়ে অনুষ্কা আর বিরাটকে সমর্থন করেছেন। তাঁরা আজ অবধি একটাও ছবি তোলেননি। অনুষ্কা আর বিরাটের গোপনীয়তাকে সম্মান জানিয়েছেন তাঁরা।

আর এবার অনুষ্কাদের পালা। আলোকচিত্রীদের জন্য উপহার পাঠালেন অনুষ্কা শর্মা ও বিরাট কোহলি। সঙ্গে একটা মিষ্টি নোট। তাঁদের বাচ্চাদের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন দম্পতি।

সোনালি রঙের এই গুডি-বাস্কেটের ওপর সুন্দর ফুলের কারুকাজ আছে। সেই বাস্কেটে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে রয়েছে পাওয়ার ব্যাংক, ব্যাগ, জলের বোতল। আলোকচিত্রীদের বাড়িতে বাড়িতে সেই ব্যাগ পৌঁছে যাচ্ছে।

তাঁদের কথা শোনার জন্যে, তাঁদের অনুরোধ আর ব্যক্তিগত আড়ালটা বজায় রাখার জন্যে আলোকচিত্রীদের ধন্যবাদ জানিয়ে একটা করে পার্সোনাল নোটও পাঠিয়েছেন অনুষ্কা আর বিরাট।

সইফ, করিনার চুম্বন

এই দম্পতির চুম্বন নিয়ে নেটমহল সরগরম। চুম্বন-সমৃদ্ধ একটি ভিডিও ছড়িয়েছে এখানে। দেখা যাচ্ছে, সইফ আলি ও করিনা কাপুর তাদের বাড়ির সামনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছেন সন্ধেবেলায়। ক্যামেরা তাঁদের দিকেই তাক করা ছিল। তাঁদের সামনেই এবং গাড়ি আসার আগে তাঁরা একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট রাখেন। দুজনের সাদা পোশাকক, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আরও সুন্দর হয়ে গেল তাঁদের এই চকিত চুম্বনে। আড়ালবিহীন, সহজ স্বাভাবিক এই আদর তাঁদের অটুট দাম্পত্যের নজির, নিঃসন্দেহে। নেটমহল অবশ্য দুভাবে এই চুম্বনকে নিয়েছে। কেউ বলেছে, দারুণ। কেউ বলেছে, বাড়িতে জায়গা নেই!

কিয়ারার কান সফর

২০২৪ সালের কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে রেড সি ফিল্ম ফাউন্ডেশনের উওমেন ইন সিনেমা গালা-র ডিনারকে আরও উজ্জ্বল করতে উপস্থিত থাকবেন অভিনেত্রী কিয়ারা আডবানি। অনুষ্ঠান-সঞ্চালক ভ্যানিটি ফেয়ার। বিশ্বের বিনোদন জগৎ থেকে আরও ছয় জন মহিলা উপস্থিত থাকবেন বিনোদনে তাঁদের অবদানের জন্য। চার প্যানেলের একটি আলোচনা সভা হবে সিনেমা নিয়ে। রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে কিয়ারা অংশ নেবেন। ঐশ্বর্য রাই, অনুষ্কা শর্মা, দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলি খানের পর কিয়ারা এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

অন্ধকারের উৎস হতে

সে জন্মান্ধ। কানের কাছে কতজনের উড়ে আসা কথা। চোখে দেখে না যখন, তখন এটা পারবে না ওটা পারবে না। সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপনে সে অক্ষম। আরও কত কি! যেমনটা হয়ে থাকে আমাদের সমাজে। কিন্তু কেউ কেউ আছে সেই অন্ধকারের দিনগুলো থেকেই বলতে থাকে, বিশ্বাস করে সে পারবে। ওরা পারলে আমিও পারব—ঠিক এই কথাগুলোই বলেছিলেন শিল্পপতি শ্রীকান্ত বোল্লা। জন্মান্ধ হয়েও তিনি রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি সাফল্যের শিখর ছুঁয়েছেন আর তাঁর জীবনের এই সত্যিটা নিয়ে নির্মিত ছবি শ্রীকান্ত।

গল্প যেমন

১৯৯২ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের মচিলিপত্তনমে শ্রীকান্ত বোল্লার জন্ম। বাবা প্রিয় ক্রিকেটার কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের নামানুসারে ছেলের নাম রাখেন শ্রীকান্ত। ছেলে জন্মান্ধ জেনে দিশেহারা বাবা আর পাঁচজনের কথায় তাকে মেরে ফেলতে চান, কিন্তু মা কিছুতেই তা করতে দেন না। এরপর শুরু হয় শ্রীকান্তের পড়াশোনা। স্কুলের শিক্ষিকা দেবিকা তাকে মায়ের মতোই আগলান, লেখাপড়ার সঙ্গে শেখান, কীভাবে স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, দৃষ্টিহীন হয়েও। মেধাবী শ্রীকান্ত ক্লাস ১০-এর বেড়া পেরিয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চায় কিন্তু দৃষ্টিহীন শ্রীকান্তকে সেই সুযোগ দিতে চায় না স্কুল। বলে, তাদের সেই কাঠামো নেই। স্কুলের বিরুদ্ধে মামলা করেন শ্রীকান্ত এবং জেতেন। ১২ ক্লাস পাশ করেন রেকর্ড নম্বর পেয়ে। বিদেশের ৪টি স্কুল তাঁকে স্কলারশিপ দেয়। ভর্তি হন আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে। এরপর তাঁর পড়াশোনা, দেশে ফেরা ও শিল্পপতি হয়ে ওঠা —সবকিছু নিয়েই ছবি।

অভিনয় কেমন

রাজকুমার রাও শ্রীকান্ত চরিত্রে। অসাধারণ তাঁর অভিনয়। দৃষ্টিহীন একজনের যন্ত্রণা, আবেগ, আত্মসম্মান ফুটিয়ে তুলে একেবারে শ্রীকান্তই বনে গিয়েছেন তিনি। যখন পড়ে গিয়ে কপাল ফাটছে, অন্যরা অন্ধ বলে মজা করছে তখন শিক্ষিকার কাছে কেঁদে তাঁর বারবার বলা, আমি ভিক্ষে করতে চাই না, আমি ভিখারি হব না—তখন তাঁর জন্য করুণা নয়, শ্রদ্ধা তৈরি হয়। বেরিয়ে আসে তাঁর ভিতরের শক্তি ও সাহস। দেবিকা হয়েছেন জ্যোতিকা সাদানা। তাঁর উপস্থিতি ও পরিমিত অভিনয় রাজকুমারের চরিত্র ও অভিনয়কে সুদৃঢ় করে। শরদ কেলকর হয়েছেন রবি মান্থা। তিনি শ্রীকান্তের বন্ধু, বড় ভাই এবং তাঁর ব্যবসার সঙ্গী। তাঁর টাকাতেই শ্রীকান্তের শিল্পপতি হবার সফর শুরু। বন্ধুর দায়িত্ব, কঠিন সময়েও স্তম্ভের মতো দাঁড়িয়ে থাকা---প্রতিটি জায়গায় শরদ দারুণ। জামিল খান হয়েছেন প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম। তাঁর সঙ্গে শ্রীকান্তের কয়েকটি দৃশ্য জীবনের শিক্ষা দিয়ে যায়। শ্রীকান্তের স্ত্রী স্বাতী হয়েছেন আল্যয়া এফ। চিত্রনাট্য তাঁকে তত সুযোগ দেয়নি। তবে আল্যায়া তার মধ্যেও ছাপ রেখে যান।

পরিচালনার কারিকুরি

পরিচালক তুষার হিরানন্দানি গোড়া থেকেই দৃষ্টিহীন এক মানুষের সামাজিক, পারিবারিক বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে শ্বাসরোধকারী লড়াইয়ের মধ্যেই ছবিকে সীমায়িত রেখেছেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য দৃষ্টিহীন বা প্রতিবন্ধীদের প্রতি আমাদের সমাজের ব্যবহার, সুযোগ-সুবিধার অভাব, এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। সে কাজে তিনি সফল। শ্রীকান্তর মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের জন্য তিনি সমান অধিকার ও সুযোগ দাবি করেছেন, পুরো ছবিতেই সেই মৃদু আত্মকথন ছড়িয়ে থাকে। এর সঙ্গে যোগ করেছেন শ্রীকান্তর মজা করার, ব্যঙ্গ করার ক্ষমতা, যা কষ্টকর মুহূর্তকে মজায় বদলে দর্শককে একটু স্বস্তি দেয়।

সুমিত পুরোহিত ও জগদীপ সিধুর চিত্রনাট্যে টেনে বাড়ানোর চেষ্টা নেই। এই ধরনের বায়োপিকে সেটা করাও যায় না। ছবিতে পাপা কহতে হ্যায় গানটির কথা আলাদা করে বলতেই হয়।

movie রিভিউ

খেলায় আজ

১৯৪৫ : ভগবৎ চন্দ্রশেখরের জন্মদিন। ৫৮ টেস্ট খেলে তিনি ২৪২ উইকেট নিয়েছিলেন। কিন্তু রান করেছিলেন মাত্র ১৬৭।

সেরা অফবিট খবর

দুর্ব্যবহারের শিকার শাহিন

আয়ারল্যান্ড সফরে গিয়ে এক আফগান সমর্থকের দুর্ব্যবহারের শিকার হলেন পাকিস্তানের পেসার শাহিন শা আফ্রিদি। সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ক্লনটার্ফ ক্রিকেট ক্লাবের মাঠে পাকিস্তান দলের অনুশীলনের সময় মাঠের বাঁ পাশে ছিল উৎসুক সমর্থকদের ভিড়। সেখান থেকেই একজন পাক পেসারকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করেন। এরপরই তার সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু করে দেন শাহিন। পরে তিনি ভেতরে গিয়ে নিরাপত্তাকর্মীকে ডেকে নিয়ে আসেন। নিরাপত্তাকর্মী এসে সেই আফগান সমর্থককে মাঠ থেকে বের করে দেন।

ভাইরাল

বল চোর

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্সের এক ব্যাটার ছক্কা হাঁকিয়ে ছিলেন। বল গ্যালারিতে চলে গেলে রিঙ্কু সিংয়ের নামাঙ্কিত জার্সি পরিহিত এক দর্শক তা অন্তর্বাসের ভেতরে ঢুকিয়ে নেন। কিন্তু কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে তিনি ফাঁকি দিতে পারেননি। পুলিশকর্মীটি এসে বল মাঠে ফেরত তো পাঠিয়েই দেন, সেই সঙ্গে বল চোরকে ঘাড় ধাক্কা দেন।

সংখ্যায় চমক

২৪

মহিলাদের সিঙ্গলসে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ে ২৪ নম্বরে উঠে এসেছেন মণিকা বাত্রা। টেবিল টেনিসে প্রথম কোনও ভারতীয় মহিলা সিঙ্গলস খেলোয়াড় র‍্যাংকিংয়ে প্রথম পঁচিশে ঢুকলেন।

ইনস্টা সেরা

উত্তরাখণ্ডের জিম করবেট জাতীয় উদ্যানে স্ত্রী অঞ্জলির সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন শচীন তেন্ডুলকার।

সেরা উক্তি

আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হচ্ছে। লিগ ওয়ান আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে থেকে যাবে। এই লিগ থেকেই আমি পরিচিতি লাভ করেছি।

-কিলিয়ান এমবাপে
(প্যারিস সাঁ জাঁ ছাড়া নিয়ে)

স্পোর্টস কুইজ

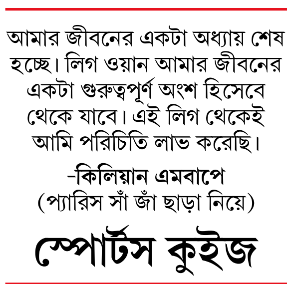

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ কোন মাঠ আয়োজন করেছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ঋষভ পন্থ, ২. কেভিন, স্যাম ও টম কুরান।

সঠিক উত্তরদাতারা

অভিনব ভট্টাচার্য, সুমাংশু রায় লাহিড়ি, অরিজিৎ মণ্ডল, সুমন মিত্র, গৌরব কুণ্ডু, সবুজ উপাধ্যায়, শ্রেয়সী দাস, নীলরতন হালদার, কৌশাভ দে, সৌম্যদীপ চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুবজ্যোতি দাস, বীণাপানি সরকার হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, রাজদীপ ভৌমিক, রুদ্র নাগ।

এগিয়ে ভিভিএস ■ আগ্রহী ল্যাঙ্গার-গম্ভীরও ■ আবেদনে মুডি, ফ্লেমিং

দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি নির্বাচনে বিসিসিআই

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৪ মে : চলছে আইপিএল। তার মধ্যেই বাজছে কুড়ির বিশ্বকাপের বাজনা। সঙ্গে আজ যুক্ত হল টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ নিয়ে জল্পনাও!

জুন মাসে আমেরিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে টি২০ বিশ্বকাপের পরই বর্তমান টিম ইন্ডিয়া কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। তিনি ফের রোহিত শর্মাদের হেডস্যরের ভূমিকায় আগ্রহী কি না, এখনও স্পষ্ট নয়। তার মাঝেই গতকাল রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে 'কোচ কি খোঁজ'-এর বিজ্ঞাপন সামনে এসেছে।

আজ সারাদিন ধরে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে বহু জল্পনা, সমীকরণ ঘুরপাক খেয়েছে। ২০১৪ সালে ডানকান ফ্লেচার টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার পর বিদেশি কোচের দিকে আগ্রহ দেখায়নি বিসিসিআই। মাঝের সময়ে কখনও রবি শাস্ত্রী, কখনও অনিল কুম্বলে, আবার কখনও দ্রাবিড় টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পালন করেছেন। দ্রাবিড়ের উত্তরসূরি নির্বাচনে তিন সদস্যের ক্রিকেট পরামর্শদাতা কমিটি স্বদেশি নাকি বিদেশি কোচের দিকে ঝুঁকবেন, এখনও স্পষ্ট নয়। তার আগেই আজ দ্রাবিড়ের উত্তরসূরির দৌড়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম প্রবলভাবে সামনে এসেছে। সন্ধ্যার দিকে ভিভিএসের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তবে বোর্ডের অন্দরের খবর, আপাতত দৌড়ে সবার আগে ভিভিএসই।

কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন টম মুডি ও চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং।

সূত্রের খবর, বিসিসিআইয়ের তরফেই তাঁদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল।

প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার তথা স্টিভেন স্মিথদের অন্যতম সফল কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারও টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আইপিএলে লখনউ সুপার জায়েন্টসের কোচের দায়িত্বে রয়েছেন ল্যাঙ্গার। ফলে ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট ধারণা রয়েইছে। এহেন ল্যাঙ্গার আজ বলেছেন, 'যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতিই পূর্ণ শ্রদ্ধা রয়েছে আমার। কী পরিমাণ চাপ থাকে, তা অজানা নয়। হয়তো আগে কখনও ভাবিনি, কিন্তু ভারতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিতে পারলে সেটা খারাপ হবে না। দুর্দান্ত একটা চ্যালেঞ্জ সবসময় থাকবে। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটে প্রতিভার সম্পর্কেও স্পষ্ট ধারণা রয়েছে আমার।' ল্যাঙ্গারের মতো এতটা খুল্লমখুল্লা না হলেও প্রাক্তন কোচ শাস্ত্রীও ফের দায়িত্বে ফিরতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে এক ইউটিউব শোয়ে হাজির হয়ে রোহিতদের প্রাক্তন হেডস্যর বলেছেন, 'আপাতত ইচ্ছা নেই। কিন্তু সাত বছর ভারতীয় দলের সঙ্গে কাটিয়েছি। ফলে ভারতীয় ক্রিকেটকে খুব ভালোভাবেই জানি, চিনি প্রায় সব ক্রিকেটারকেই। সকলেই আমার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সম্পর্কে জানেন। তাই ভবিষ্যতে কী পরিস্থিতি তৈরি হবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

দ্রাবিড়ের উত্তরসূরির দৌড়ে আচমকাই ঢুকে পড়েছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর গৌতম গম্ভীরও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর বিস্তর অভিজ্ঞতার পাশে ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে লখনউ সুপার জায়েন্টস দলের পাশে বর্তমানে তিনি কেকেআরের মেন্টরের ভূমিকাতেও রয়েছেন। এহেন গম্ভীর তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে খবর। আহমেদাবাদ থেকে আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় ফেরার পর গম্ভীরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হলে তাঁর মোবাইল বেজে গিয়েছে। মেসেজ, হোয়াটসঅ্যাপেরও জবাব দেননি তিনি। তবে সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। ২৭ মে-র মধ্যে সব আগ্রহীদেরই আবেদন করতে হবে। বর্তমান কোচ দ্রাবিড়ও যদি তাঁর দায়িত্ব চালিয়ে যেতে চান, তাহলে তাঁকেও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফের আবেদন করতে হবে। দ্রাবিড় কি সেই পথে হাঁটবেন? নাকি নতুন কাউকে রোহিত, বিরাট কোহলিদের হেডস্যর হিসেবে দেখা যাবে?

জাতীয় দলে পরবর্তী কোচের দৌড়ে এগিয়ে ভিভিএস লক্ষ্মণ, জাস্টিন ল্যাঙ্গার ও গৌতম গম্ভীর।

প্র্যাকটিসেও হার্দিক 'বয়কট' রোহিতদের

অধিনায়ক পান্ডিয়ার পাশে গম্ভীর

মুম্বই, ১৪ মে : বিদায়ঘণ্টা অনেক আগেই বেজে গিয়েছে।

আগামী ১৭ মে চলতি লিগে শেষবারের মতো নামবে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষ লখনউ সুপার জায়েন্টস। শুরু থেকে খোঁড়াতে থাকা মুম্বই শিবির মরিয়া সমর্থকদের সামনে শেষটা জয়ের মেজাজে করতে। যদিও লক্ষ্যপূরণের পথে কাঁটা সেই দলগত অনৈক্য, দ্বিধাবিভক্ত সাজঘর।

রোহিত শর্মা বনাম হার্দিক পান্ডিয়া, যে ঝামেলার আগুন নেভার লক্ষণ নেই। বিশ্বকাপের দল নির্বাচন ঘিরে দুইজনকে নিয়ে নানা কথাবার্তা সামনে আসছে। রোহিত নাকি বিশ্বকাপে হার্দিককে চাননি, এমন দাবি আগুনে ঘি ঢালছে। গোটা লিগে যা ভুগিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে। শেষ ম্যাচের আগেও পরিস্থিতি পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই। বরং তা আরও খারাপ।

অনুশীলনেও হার্দিক পান্ডিয়াকে অলিখিত 'বয়কট' করছেন রোহিত, সূর্যকুমার যাদবরা। ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের আগে প্র্যাকটিসে ঘণ্টা তিনেক মাঠে থাকলেও পরস্পরকে এড়িয়ে যান হার্দিক-রোহিত। খবর, চলতি লিগে দুজনকে কার্যত একসঙ্গে প্র্যাকটিস করতে দেখাই যায়নি। রোহিত থাকলে হার্দিক সেই নেট এড়িয়ে যান। উলটোটা হিটম্যানের ক্ষেত্রেও।

কেকেআর ম্যাচের আগে আবার দল বেঁধে হার্দিক-বয়কট! নেটে গা ঘামানোর পর মাঠের ধারেই বসে কথা বলছিলেন রোহিত, সূর্য ও তিলক ভার্মা। সেই সময় ঢোকেন হার্দিক। আর তাঁকে দেখেই রোহিতরা মাঠের অন্য ধারে হাঁটেন। ইতিমধ্যেই দল ছাড়ার ইঙ্গিত ভাসিয়ে দিয়েছেন রোহিত। সূর্য সহ সেই পথে পা বাড়ানোর সংখ্যাটা বড়সড়ো হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

> অধিনায়ক হিসেবে পিটারসেন, এবি বিশাল কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যদি ওদের রেকর্ড দেখেন, দেখবেন বাকিদের চেয়ে খারাপ। নিজের স্কোরটুকু বাদ দিলে আইপিএলে এবির আর কোন সাফল্য আছে বলে মনে হয় না। হার্দিক তো সেখানে আইপিএল জয়ী অধিনায়ক। তুলনাটা তাই সঠিক হওয়া উচিত।
>
> **গৌতম গম্ভীর**
> (হার্দিকের সঙ্গে পিটারসেন, ডিভিলিয়ার্সের তুলনা প্রসঙ্গে)

রোহিত-হার্দিক বাড়তে থাকা দূরত্বে বিশ্বকাপেও আশঙ্কার মেঘ দেখছেন অনেকে। ১১ বছর পর আইসিসি ট্রফি জয়ের জন্য টি২০ বিশ্বকাপে নামবে টিম ইন্ডিয়া। যে ব্রিগেডে অধিনায়ক রোহিতের ডেপুটি হার্দিকই। দুইজনের সম্পর্কের সমীকরণ বর্তমানে তলানিতে। প্রাক্তনদের আশঙ্কা, যার প্রভাব পড়তে বাধ্য বিশ্বকাপ-সাফারিতে।

এদিকে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে গৌতম গম্ভীরকে পাশে পেলেন হার্দিক। নেতৃত্ব নিয়ে ঘরে-বাইরে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। এদিন হার্দিকের হয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন নাইট মেন্টর। এবি ডিভিলিয়ার্স, কেভিন পিটারসেনদের দিকে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে গম্ভীর বলেন, 'ওরা দুইজন যখন অধিনায়ক ছিলেন, তখন কী করেছেন? অধিনায়ক হিসেবে পিটারসেন, এবি বিশাল কিছু করেছেন বলে মনে হয় না। যদি ওদের রেকর্ড দেখেন, দেখবেন বাকিদের চেয়ে খারাপ। নিজের স্কোরটুকু বাদ দিলে আইপিএলে এবির আর কোনও সাফল্য আছে বলে মনে হয় না। হার্দিক তো সেখানে আইপিএল জয়ী অধিনায়ক। তুলনাটা তাই সঠিক হওয়া উচিত।'

পাঁচদিন আগে লোকেশ রাহুলকে মাঠের মধ্যেই ভর্ৎসনা করেছিলেন লখনউ সুপার জায়েন্টসের মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। সোমবার রাতে সেই রাহুলকেই তিনি নিজের বাড়িতে নৈশভোজে ডেকেছিলেন। পরে রাহুলের সঙ্গে তাঁর আলিঙ্গনের ছবিও পোস্ট করেছেন। অনেকেই বলছেন, ভুল বুঝতে পেরে নিজের বাড়িতে লোকেশকে ডেকেছিলেন গোয়েঙ্কা।

চোট পাওয়া তাসকিন বাংলাদেশ দলে

ঢাকা, ১৪ মে : জুনে আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ জনের দল ঘোষণা করল বাংলাদেশ। প্রত্যাশা মতোই দলে জায়গা পেলেন সৌম্য সরকার, মুস্তাফিজুর রহমানরা। এমনকি ২৯ বছরের পেসার তাসকিন আহমেদকে দলে রাখলেন নির্বাচকরা। তাঁকে সহ অধিনায়কের দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। পাঁজরে চোট পেয়ে জিম্বাবোয়ে সিরিজের শেষ ম্যাচ খেলতে পারেননি তাসকিন। তার আগে ৪ ম্যাচে ৪.৫৬ ইকনমিক রেটে ৮ উইকেট শিকার করেন তিনি। যার সুবাদে সিরিজ সেরার পুরস্কারও জিতে নেন তাসকিন। প্রধান নির্বাচক গাজি আসরাফ অবশ্য আশাবাদী তাসকিন চোট সারিয়ে নামতে পারবেন বিশ্বকাপে।

বাংলাদেশ দল

নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তাসকিন আহমেদ (সহ অধিনায়ক), লিটন দাস, সৌম্য সরকার, তানজিদ হাসান, সাকিব আল হাসান, তৌহিদ হৃদয়, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, জাকের আলি, তনভীর ইসলাম, মাহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, শরিফুল ইসলাম, তানজিম হাসান সাকিব।

রিজার্ভ

হাসান মাহমুদ, আফিফ হোসেন।

নাজমুল হোসেন শান্ত নেতৃত্ব দেবেন বাংলাদেশকে। সঙ্গে রয়েছেন সাকিব আল হাসান। যিনি ২০০৭ সালে প্রথম টি২০ বিশ্বকাপ থেকে প্রতিটি বিশ্বকাপেই খেলেছেন। ফর্মে না থাকলেও দলে জায়গা পেয়েছেন লিটন দাস। এই প্রসঙ্গে আসরাফ বলেছেন, 'লিটনের জায়গায় আমাদের একজন উইকেটকিপার-ব্যাটার প্রয়োজন ছিল। সেই জায়গায় আনামুল হক বিজয়ের কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু কনকাশন সাব এবং অন্যান্য পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমরা লিটনের উপরে ভরসা রেখেছি। ও নিজের ব্যাটিং নিয়ে খাটছেও।'

এছাড়াও বোলিং অলরাউন্ডার মহম্মদ সৈফুদ্দিনের জায়গায় ডাক পেয়েছেন তরুণ ডানহাতি জোরে বোলার তানজিম হাসান সাকিব। আসরাফ যুক্তি দেখিয়েছেন, 'দলের প্রয়োজনের কথা ভেবে তানজিম জায়গা পেয়েছে। যদিও দুইজনের মধ্যে ফারাক ছিল খুবই কম।'

টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলবে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ডালাসে। গ্রুপ 'ডি' তে বাংলাদেশের সঙ্গে থাকা বাকি দেশগুলি হল দক্ষিণ আফ্রিকা, নেপাল এবং নেদারল্যান্ডস।

ভারত শেষ চারে খেলবে গায়ানাতে

দুবাই, ১৪ মে : টি২০ বিশ্বকাপের শেষ চারে উঠতে পারলে ভারত খেলবে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল। ২৭ জুন যা হওয়ার কথা গায়ানাতে।

এক নামকরা ক্রিকেট ওয়েবসাইটের মতে এই সিদ্ধান্তের পেছনে প্রধান কারণ হল ম্যাচের সময়। জুনের ২৬ তারিখ প্রথম সেমিফাইনাল খেলা হবে ত্রিনিদাদে। স্থানীয় সময় রাত ৮.৩০ মিনিটে রয়েছে খেলা। সেই অনুযায়ী ভারতে খেলা সম্প্রচারিত হবে সকাল ৬টায়। কিন্তু গায়ানাতে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলা শুরু হওয়ার কথা স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটায়। ফলে সেই খেলা ভারতে সম্প্রচারিত হবে রাত ৮টায়। ভারতে টিভির 'প্রাইম টাইমের' সঙ্গে সময় মিলে যাওয়ায় দ্বিতীয় সেমিফাইনালেই দেওয়া হয়েছে ভারতের ম্যাচ। এবং ২৯ জুন বিশ্বকাপের ফাইনাল হবে বার্বাডোজে। ওখানকার সময়ে ম্যাচ শুরু হবে সকাল দশটায়। ফলে ভারতে ক্রিকেটপ্রেমীরা সেই ম্যাচ দেখতে পাবেন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা থেকে। পাশাপাশি প্রথম সেমিফাইনাল এবং ফাইনালে ম্যাচের জন্য একদিন করে 'রিজার্ভ ডে' রাখা হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য কোনও রিজার্ভ ডে রাখা হয়নি। কারণ, দ্বিতীয় সেমিফাইনালের একদিন পরেই ফাইনাল। যদিও ম্যাচ খারাপ আবহাওয়ার জন্য দেরিতে শুরু হলে ২৫০ মিনিট অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ রাখা হয়েছে দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য। যেখানে প্রথম সেমিফাইনাল ও ফাইনালের জন্য রিজার্ভ ডে রাখার কারণে অতিরিক্ত সময় রাখা হয়েছে মাত্র ১৯০ মিনিট।

খেলা শুরু
রাত ৮টায় (ভারতীয় সময়ে)

আজ জিতলেই প্লে-অফে নিশ্চিত রাজস্থান

রিয়ান-আবেগে ঊর্ধ্বমুখী পারদ

গুয়াহাটি, ১৪ মে : শহরে ঘরের ছেলে।

প্রত্যাশামাফিক ক্রিকেট পারদ আরও ঊর্ধ্বমুখী। রিয়ান পরাগ। অসম ক্রিকেটের মুখ। ঘরোয়া ক্রিকেট এবং আইপিএলে যাঁর সাফল্য মুখ উজ্জ্বল করেছে গোটা অসম উপত্যকার। যাঁর হাত ধরে আইপিএলের স্পেশাল স্বাদ।

গুয়াহাটি এবার রাজস্থান রয়্যালসের দ্বিতীয় হোম। আগামীকাল তারা এখানকার বরসাপাড়া স্টেডিয়ামে ত্রয়োদশ ম্যাচ খেলবে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে। জিতলেই প্লে-অফের সঙ্গে প্রথম দুইয়ে থাকাও নিশ্চিত। এক ঢিলে দুই পাখি মারার যে ম্যাচে সঞ্জু স্যামসনের গোলাপি ব্রিগেডের অন্যতম 'তুরুপের তাস' স্বয়ং রিয়ানও। চলতি লিগে দারুণ ছন্দে রয়েছেন তরুণ মিডল অর্ডার ব্যাটার। আগামীকাল তার ঝলক মানে আরও স্পেশাল ক্রিকেটীয় দ্বৈরথ।

১২ ম্যাচে রাজস্থানের পয়েন্ট ১৬। পয়েন্ট টেবিলে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ঠিক পিছনেই দ্বিতীয় স্থানে কুমার সাঙ্গাকারার প্রশিক্ষণাধীন দল। পাঞ্জাব কিংস সেখানে সমসংখ্যক ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে সবার শেষে (দিল্লি-লখনউ ম্যাচের আগে পর্যন্ত)। ইতিমধ্যেই বিদায় ঘটেছে প্লে-অফের দৌড় থেকে। অবশিষ্ট দুই ম্যাচের ফলাফলে ভাগ্য বদলের কোনও সুযোগ নেই প্রীতি জিন্টা ব্রিগেডের।

সম্মানের ম্যাচ, মুখরক্ষার ম্যাচ-শব্দগুলি তাতাচ্ছে পাঞ্জাবকে। রাজস্থান যেখানে সতর্ক 'পচা শামুকে যাতে পা না কাটে'। ৯ ম্যাচে আট জয়ের পর হারের হ্যাটট্রিক-হঠাৎই ছন্দপতন। ফুরফুরে মেজাজে থাকা রাজস্থান শিবিরে ঢুকে পড়েছে অজানা আশঙ্কাও। পাঞ্জাব ম্যাচে ফের অঘটন হলে সমস্যা বাড়বে। কারণ, ১৯ তারিখ বরসাপাড়া স্টেডিয়ামেই সঞ্জুদের শেষ ম্যাচ শাহরুখ খান ব্রিগেডের বিরুদ্ধে।

লক্ষ্যটা তাই আগামীকালই পূরণ করে নেওয়া পাখির চোখ। গুরুত্বপূর্ণ যে টক্করে তারকা ওপেনার জোশ বাটলারকে পাচ্ছে না গোলাপি শিবির। ইংল্যান্ড-পাকিস্তান টি২০ সিরিজে অংশ নিতে দেশে ফিরে গিয়েছেন। পরিবর্ত হিসেবে টম কোহলার-ক্যাডমোরকে আগামীকাল খেলাতে পারে রাজস্থান। রয়েছে ধ্রুব জুরেলকে টপ অর্ডারে ব্যবহারের ভাবনা। সুস্থ হয়ে ফেরার অপেক্ষায় শিমরন হেটমেয়ারও।

বাটলার আবার বিদায়িবার্তায় সতীর্থদের কাছে ট্রফির দাবি জানিয়েছেন। প্রত্যাশা পূরণে এখনও অনেকটা পথ বাকি। আপাতত চোখ শেষ চারে জায়গা করে নেওয়া। একই কারণে পাঞ্জাবও আগামীকাল পাচ্ছে না লিয়াম লিভিংস্টোনকে। চোট আঘাত, ফর্মের কারণে লিভিংস্টোন অবশ্য এবার নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে ব্যর্থ। তবে স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্যাম কুরান ও জনি বেয়ারস্টো আগামীকাল খেলার পরই লন্ডনগামী বিমান ধরবেন।

হতাশার লিগে শশাঙ্ক সিং, আশুতোষ শর্মা প্রাপ্তি কিংসদের। রাজস্থান-দ্বৈরথে দুই নবাগতর দিকে চোখ থাকবে। যাদের ভরসায় বাকি দুই ম্যাচে সেই হতাশায় কিছুটা প্রলেপের চেষ্টা থাকবে পাঞ্জাবের।

রিয়ান আবেগ, স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের উদ্দীপনা রসদ জোগাবে রাজস্থানকে। গতকাল গুয়াহাটিতে পা রাখার পর থেকে দলকে ঘিরে উদ্দীপনা ভালোমতো টের পাচ্ছেন ট্রেন্ট বোল্ট, যুযবেন্দ্র চাহালরা। সমর্থকদের দাবি মেটাতে বাড়তি তাগিদ থাকবে যশস্বী জয়সওয়াল-রিয়ানদেরও।

রিয়ান আবার গুরুত্ব দিচ্ছে রাতের শিশিরকে। একইসঙ্গে হাইস্কোরিং ম্যাচের দাবিও করলেন। চেন্নাইয়ের চেয়ে উইকেট বেশ ভালো। চেনা যে পিচে রিয়ান-ঝড়, রাজস্থানের জয়-পারদ চড়িয়ে দেবে। প্রথম সাক্ষাৎকারে পাঞ্জাবকে হারিয়েছিল সঞ্জুরা। আগামীকাল বদলা নাকি পুনরাবৃত্তি, সেটাই দেখার।

নিজের শহর গুয়াহাটিতে পাঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে খেলতে পৌঁছে গেলেন রিয়ান পরাগ। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ভিড় অনুরাগীদের। মঙ্গলবার।

আইপিএলে আজ

রাজস্থান রয়্যালস বনাম **পাঞ্জাব কিংস**

স্থান : গুয়াহাটি
খেলা শুরু : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিও সিনেমায়

বিশ্বকাপ প্রস্তুতি নিয়ে চিন্তিত হরভজন

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : টি২০ বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়ার অপেক্ষা। মেগা যুদ্ধের প্রস্তুতি সারতে ইতিমধ্যে প্লেয়ারদের আইপিএল থেকে ডেকে নিয়েছে ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। যদিও উলটো ছবি ভারতীয় শিবিরে। বিশ্বকাপ ভুলে আইপিএলে ডুবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডেরও কোনও হেলদোল নেই।

আইপিএল সূচিকে দুষলেন

হরভজন সিংয়ের অভিযোগ, বিশ্বকাপে সাফল্য পেতে যে প্রস্তুতি দরকার, তা দেখা যাচ্ছে না। মেগা যুদ্ধে যা বিড়ম্বনায় ফেলবে। এর জন্য প্রাক্তন অফস্পিনার দুষছেন আইপিএল-কে। বিসিসিআইয়ের উদ্দেশে ভাজ্জির পরামর্শ, আগামীদিনে আইসিসি টুর্নামেন্টে খেলার আগে ইংল্যান্ডকে যেন অনুসরণ করে ভারত। যুক্তি, বিশ্বকাপের আগে পুরো দল নিয়ে দিন পনেরোর অনুশীলন দরকার। প্রয়োজন দুইয়ের বদলে ৪-৫টা প্রস্তুতি ম্যাচ খেলে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া।

ভাজ্জি বলেছেন, 'আইপিএলের চলতি সূচিতে পুরো দলকে একত্রিত করে বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলা মুশকিল। টুর্নামেন্টে নামার আগে আমরা গোটা দুয়েক প্রস্তুতি ম্যাচ খেলব আমেরিকায়। সংখ্যাটা ৪-৫ হলে ভালো হত। দরকার ছিল ওখানে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো সেরা দলগুলির বিরুদ্ধে গা ঘামানো ম্যাচ খেলা।' এর জন্য ঘুরিয়ে বোর্ডকেই দুষছেন। ভাজ্জির দাবি, 'আপাতত যে দুইটি ম্যাচ পাচ্ছি আমরা, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার দরকার।'

গুয়াহাটি ম্যাচে নয়া ওপেনিং জুটিতে নাইট রাইডার্স

কলকাতা ফিরল কেকেআর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : ফুরফুরে মেজাজ। চনমনে পুরো দল। আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে।

ইডেন গার্ডেন্সে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ম্যাচ জয়ের সঙ্গেই প্লে-অফ নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। গতরাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে যাওয়ার পর প্লে-অফে প্রথম দুই দলের মধ্যে শ্রেয়স আইয়ারদের থাকা নিশ্চিত হয়েছে।

এমন নিশ্চিন্ত মনোভাব নিয়ে আহমেদাবাদ থেকে আজ সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরল কলকাতা নাইট রাইডার্স। দলের সঙ্গে ফিরলেন না শুধু ফিল সল্ট। আহমেদাবাদ থেকেই তিনি সরাসরি লন্ডনের উদ্দেশ্যে আজ রওনা হয়ে গিয়েছেন। ফলে চলতি মরশুমে প্রথমবার নাইটদের ওপেনিং জুটি ভাঙতে চলেছে। আজ কলকাতায় ফেরার পর ইডেনে আগামী দুইদিন অনুশীলন করার কথা নাইটদের। তারপরই লিগের শেষ ম্যাচ খেলতে পাশের রাজ্য অসমের গুয়াহাটিতে পৌঁছে যাবেন শ্রেয়স,আন্দ্রে রাসেলরা। সেখানে আগামী ১৯ মে লিগের শেষ ম্যাচে রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে নামতে চলেছে কেকেআর। সেই ম্যাচে সুনীল নারায়ণের সঙ্গে চলতি মরশুমে ডাগআউটে বসে থাকা রহমানুল্লাহ গুরবাজ প্রথম একাদশে সুযোগ পেতে চলেছেন বলে খবর। নারায়ণ-গুরবাজের ওপেনিং জুটি কেকেআর-কে আগামীর পথে কীভাবে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার।

ইতিহাস ও পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২ ও ২০১৪ সালে আইপিএল খেতাব জিতেছিল গৌতম গম্ভীরের কেকেআর। সেই দুইবারই নাইটরা প্রতিযোগিতার প্রথম দল হিসেবে প্লে-অফের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। এবার মেন্টর গম্ভীরের নজরদারিতে সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রবল আত্মবিশ্বাসী নাইটরা ধরেই নিয়েছেন যে, প্রথম দুই নিশ্চিত করে ফেলার পর আহমেদাবাদে প্লে-অফের প্রথম ম্যাচের মাধ্যমেই ২৬ মে-র টিকিট আসতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত বাকি আইপিএলে নাইটদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করে রয়েছে, সময় বলবে। তার আগে দলের ওপেনিং জুটি ভাঙা ও নারায়ণ-গুরবাজের নয়া জুটি নিয়ে চলছে প্রবল আলোচনা।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ কেকেআরের সিইও ভেঙ্কি মাইসোর মুখ খুলেছেন। দিনকয়েক ধরেই রোহিত শর্মার কেকেআরে আসা নিয়ে বিস্তর জল্পনা হয়েছে। ইডেনে মুম্বই ম্যাচের আগে রোহিতের সঙ্গে কেকেআরের সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের আড্ডা নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। আজ সেই জল্পনাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে পুরো বিষয়টিকে গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছেন কেকেআর সিইও ভেঙ্কি।

অভিষেক-ইশান্তে বেঁচে দিল্লির আশা

দিল্লি ক্যাপিটালস-২০৮/৪
লখনউ সুপার জায়েন্টস-১৮৯/৯

নয়াদিল্লি, ১৪ মে : জায়গা ফাঁকা তিন। লড়াইয়ে ছয় দল। মঙ্গলবার লখনউ সুপার জায়েন্টসের বিরুদ্ধে ১৯ রানে জয় দিল্লি ক্যাপিটালসের কতটা কাজে লাগল, তা এখনও পরিষ্কার নয়। ১৪ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে পঞ্চম স্থানে থেকে এবারের মতো তারা আইপিএল অভিযান শেষ করল। ১৪ পয়েন্ট থাকা চেন্নাই সুপার কিংস ও সানরাইজার্স হায়দরাবাদের থেকে দিল্লি নেট রান রেটে অনেকটাই পেছনে। তাই শেষ ম্যাচগুলিতে চেন্নাই-হায়দরাবাদ বড় ব্যবধানে না হারলে দিল্লির সামনে প্লে-অফের দরজা খুলবে না। তবে এদিন লখনউয়ের হার প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় দল হিসেবে রাজস্থান রয়্যালসকে নকআউটের টিকিট এনে দিল।

ঘরের মাঠে মরশুমের শেষ ম্যাচে দিল্লির জয়ের কারিগর তিনজন অভিষেক পোড়েল (৩৩ বলে ৫৮), ট্রিস্টান স্টাবস (২৫ বলে অপরাজিত ৫৭) ও ইশান্ত শর্মা (৩৪/৩)। মন্থর ওভাররেটের দায়ে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে গত ম্যাচে নামতে পারেননি ঋষভ পন্থ। ড্রেসিংরুমে বসে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতা দেখতে হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে ঋষভ ফিরতেই দিল্লির ব্যাটিং রং ছড়াল।

যার শুরুটা করেন বঙ্গতনয় অভিষেক। চলতি আইপিএলে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের মতো অভিষেকও দিল্লির জন্য বড় প্রাপ্তি। এদিন অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ম্যাকগার্ক (০) ব্যর্থ হলেও অভিষেকের ব্যাট কথা বলল। মাঠের সব প্রান্তে শট খেলার দক্ষতার জন্য বিশেষজ্ঞদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এদিনও যার নমুনা রাখলেন বাংলার অভিষেক। তৃতীয় ওভারে আর্শাদ খানের (৪৫/১) থেকে ২১ রান নিয়ে হাত খোলেন তিনি। পাওয়ার প্লে-র শেষ ওভারে নবীন-উল-হককে (৫১/২) মারা অভিষেকের জোড়া ছক্কা দিল্লি ইনিংসের সেরা। তিনি পাশে পেয়ে যান শাই হোপকে (৩৮)। তাঁদের ৯২ রানের জুটি দিল্লির বড় রানের মঞ্চ গড়ে দেয়। হোপকে ফিরিয়ে দিয়ে জুটি ভাঙেন রবি বিষ্ণোই (২৬/১)। তার আগে অবশ্য ২১ বলে আইপিএল কেরিয়ারের দ্বিতীয় অর্ধশতরান করেন অভিষেক। ৫০-এর গণ্ডি টপকে অভিষেকের স্যালুট সেলিব্রেশনের ছবি আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে। যাকে নেটিজেনরা ভারতের আরেক উইকেটকিপার ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে তুলনা করছেন। হোপ ফেরার পর বেশিক্ষণ টেকেননি অভিষেকও। এখান থেকে দলকে নির্ভরতা দেন ঋষভ। ৩৩-এ আটকে গেলেও ঋষভের থেকে কিছু ট্রেডমার্ক শট দেখা গেল। যার মধ্যে হাত থেকে ব্যাট বেরিয়ে যাওয়ার পরও নবীনকে থার্ডম্যানে মারা চার ভক্তদের আনন্দ দিয়েছে।

অর্ধশতরানের পর অভিষেক পোড়েল। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার।

দিল্লিকে ২০৮/৪ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্টাবস। চলতি আইপিএলে ফিনিশারের ভূমিকায় বেশ কয়েকটি ক্যামিও ইনিংস খেলেছেন তিনি। এদিনের অর্ধশতরানও সেই তালিকায় যুক্ত হল। পন্থ আউট হওয়ার পরই আগ্রাসীরূপ ধারণ করেন স্টাবস। ১৯ নম্বর ওভারে নবীনের থেকে ২১ রান নেন তিনি।

লোকেশ রাহুলের অফফর্ম এদিনও জারি থাকল। ৫ রান করে প্রথম ওভারেই তিনি ইশান্তের শিকার হয়ে যান। নিজের পরবর্তী দুই ওভারে ইশান্ত তুলে নেন কুইন্টন ডি কক (১২) ও দীপক হুডাকে (০)। মাঝে অক্ষর প্যাটেল ফিরিয়ে দেন মার্কাস স্টোয়িনিসকে (৫)। ৪৪/৪ হয়ে যাওয়ার পরও লখনউকে শেষ ওভার পর্যন্ত লড়াইয়ে রেখেছিলেন নিকোলাস পুরান (২৭ বলে ৬১) ও আর্শাদ (৩৩ বলে অপরাজিত ৫৮)। কিন্তু মুকেশ কুমার (৩৩/১) ও কুলদীপ যাদবের (৩৩/১) নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের জন্য বেড়ে চলা আস্কিং রেটের চাপ সামলানো সহজ হয়নি। লখনউ ৯ উইকেটে ১৮৯ রানে আটকে যায়।

ডায়মন্ড লিগের ভুল শোধরাতে চান জেনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ১৪ মে : টোকিও-র থেকে অ্যাথলিটরা বেশি পদক আনবেন, দাবি অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালার। আশা করছেন, প্যারিসে অন্তত ৩৫ জনের অ্যাথলেটিক্স দল যাবে। তিনি বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই আমাদের ২০-২৫ জন যোগ্যতামান পার করেছে। যেখানে লন্ডন অলিম্পিকে মাত্র ১২ জনের অ্যাথলেটিক্স দল গিয়েছিল, সেখানে এবার প্রায় ৩৫ জন যেতে পারে বলে মনে করছি এবং পদক সংখ্যাও বাড়বে।'

এদিনই শহরে পৌঁছে যাওয়ার কথা যাওয়ার কথা ছিল নীরজ চোপড়া। কিন্তু বিমান বিভ্রাটে তাঁকে পাওয়া গেল না নির্দিষ্ট সাংবাদিক সম্মেলনে। যদিও আদিলের দাবি, বুধবার নীরজ নামতে চলেছেন নির্দিষ্ট সময়েই। তবে টোকিওর সোনাজয়ী না থাকলেও তাঁর এখন প্রায় ছায়াসঙ্গী হয়ে যাওয়া কিশোর জেনা অবশ্য তাঁর নিজের রাজ্যে হওয়া ফেডারেশন কাপ অ্যাথলেটিক্সে সঠিক সময়েই হাজির। এদিন অবশ্য সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর অনুশীলনের কথা থাকলেও সরাসরি সাংবাদিক সম্মেলনেই হাজির করানো হল তাঁকে। ডায়মন্ড লিগে নবম স্থান। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে ঘিরে পদকের আশা খুবই কম করছেন সাধারণ মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা, অনেকেই মনে করছেন, তাঁর কাজ শুধুই যতটা সম্ভব প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে নীরজকে পদক জিততে সাহায্য করা। তিনি নিজে কী ভাবছেন প্রশ্ন করতে লাজুক হাসি বর্তমানে ওড়িশার সবথেকে বড় তারকার মুখে, 'দেখুন আমিও পদক জিততে চাই। তবে এই প্রথমবার অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন করেছি। এখন আমার চেষ্টা থাকবে, যা যা ভুল করেছি, সেগুলো আর না করা। সেভাবেই নিজেকে তৈরি করছি। নীরজভাই তো অবশ্যই পদক পাবেন। আমিও সেই চেষ্টাই করব।'

জেনার দাবি, তিনি যতটা করেন তাঁর থেকে নীরজের কাছ থেকে অনেকবেশি চাপ আসে তাঁর দিকে। তিনি বলেছেন, 'নীরজভাই আমার থেকে বাড়তিটা বার করে আনার উপর জোর দেন। ওঁর কাছ থেকে বকাঝকা শুনি। আমার পারফরমেন্স, টেকনিক আরও কীভাবে ভালো করা যায়, সেদিকে ওঁর নজর থাকে। আমরা এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। দুজনেই দুজনের থেকে সেরাটা বার করে আনার জন্য সাহায্য করে থাকি।' ওড়িশা তাঁর নিজের রাজ্য। এখানে কি এক নম্বর হতে পারেন, প্রশ্নের উত্তরে ঝকঝকে হাসি জেনার মুখে। বলেছেন, 'নিজের জায়গায় নামতে পারছি, এতে আমি খুশি। অবশ্যই চেষ্টা থাকবে। কিন্তু অনেক সময়েই সেই মুহূর্তের পারফরমেন্সের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।' ট্রেনিংয়ে যেমন ভুলত্রুটি শুধরে নিচ্ছেন তেমনি মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে কথা বলে নিজের মধ্যেকার মানসিক চাপ কাটানোর চেষ্টাও জারি তাঁর।

সাংবাদিক সম্মেলনে শটপাটের তাজিন্দারপাল সিং তুরের সঙ্গে কিশোর জেনা।

> নিজের জায়গায় নামতে পারছি, এতে আমি খুশি। অবশ্যই চেষ্টা থাকবে। কিন্তু অনেকসময়েই সেই মুহূর্তের পারফরমেন্সের উপর অনেককিছু নির্ভর করে।
> **কিশোর জেনা**

এদিন ২১.৫০ মিটারে নির্ধারিত সীমা ছুঁতে পারলেন না তাজিন্দারপাল সিং তুর। তিনি থেমে যান ২০.৩৮ মিটারে। নিজে অবশ্য বলেছেন, 'আমার এখানে যা হয়েছে তাতে আমি খুশি। কারণ পারিবারিক ও অন্যান্য কিছু সমস্যা ছিল।' প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতামান পার করার জন্য তিনি সম্ভবত বিদেশের কিছু প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছেন বলে ইঙ্গিত দেন। এদিন রিলে দলের সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের ঘিরেও পদকজয়ের আশা করা হচ্ছে বলে জানান আদিল। এদিকে, এদিন মিটে কোনও রেকর্ড হল না।

লিগ ওয়ানের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার হাতে কিলিয়ান এমবাপে।

লিগ ওয়ানের সেরা ফুটবলার এমবাপে

প্যারিস, ১৪ মে : প্যারিস ছাড়ার আগে কিলিয়ান এমবাপের মুকুটে নতুন পালক। চলতি মরশুমে লিগ ওয়ানের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এই নিয়ে টানা পঞ্চমবার এই খেতাব জিতেছেন ফরাসি মহাতারকা। ২৫ বছর বয়সি এই ফুটবলার চলতি মরশুমে প্যারিস সাঁ জাঁ-র হয়ে ৪৪টি গোল করেছেন। এর মধ্যে লিগ ওয়ানে করেছেন ২৭টি গোল। জিতেছেন লিগ ওয়ানের শিরোপা। সম্প্রতি সরকারিভাবে ক্লাব ছাড়ার ঘোষণা করেছেন এমবাপে। তবে পরবর্তী গন্তব্যের কথা না জানালেও মনে করা হচ্ছে আগামী মরশুমে রিয়ালের জার্সিতে খেলবেন তিনি।

লিগ ওয়ানের সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পাওয়ার পর এমবাপে বলেছেন, 'আমার জীবনের একটা অধ্যায় শেষ হচ্ছে। লিগ ওয়ান আমার জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে থেকে যাবে। এই লিগ থেকেই আমি পরিচিতি লাভ করেছি।' তিনি আরও যোগ করেন, 'তবে আমার জীবনের পরবর্তী অধ্যায়টা খুব উত্তেজক হতে চলেছে।' এদিকে সেরা তরুণ মিডফিল্ডারের পুরস্কার পাচ্ছেন পিএসজি-র ওয়ারেন জাইরে-এমরি ও সেরা গোলরক্ষক হয়েছেন জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা। ব্রেস্টের কোচ এরিক রয়কে সেরা কোচ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।

অ্যাথলিটদের দিশায় বালিগঞ্জের দিশা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ভুবনেশ্বর, ১৪ মে : 'আমাকে এক ঘণ্টা সময় দেবেন? এত খারাপ গেল না কোয়ালিফায়ার্স, আমি আর কিছুতেই মন বসাতে পারছি না।'

প্রশ্নটা আসতেই ঘুরে তাকান মেয়েটি। কোনও কিছু না ভেবেই বলে দেন, 'একটু সময় দাও। তোমার সঙ্গে কথা বলছি।' দেখে মনে হবে, ২১-২২ বছরের একটি মেয়ে। কিন্তু সাত বছর ধরে অ্যাথলিটদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করছেন ৩১-এর দিশা মুসারদি। এখন রিলায়েন্স ফাউন্ডেশনে আছেন। ভুবনেশ্বরে এসেছেন অ্যাথলিটদের লক্ষ রাখতে। কাদের দিকে নজর আছে জানতে চাইলে অবশ্য বলছেন না কিছু। কেন? দিশার উত্তর, 'আসলে ওটা আমাদের বলা বারণ। কাকে কীভাবে দেখছি আমরা, সেটা প্রকাশ্যে বলা যায় না। আমরা দূর থেকে নজর রাখি। কোন অ্যাথলিট কোথায় মানসিকভাবে সমস্যায় পড়ছে। সেখান থেকে তাঁকে বার করে আনাটাই আমাদের কাজ। আর এই কাজটা আমাদের এই কারণেই গোপনে করতে হয়। প্রকাশ্যে বলে দিলে কী হয়, অ্যাথলিটদের কাছে আর বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না। ওরা নিজেদের মেলে ধরতে পারে না। আমরাও আর রোগটা সারাতে পারি না।'

বালিগঞ্জ গুরুসদয় দত্ত রোডের এই মেয়েটি এখন মুম্বইতে বসে মৌমিতা মণ্ডল, কিশোর জেনাদের নিয়ে কাজ করছেন। এখানে সোমবারই পরপর দুইটি পদক জিতেছেন মৌমিতা। ১০০ মিটার হার্ডলস ও লং জাম্প দুইটিতেই অবশ্য তৃতীয় হয়েছেন তিনি। কিন্তু এখন মৌমিতার লক্ষ্য অনেক বড়। ২৩ বছরের জিরাটের মেয়েটি পুরোপুরি ফোকাস করেছেন ২০২৬ সালের এশিয়ান গেমসে। তবে তার জন্য মৌমিতা নিজের ইভেন্ট বদলাতে চান। কোন ইভেন্টে যেতে চান, প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, 'এখনই এটা নিয়ে প্রকাশ্যে বলতে চাই না। আমার নিজেকে তৈরি করতে আরও বছর দুয়েক সময় লাগবে এর জন্য। তবেই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পৌঁছাতে পারব বলে মনে করছি।' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভক্ত মৌমিতার কাছে আলাদা করে আদর্শ বলে কেউ নেই। তাঁর বক্তব্য, 'আমি নিজেকে সামনে রেখে শিখি। আর বাকিটা মায়ের কাছ থেকে।' এরপরেই যোগ করেন, 'তবে আমি একজনকে দেখে মুগ্ধ হই। তিনি নীরজভাই (চোপড়া)। ওঁর কাছ থেকে ধারাবাহিকতা এবং ফোকাস ধরে রাখা, এই দুটিই শিক্ষণীয়। আর তার সঙ্গে অসম্ভব বিনয়ী।'

মৌমিতাদের এই মানসিকভাবে ফোকাস রাখার কাজটাই করেন দিশার মতো মনস্তত্ত্ববিদরা। বাঙালি নন, তবে দিশার বাংলা একেবারে ঝরঝরে। বলেছেন, 'অ্যাথলিটদের সঙ্গে এই কাজটা করে ভালো লাগে। ওদের ইভেন্টে কী হবে সেটা যেমন কোচ দেখেন তেমনি আমাদের কাজ হল মাঠের বাইরে একইভাবে ওদের উন্নত করে তোলা।' পরে রিলায়েন্সের আর কর্মীও বললেন, 'আমাদের এখানে অ্যাথলিটদের খেলার পাশাপাশি বাকি দিকগুলোর দিকেও নজর দেওয়া হয়। কারণ গ্রুমিং খুব জরুরি খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে।' খেলোয়াড়দের এই বাকি দিক অর্থাৎ ধোঁয়াশা হয়ে থাকা দিকগুলি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন দিশা।

নয়া দায়িত্বে ম্যাকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ মে : আসন্ন বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে কলকাতা রয়্যাল টাইগার্স দলের কোচ হলেন শিবশংকর পাল। ১১ জুন থেকে শুরু হতে চলেছে প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব। সেই লক্ষ্যেই আজ লাক্স ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড শ্যাম স্টিল সংস্থার অধীনে থাকা ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রয়্যাল টাইগার্সের কোচ হিসেবে চুক্তিবদ্ধ হলেন ম্যাকো। দলের পুরুষদের মার্কি ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছেন অভিষেক পোড়েল ও মহিলাদের মিতা পাল। সন্ধ্যার দিকে বাংলা দলের বোলিং কোচ তাঁর নয়া দায়িত্ব সম্পর্কে বলছিলেন, 'আশা করছি এই প্রতিযোগিতা আগামীদিনে বাংলা ক্রিকেটকে আরও উন্নতির পথে নিয়ে যাবে।' উল্লেখ্য, বাংলা সিনিয়ার ক্রিকেট দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, সহকারী সৌরাশিস লাহিড়িরাও নানা ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কোচ হিসেবে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে কাজ করতে চলেছেন।

ফিরছেন টাইসন

নিউ ইয়র্ক, ১৪ মে : আবারও বক্সিং রিংয়ে দেখা যাবে কিংবদন্তি বক্সার মাইক টাইসনকে। ৫৭ বছরের এই মহাতারকা ২০ জুলাই ইউটিউবার জ্যাক পলের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। প্রাক্তন হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন ২০০৫ সালে তাঁর শেষ পেশাদার লড়াইয়ে হেরে গিয়েছিলেন। প্রায় দুই দশক বাদে আবার তিনি লড়াই করতে নামবেন। তবে এই লড়াই নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই। তাদের মতে, মাইক এই লড়াইয়ে আহত হতে পারেন। তবে এই সংশয় স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিয়েছেন এই কিংবদন্তি। তিনি বলেছেন, 'আমি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছি। যারা আমাকে সন্দেহ করছেন তাদেরকে ২০ তারিখ ভুল প্রমাণ করব।' প্রতিপক্ষ পল সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'আমি পলকে পছন্দ করি। ও একজন যোদ্ধা। তবে বক্সিং রিংয়ে ওকে কোনও ছাড় দেব না।'

ড্র লিভারপুলের

লন্ডন, ১৪ মে : পিছিয়ে থেকেও অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচে ফিরতে পারে, তা বোধহয় লিভারপুল সমর্থকরা ভাবেননি। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত ৩-১ গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ পর্যন্ত ৩-৩ ফলে ম্যাচ ড্র করতে হয়েছে মহম্মদ সালাহদের। ২ মিনিটে গোলরক্ষক এমি মার্টিনেজের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ৮ মিনিটে ওলি ওয়াটকিন্স সমতায় ফেরান। ২৩ মিনিটে কোডি গাকপো ও ৪৮ মিনিটে জারেল কুয়ানশার গোলে লিড নেয় লিভারপুল। তবে তখনও নাটক বাকি ছিল। ৮৫ ও ৮৮ মিনিটে জোড়া গোল করে ভিলার চ্যাম্পিয়ন্স লিগের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখেন পরিবর্ত ফুটবলার জন দুরান।

হিংসা ভুলে ফুটবলকেই আঁকড়ে বালা দেবীরা

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৪ মে : গত এক বছর ধরে কুকি ও মেইতেই জাতির মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষে অশান্ত মণিপুর। এই দাঙ্গা থেকে রেহাই পাননি সাধারণ মানুষও। তবে সেই আতঙ্ককে ভুলে ফুটবলেই মনঃসংযোগ করেছেন বালা দেবীরা। এই বছর মহিলাদের চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠেছে মণিপুর। শিরোপার লড়াইয়ে তারা খেলবে হরিয়ানার বিরুদ্ধে। এত কিছুর পরে ফাইনালে পর্যন্ত পৌঁছোনোর লড়াই কিন্তু সহজ ছিল না। ভারতীয় দলের তারকা ফুটবলার বালা দেবী বলেছেন, 'ফাইনালে উঠে ভালো লাগছে। আমরা অনেক কষ্ট করে মণিপুর থেকে এখানে খেলতে এসেছি। কঠোর অনুশীলন করে অবশেষে আমরা ফাইনালে উঠেছি।'

রাজ্যজুড়ে অশান্তির মাঝে কীভাবে নিজেদের প্রস্তুত করেছেন মণিপুরের ফুটবলাররা? উত্তরে বালা বলেছেন, 'ওই সময়টা খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। তখন ফুটবল খেলা বন্ধ ছিল। কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না। তবে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়েছে। তাই আমরা খেলতে পেরেছি।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমরা মণিপুরের জন্য খেলছি। এই কথাটা মাথায় রেখে খেলতে নেমেছি।'

ফাইনালে প্রতিপক্ষ হরিয়ানা। এই হরিয়ানার কাছে গ্রুপপর্বে হারতে হয়েছিল মণিপুরকে। তবে বালা দেবী বলেছেন, 'খেলায় হারজিত থাকবেই। তবে গত ম্যাচের ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছি না। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করব।'

অশান্তির আঁচ যাতে মহিলা ফুটবলারদের ওপর না পড়ে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা নিয়েছিল মণিপুর ফুটবল সংস্থা। দলের ম্যানেজার হয়ে আসা প্রাক্তন ফুটবলার বেমবেম দেবী বলেছেন, 'পাহাড়ি এলাকায় বেশি ঝামেলা হয়েছিল। তবে আমরা সব মহিলা ফুটবলারদের নিরাপদ জায়গায় রেখেছিলাম।' তবে এই জাতিদাঙ্গায় মণিপুরের কোনও ফুটবলারের পরিবারের কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে এই অশান্তির প্রসঙ্গ উঠলেই চোখেমুখে ভয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে মণিপুরি ফুটবলারদের। তাঁরা মনেপ্রাণে চাইছেন রাজ্যের পরিস্থিতি আবারও স্বাভাবিক হয়ে আসুক।

জয়ে ফিরে দুইয়ে বার্সা

বার্সেলোনা, ১৪ মে : এক ম্যাচ পর জয়ে ফিরল বার্সেলোনা। অস্থায়ী ঘরের মাঠ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে ২-০ গোলে তারা হারাল রিয়াল সোসিয়েদাদকে। এই জয়ে তারা উঠে এল দুইয়ে। ৩৫ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৭৬ পয়েন্ট। সমান ম্যাচ খেলে এক পয়েন্ট পিছনে জিরোনা।

দুই নম্বরে শেষ করলে পাওয়া যাবে স্প্যানিশ সুপার কাপ খেলার সুযোগ। এদিন তাই প্রথম থেকে আক্রমণে ঝাঁপায় বার্সা। নিজেদের অর্ধ থেকে রবার্ট লেওয়ানডস্কি পাস বাড়ান ইকায় গুন্দোগানকে। তিনি সোসিয়েদাদ বক্সের সামনে ডান দিকে বল রাখেন লামিনে ইয়ামালের উদ্দেশ্যে। ইয়ামাল বাঁ পায়ের শটে বল জড়িয়ে দেন জালে। এরপর বেশ কয়েকটি ভালো সুযোগ পেলেও তা থেকে গোল করতে পারেনি বার্সা। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ে শেষ গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার রাফিনহা। সোসিয়েদাদের রাইট ব্যাক আলভারো অদ্রিওজোলা রাফিনহার ফ্রি কিক হাত দিয়ে আটকালে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। স্পট কিক থেকে গোল করে জয় নিশ্চিত করেন রাফিনহা।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ১৪ মে : পিছিয়ে থেকেও দুরন্ত প্রত্যবর্তন ইস্টবেঙ্গলের। রিলায়েন্স ডেভেলপমেন্ট লিগের সেমিফাইনালে তারা ৪-৩ গোলে হারাল মুথুট অ্যাকাডেমিকে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল বিনো জর্জের ছেলেরা। বিরতির পর সমতা ফেরান শ্যামল বেসরা ও পিভি বিষ্ণু। এরপর সুমন দে-র দর্শনীয় গোলে এগিয়ে যায় লাল-হলুদ। সেই উচ্ছ্বাস অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ম্যাচের শেষদিকে সমতায় ফেরে মুথুট। শেষপর্যন্ত টাইব্রেকারে শেষ হাসি হাসে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে অপর সেমিফাইনালে পাঞ্জাব টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে বেঙ্গালুরুকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

আইপিএলের পয়েন্ট তালিকা

দল	ম্যাচ	জয়	হার	নো রেজাল্ট	পয়েন্ট	নেট রান রেট
কলকাতা নাইট রাইডার্স	১৩	৯	৩	১	১৯	১.৪২৮
রাজস্থান রয়্যালস	১২	৮	৪	০	১৬	০.৩৪৯
চেন্নাই সুপার কিংস	১৩	৭	৬	০	১৪	০.৫২৮
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ	১২	৭	৫	০	১৪	০.৪০৬
দিল্লি ক্যাপিটালস	১৪	৭	৭	০	১৪	-০.৩৭৭
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু	১৩	৬	৭	০	১২	০.৩৮৭
লখনউ সুপার জায়েন্টস	১৩	৬	৭	০	১২	-০.৭৮৭
গুজরাট টাইটান্স	১৩	৫	৭	১	১১	-১.০৬৩
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স	১৩	৪	৯	০	৮	-০.২৭১
পাঞ্জাব কিংস	১২	৪	৮	০	৮	-০.৪২৩

● দিল্লি ক্যাপিটালস বনাম লখনউ সুপার জায়েন্টস ম্যাচের পর পর্যন্ত

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা মাঞ্জুলা ভিসাঞ্জি কারিয়া - কে 28.02.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 68D 73162 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমি প্রথমত ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে এমন একটা সুন্দর সুযোগ দেওয়ার জন্য, যা আমাকে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার সুযোগ দিয়েছে এবং আমাকে কোটিপতি বানিয়েছে। এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতে আমি খুব গর্বিত ও আনন্দিত বোধ করছি। এই বিশাল পরিমান পুরস্কারের অর্থ আমাদের পারিবারের অর্থিক উন্নতি করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

হাঁটুর ব্যাথা
পুরানোর থেকে অতি পুরানো যে কোন জয়েন্ট এর ব্যাথা অর্থাৎ বাতের ব্যাথার ১০০ শতাংশ গ্যারেন্টি সমেত কার্যকরী ঔষুধ পাওয়া যায়।
শ্বাসকষ্ট
শ্বাসকষ্টজনিত হাঁপানি রোগ যতই পুরোনো হোক না কেন গোড়া থেকে নির্মূল করতে সাহায্য করবে আমাদের এই আয়ুর্বেদিক ঔষুধ।
মদ ছাড়ান
মদ্যপান ব্যাক্তিকে গোপনে আয়ুর্বেদিক ঔষুধের চিকিৎসার মাধ্যমে মদ খাওয়া থেকে সম্পূর্ন রূপে নিস্কৃত করা হয়।
স্বাস্থ্যবান হন এবং ওজন বাড়ান
ভালো খাওয়া দাওয়ার পরেও যদি স্বাস্থ্য ভালো না হয়। রোগা দুর্বল বা যে কোন কারনে যদি ওজন না বাড়ে তাহলে বিশ্ব প্রশিদ্ধ কার্যকরি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ দ্বারা কিছুদিনের মধ্যেই ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন ও স্বাস্থ্যবান হন।
ডায়াবেটিস-পাইলস-লিউকোরিয়া-সাদাস্রাব এছাড়াও গিলোইজুস, নিমরস, সুদ্ধ শিলাজিৎ, পাচন রস, হার্বাল কাড়া, ওজন কমানো, লিভার টনিক, আমলা রস, অ্যালোভেরা জুস, পঞ্চতুলসী, অর্শগন্ধা ক্যাপসুল, গ্যাস, অম্বল, কোষ্ঠ কাঠিন্য, চুলপড়া বন্ধ, হার্বাল ফেসওয়াস, এন্টি অ্যাজিং ক্রিম, স্পেশাল চবনপ্রাস ইত্যাদি আয়ুর্বেদিক ঔষুধ এখানে পাওয়া যায়।
গোপাল আয়ুর্বেদিক
হেড অফিস ঃ শিলিগুড়ি, মঙ্গলদ্বীপ বিল্ডিং-এর বিপরীতে, হিলকার্ট রোড, কলাবতী মেডিক্যালের নিকটে, প্রতি সোম থেকে শনি সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা খোলা থাকবে।
শাখা অফিস ঃ জলপাইমোড়, শ্যাম টাওয়ার, UCO Bank বিল্ডিং, বাসস্ট্যান্ড।